বন্ধু-গীতি

মহানাম-কীর্ত্তন।

প্রভাতি। জাগরণ।

ভৈরবী।

জাগ জাগ, জগতবাসী, নিশি অবসান রে ॥

গুরু জগদ্বন্ধু ব'লে, উঠ নিদ্রা-মোহে দলে,
(জাগ) জাগ মায়া-মুগধ অজ্ঞান রে ॥

জয় জগদ্বন্ধু রবে, মায়া-মোহ নাশ হ'বে,
(বন্ধু-) মহানামে হ'বে দিব্য জ্ঞান রে ॥

বল জগদ্বন্ধু জয়, শোক-দুঃখ হ'বে লয়,
(সবে) ত্রিতাপে পাবে পরিত্রাণ রে ॥

প্রভু জগদ্বন্ধু নাম, গাও সবে অবিরাম,
(মধুর) বন্ধুনাম হৃদয় জুড়ান রে ॥

জয় জগদ্বন্ধু বল, হ'বে প্রাণ সুশীতল,
(গুরু) বন্ধু প্রেম-শান্তির নিদান রে ॥

(ভজ) হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু, গোলোক-অধিপ বন্ধু,
(প্রভু) বন্ধু নিত্য কিঙ্কর-পরাণ রে ॥

(ভজ) বন্ধু-গোবিন্দ আনন্দ-রাম।
(জপ) হরি-পুরুষ মধুর নাম ॥

—নিত্যফকীরদাস মহেন্দ্র।

বন্ধু-বার্ত্তা।

অহিংসা, ব্রহ্মচর্য্য, সত্য ও নিত্যশুদ্ধ প্রেম-পবিত্রতার

একমাত্র পূর্ণ-পুরুষোত্তম আদর্শ।

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু ।।

[illegible]

জয় বন্ধু-গোবিন্দ আনন্দ-রাম।

হরি-পুরুষ মধুর নাম ।।

জগতের নিত্য-ইষ্ট-গুরু পরমপ্রাণারাধ্যতম

অনন্তানন্ত-কোটি শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী-সমন্বিত

প্রভুজগদ্বন্ধুদেবের শ্রীশ্রীশ্রীচরণসরোজে।—উৎসর্গ।

শ্রীশ্রীবন্ধু-বার্ত্তা।

(১ম খণ্ড)

গুরু-বন্ধু-বাণী।

(২য় খণ্ড)

বন্ধু-লীলা-কণা।

——o——
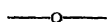
বন্ধুহরিদাস

[নামান্তরে]

নিত্য ফকীরদাস মহেন্দ্র-সংগ্রথিত।

শ্রীশ্রীধাম ঃ—শ্রীশ্রীপ্রভুর আঙ্গিনা, ফরিদপুর।

শ্রীশ্রীহরিপুরুষাব্দ—৫৫ ; কার্ত্তিক, ১৩৩২ সন।

1925.

[ভিক্ষা চার আনা মাত্র

উৎসর্গ।

—*—

গুরুবন্ধুর প্রসাদীকৃত
এই 'বন্ধু-বার্ত্তা'-রূপ সন্দেশ
জগদ্বাসী ভ্রাতা-ভগিনীগণের
পবিত্র কর-কমলে
প্রদত্ত হইল ॥

—নিত্য ফকীরদাস।

[ওরফে, বন্ধুহরিদাস।]

Published by Harey Krishna Biswas. 55A, Amherst Street, Calcutta.
Printed by F. C. Pal for Messrs. S. C. Auddy & Co.
At the Wellington Printing Works
10, Haladhar Bardhan Lane, Calcutta.

To be had at (1) Publisher. (2) S. C. AUDDY & Co.
58 & 12, Wellington Street, Calcutta.
(3) Kaviraj JOGENDRA KUMAR SIRCAR.
P. O. Rajbari. Faridpur.

• মহোদ্ধারণ শ্রীশ্রীহরিপুরুষ-প্রভু-জগবন্ধু-সুন্দরোজয়তি ॥

(ভজ) বন্ধু-গোবিন্দ আনন্দ-রাম।
(জপ) হরি-পুরুষ মধুর নাম॥

নিবেদন।

সর্ব্বসাধারণের জ্ঞাতব্য শ্রীশ্রীপ্রভুজগদ্বন্ধুচন্দ্রের শ্রীহস্তলিখিত ও শ্রীমুখনিঃসৃত প্রাচীন এবং অভিনব কতিপয় ভুবনমঙ্গল আদেশ, উপদেশ ও তত্ত্বকথা লইয়া এবং তাঁহার অমৃত জীবনীর সংক্ষিপ্ত সার লিপিবদ্ধ করিয়া, তাঁহারই কৃপায় বন্ধু-বার্ত্তা † গ্রন্থন ও প্রকাশ করিলাম। ১ম খণ্ড গুরুবন্ধুবাণী, ২য় খণ্ড বন্ধুলীলাকণা বা বন্ধুলীলাস্মৃতি। পাঠক-পাঠিকাগণ দেখিতে পাইবেন, যে, প্রভুবন্ধু-রচিত হরিকথা, ত্রিকাল-গ্রন্থ, চন্দ্রপাত, সংকীর্ত্তন, পদাবলী প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে এবং শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী-লিখিত বন্ধুকথা হইতে সত্যসারগর্ভ ও অনন্তভাবশক্তি-সমন্বিত অথচ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতিপয় বাক্য গ্রহণ করিয়া গুরুবন্ধুবাণী সঙ্কলিত হইয়াছে এবং ঐ সকল বাক্য 'সত্যধর্ম্ম,' 'সদাচার' প্রভৃতি এক একটি বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। জগদ্গুরু মহা-মহাপ্রভু জগবন্ধু-গ্রন্থের বিষয় সংগ্রহ-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবার সময় এবং ইহার পূর্ব্বে ও পরে, প্রাচীন বন্ধুভক্তগণ-সমীপে যে সকল প্রভু-কথা শুনিয়াছি ও প্রভুবন্ধুর শ্রীহস্ত-লিখিত যে সকল লিপি প্রাপ্ত হইয়াছিলাম বা হইয়াছি, সে সকলেরও কোন কোন অংশ ইহাতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। অধিকন্তু পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থাদিতে এ যাবৎ অমুদ্রিত ও অপ্রকাশিত শ্রীশ্রীপ্রভুর

† ১৩২৭ সনে লিখিত বৃহদায়তন বন্ধুবার্ত্তাখানি এখনও মুদ্রিত হয় নাই।—বন্ধু-হরিদাস।

অনেক অভিনব বাণী ও লিপি ইহাতে সংযোজন করিয়াছি। এই গ্রন্থের * ও (১) চিহ্নিত সমুদয় বাক্যই এবং চিহ্ন ব্যতিরিক্তও অনেক কথা অপূর্ব্ব-প্রকাশিত বা নূতন। সংক্ষিপ্ত বন্ধুচরিতামৃত বা বন্ধুলীলাসূত্র লইয়া ২য় খণ্ডে বন্ধুলীলাকণা লিখিত। ভক্তগণের জিজ্ঞাসা-তৃপ্তির জন্য ইহাতেও আমার প্রত্যক্ষ দৃষ্ট ও শ্রুত, অপূর্ব্ব প্রকাশিত বন্ধুজীবনী-লীলার সংক্ষিপ্ত সার ও বাক্যাংশাদি সংযুক্ত করিয়াছি। বন্ধুবার্ত্তার ইহাই বিশেষত্ব, অভিনবত্ব বা প্রয়োজন।

এ'স্থানে আর একটী নিবেদন জানাইলাম। সময়ে, স্থানবিশেষে আমাকে অভিহিত নিত্যসেবক নাম, অযোগ্যতা ও অন্যান্য কারণ-নিবন্ধন, লেখক-পরিচয়ে উল্লেখ করিলাম না। পরন্তু বন্ধুভক্তগণ-মধ্যে একাধিক 'মহেন্দ্র' নামধারী ভাই থাকায়, ভিন্নতা রক্ষার জন্য স্বীয় মহেন্দ্র নামের সহিত বন্ধুহরিদাস বা নিত্য ফকীরদাস নাম সংযোগ করিয়াছি। বিশেষতঃ 'প্রভু সত্যনিত্য-বস্তু' এবং তিনি নিজেকে 'গুরুবন্ধু,' 'হরি,' 'ফকীর' ইত্যাদি বলিয়াছেন ও লিখিয়াছেন। এই জন্যও বাঞ্ছা করিয়া আমি আমাকে গুরুবন্ধুদাস, বন্ধুহরিদাস বা নিত্য 'ফকীর'-দাস অভিহিত করিয়াছি।

এখন ক্ষুদ্র বন্ধুবার্ত্তাখানি ভক্তগণের প্রীতি-আনন্দ-প্রদ, নিত্যপাঠ্য ও জগৎ-কল্যাণ-কর হইলে, আমার সামান্য জৈব চেষ্টাশ্রম সার্থক বোধে সুখী হইব। জয় জগদ্বন্ধু হরি! কিমধিকমিতি।

নিবেদক
গুরুবন্ধুহরিদাস
ওরফে,
নিত্য ফকীরদাস মহেন্দ্র।
আশ্রয়স্থিতি,—গোয়ালচামট শ্রীঅঙ্গন,
ফরিদপুর।

কলিকাতা,
শ্রাবণ, ১৩৩২।

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুঃশরণম্।

বন্ধু-বার্ত্তা।

(১ম খণ্ড) ·

গুরু-বন্ধু-বাণী।

সত্যধর্ম্ম। মহাধর্ম্ম।—"চৈতন্যলাভ কর॥ নৈষ্ঠিক হও॥ মাঙ্গল্যে রও॥ ধর্ম্মে জয়যুক্ত হও।" †

† ভুবনমঙ্গল হরিনামই মুখ্য বা সত্যধর্ম্ম। এই শ্রীশ্রীহরিনামের নিকট যাগযজ্ঞদানাদি বৈদিক ধর্ম্মকর্ম্ম ও মোক্ষ অতিতুচ্ছ। গুরুবন্ধু লিখিয়াছেন—'হরিনামের আগে তুচ্ছ অর্থ মোক্ষ কাম।' "ভুলে মর্ম্ম, একি কর্ম্ম ও' মন তরবি রে কোন্ বলে। ত্যাজি সত্যধর্ম্ম, জ্ঞান কর্ম্ম কুসঙ্গেতে মজে র'লে॥ ... ... জগদ্বন্ধু দাসে বলে শুন মূঢ় মন। সময় থাকিতে তাঁরে কর রে স্মরণ। (সদা হরিবল) (হরি হরি হরি বল)। মায়ামোহ ভু'লে, বাহু তু'লে, নাচ সদা হরি ব'লে॥"

এ'স্থলে মহাধর্ম্মস্বরূপ প্রভুবন্ধুর হরিনামরূপ সত্যধর্ম্ম কথাই আমাদের আলোচ্য। এই গ্রন্থে শ্রীশ্রীপ্রভুর বাণী ও লিপিসমূহ '—', "—" কোটেশনের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। ইতি নিত্যফকীরদাস মহেন্দ্র। [বন্ধু-হরিদাস]

'ধর্ম্ম, উদ্ধারণ।' 'সংকীর্ত্তন—উদ্ধারণ।' 'উদ্ধারণ—চৌদ্দমাদল, টহল, নগর, জলকীর্ত্তন, নিশাকীর্ত্তন, হরিনাম, লীলাকীর্ত্তন।' 'নিত্য, সংকীর্ত্তন। নিত্য, টহল। নিত্য, সন্ধ্যাটহল।' 'নিত্য, ধর্ম্মচর্চ্চা।' 'ধর্ম্ম,—প্রচার, কারুণ্য, ক্ষমা, নিষ্ঠা, গুরু।' "নিত্য নগরকীর্ত্তন, টহল, নিষ্ঠা, কারুণ্য, অক্রোধ। **টহলই শেষ ধর্ম্ম।**" "নগরকীর্ত্তন,—লোকালয়ে, গৃহীর গৃহে, জনতার পথে, সর্ব্বসমক্ষে, হাটে, বাজারে, নদীতে, পথে। টহল,—১। গৃহ-সন্নিকট॥ ২। লোকপথে॥ ৩। উষায়॥ ৪। সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত॥ ৫। প্রেমরোলে॥ ৬। রসাবেশে॥ ৭। নিরালস্যে॥ ৮। চিরদিন॥" 'রাত্রিকাল পাপীতাপীর কলুষ-শ্রাদ্ধের সময়। শেষ রাত্রে যেন তেন প্রকারে সকলে হরিনাম শুনিতে পায়, তাহা করিও।'

"মনঃ প্রাণে জীবে কর কারুণ্য কল্যাণ। ক্ষমা দয়া ধর্ম্মদান উদ্ধারবিধান॥ উদ্ধারণ ধর রে, সবে হরিনাম দান, এই কল্যাণ বিধান।" 'শরীর, মন ও প্রাণ দ্বারা যথাসাধ্য ধর্ম্মকে রক্ষা করা উচিত। ধর্ম্ম করিতে যাইয়া যদি মৃত্যু বা যে কোন প্রকার বিপদ হয়, সেও ভাল। কারণ ধর্ম্মই শ্রীকৃষ্ণ। ধর্ম্ম রক্ষা করিলেই শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যায়।' 'মহাধর্ম্ম, মহাউদ্ধারণ।' 'হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু মহাউদ্ধারণ।' 'উদ্ধারণকে নাম কহে। মহাউদ্ধারণকে **মহানাম** কহে।' 'ত্রিকালের মঙ্গল **কৃষ্ণনাম**, রক্ষা **হরিনাম**, উর্দ্ধরতা মহানাম। অনন্তানন্ত নামকে মহানাম কহে।' 'মহানামের প্রথম নাম জগদ্বন্ধু নাম, শেষনাম অর্থাৎ মহানামের শেষনাম হরিনাম;

মহানামের মধ্যনাম পুরুষ।’ ‘পাপীরা মহানাম না করিয়া লোভী হয়।’ ‘মহানাম উচ্চারণে জ্ঞান হয়, নাম উচ্চারণে ভক্তি হয়।’ ‘একাত্মরাগে মহাউদ্ধারণ গান করিতে হয়। অনন্তানন্ত মহানাম মৃদঙ্গে উচ্চারণ করিলে মহামাঙ্গল্য হয়। অর্দ্ধ মহানাম মর্দ্দলন এবং গীয়ন হইলে তথায় চতুর্দ্দশ মর্দ্দলন হয়।’ ‘নাম গ্রহণে সবার সমান অধিকার, ইহাতে নাই জাতি-কুল-বিচার; এ’কথা সর্ব্বতোভাবে সত্য ও সকলের গ্রহণীয় এবং অবলম্বনীয়।’

জগৎ শোধন হরিনাম। মহানাম।—প্রচারণ। মাহাত্ম্য অনন্তানন্ত।

‘তোমরা হরিনাম করলেই আমার উদ্দেশ্য ও ভবধামের লীলা শেষ হয়।’ ‘আমি হরিনামের, এ’ভিন্ন আর কারো নই।’ ‘নাম বিতরণ কর, নাম অনুশীলন কর। আমার কথা সর্ব্বত্র প্রচার কর। ঘরে ঘরে সংকীর্ত্তন করাও। সংকীর্ত্তন, প্রভাতি টহলের উৎসাহ দেও। সর্ব্বত্র কীর্ত্তন-সম্প্রদায় গঠন কর।’

“**হরিনাম শব্দ** হরিঠাকুরের নাম নহে। যেমন পুষ্পবৎ বা পুষ্পবন্ত শব্দে চন্দ্র সূর্য্য বুঝায়, সেই রকম গুরু-গৌরাঙ্গ-গোপী-রাধা-শ্যাম সব মিলিয়া এক হরিনাম। **হরিবোল্‌** বল্‌লে সবই বলা হয়। হরিনাম এত উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ কর্‌বে, যেন সহস্র হস্ত দূর হ’তেও শ্রবণ করা যায়। হরিনাম-মহাউদ্ধারণ-মন্ত্র যাহাতে সমস্ত জীব-জন্তু-স্থাবর-জঙ্গম শুন্‌তে পায়, তা ক’রো।” “হরিনাম প্রভু জগদ্বন্ধু।” ‘সবকেই হরিনাম শুনাইও, ছোট বড় বাছিও না।’

'বৈদ্য-বটিকারূপ হরিনামের সহিত প্রেম, ভক্তি, আগ্রহ, একাগ্রতা ও নিষ্ঠারূপ অনুপান থাকিলে, ইন্দ্রিয়রূপ ব্যাধি পরাভূত হয়।' "মহাপ্রভুর সহজ পন্থা করতাল, মর্দ্দল ও নাম হ'তে ভক্তিপ্রেম উথ্‌লে উঠে। সংকীর্ত্তন হ'তেই কৃষ্ণের উৎপত্তি।"

"খোল করতালে ভাই কর সংকীর্ত্তন। গৌর নিত্যানন্দ ব'লে নাচ অনুক্ষণ॥ (জয় জয় গাও রে)। শ্রীরাধাগোবিন্দ জয় বল সর্ব্বজন। (জয় জয় বল রে)। রাধাকৃষ্ণ নাম-রসে হও নিমগন॥ (নামে মত্ত হও রে)॥ অষ্টপাশ কারাবাস হ'বে রে মোচন। (পরিণাম রবে গো)। বন্ধুবলে অবহেলে এড়াবি শমন॥ (আর ভয় নাই রে)।"

'করতাল ও মৃদঙ্গ (২) সহোদর। জ্যেষ্ঠ করতাল, কণিষ্ঠ মৃদঙ্গ।' "মহামর্দ্দলনে মৃত্তিকাবর্দ্ধন, করতালনে শস্যবর্দ্ধন, মৃদঙ্গনে মেদবর্দ্ধন, চতুর্দ্দশ মর্দ্দলনে ফলবর্দ্ধন, নগরকীর্ত্তনে ধান্যবর্দ্ধন, প্রভাতি সংকীর্ত্তনে জলবর্দ্ধন। ইতি কৃতিগণ।" 'একটী মহানাম সংকীর্ত্তন। চন্দ্রপাতকে কীর্ত্তন কহে। মর্দ্দলন ব্যাধিবিনাশন। মহামর্দ্দলন অঘবিনাশন। সংকীর্ত্তন তমঃ-বিনাশন। কীর্ত্তন দুঃখবিনাশন। ইতি ধর্ম্মণ। আত্ম হইতে অধিক ভোজন, ভোজন হইতে অধিক বসন, বসন হইতে অধিক ধন, ধন হইতে অধিক জন, জন হইতে অধিক ধর্ম্মণ,

(২) খোলকরতাল পৃথক্ আসনে ও আধারে যত্নে রক্ষা করা উচিত। যুগল করতাল, রাখিবার সময় পিঠাপিঠি চিৎ করিয়া রাখা বিধেয়।

ধর্ম্মগণ হইতে অধিক সংকীর্ত্তন, সংকীর্ত্তন হইতে অধিক কীর্ত্তন, কীর্ত্তন হইতে অধিক আর কিছু নাই।'

'শ্রবণে দশা হয়। উচ্চারণে ভাব হয়। কীর্ত্তনে আবেশ হয়। সঙ্কীর্ত্তনে রাগ হয়। মর্দ্দলনে পুলক হয়। মহামর্দ্দলনে আনন্দ হয়। চতুর্দ্দশ মর্দ্দলনে অশ্রু হয়। লুণ্ঠনে প্রেম হয়।' 'ক্বতি,—লুণ্ঠন, অবলুণ্ঠন, অর্দ্ধাবলুণ্ঠন, অষ্টাঙ্গাবলুণ্ঠন, সর্ব্বাঙ্গাবলুণ্ঠন।'

'কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন, তুঙ্গ তুমুল নর্ত্তন, প্রদক্ষিণাবলুণ্ঠনে মজ। (সদা নতি রাখ রে) (শ্রীগুরু, বিগ্রহ আগে) (রহ প'ড়ে, একভাগে)।'

"উচ্চ তাণ্ডব॥ উচ্চ নৃত্য॥ উচ্চ রোল॥ উচ্চ ধ্বনি॥" 'ব্যূহ-কীর্ত্তন॥' 'প্রেম-কীর্ত্তন।' (খ)

'অষ্টাঙ্গে নতি, লুণ্ঠন এবং ঊর্দ্ধ বাহুদ্বয়ে উচ্চ নৃত্য সহ, মহাপ্রভুর স্বরূপ কীর্ত্তন, স্মরণ ও সন্নিধান করিলে উচ্ছ্বাস, আনন্দ, ভাব, ভক্তি, **প্রেম** ইত্যাদি হইয়া থাকে।'

'মনঃ প্রাণে হরিনাম নিষ্ঠা করিও।'

" 'হরিনাম, ল'ও 'ভাই, আর অন্য গতি নাই, হের প্রলয় এ'ল প্রায়। (যদি, সৃষ্টি রাখ ভাই) (হরিনাম, প্রচার কর)।" 'বন্ধু ভয়, ঐ প্রলয়, কালাম্বু-গর্জ্জন॥ হরি-হরি-বল ভাই, হরিবল-হরিবল।' 'হরি-হরি-হরি-হরি, হরিনাম-ক্ষেম-প্রেম।' 'হরি ব'লে অবহেলে নিয়তি এড়াই রে।'

(খ) হরিনাম-সম্পর্কে শেষভাগে 'ভজন-সাধন' অংশ দ্রষ্টব্য।

"হরিনাম সংকীর্ত্তন স্বকীয় ও পরকীয় উদ্ধার-সাধন। সংকীর্ত্তন ও প্রভাতি করলে মনের ময়লা দূর হ'য়ে যায়; মানুষ ছাপ্, সাদা বরফের মত হয়। সংকীর্ত্তন কর্‌তে কর্‌তে মানুষ সব ভুলে যায়; নিজেকেও খুঁজে পায় না। সংকীর্ত্তন কর্‌লে আনন্দ উথ্‌লে উঠে, প্রাণে শান্তি পাওয়া যায়; বুকে বল বাঁধে।"

'সমগ্র প্রয়োগ ও সাধনের ফললাভ এবং স্বীয় ও পরকীয় উদ্ধারসাধন; অপিচ চতুর্দ্দশ ভুবনের সর্ব্বথা মাঙ্গল্য-বিধান হয়।—ইহা নাম-**মাহাত্ম্য**।

নাম-মাহাত্ম্য শাস্ত্রাতীত ও গুরুমুখ-শ্রোতব্য। লেখনীর অসাধ্য।'

'তোরা সবাই হরিনাম কর, হরিনাম প্রচার কর।' 'হায়! মানুষ হরিনাম করে না। ক্ষণস্থায়ী মানব জীবন! এই আছে, এই নাই।' 'সংসারী লোকেরই হরিনামে বেশী অধিকার।' 'নিত্য, গৃহে, সংকীর্ত্তন করিবে।'

'গাধা সংসারী অপেক্ষা কিছু সুখী, কারণ দিনমান ঘাস খাইতে অবসর পায়। সংসারী দিবারাত্র স্ত্রীপুত্র-পরিবারের ভরণপোষণের ভার পৃষ্ঠে বহন করিতেছে; হরিনাম করার অবসর পায় না।' 'বরাহ এত দ্রব্য থাকিতেও পুরীষের প্রতি দৃষ্টি করে। সেইরূপ পাষণ্ডেরাও কেবল কুবিষয়ে দৃষ্টি ক'রে থাকে।—বরাহের গু,—পাষণ্ডের কু।' "উষ্ট্রের কণ্টকবৃক্ষ খাইতে খাইতে মুখ ক্ষত বিক্ষত হইয়া রক্তস্রাব হইলেও তাহা ত্যাগ করে না। সেইরূপ সংসারী ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ

সংসার-মায়ায় মোহিত হ'য়ে যাতায়াত করলেও তাহার সংসার-পিপাসা মিটে না;—হরিনাম করে না।" 'সময় থাক্‌তে থাক্‌তে হরিনাম কর। দেহ রক্ষা কর। মঙ্গল হ'বে।' 'অহিংসায় সিংহ-বিক্রমে চল, হরিনামের বল বাঁধ। সংসার ইন্দ্রজাল হরিনামে কেটে যা'বে; মায়া মনসিজ দূর হ'বে।' 'তোমরা হরিনাম করলেই আমার মহাউদ্ধারণ-ব্রত শেষ হয়।'

"মর্দ্দল-করতাল-কীর্ত্তন-তাণ্ডব।
বন্ধু-চর্চ্চা;-চারণ;-প্রচারণ;-সব॥
(অনন্য গতি রে) (সংকীর্ত্তন—উদ্ধারণ)।"

দীক্ষা ঃ-গুরু।—"কেহও, দীক্ষা, † লইও না॥

† এখন গুরুতা ব্যবসায়ে পরিণত। ব্যবসায়ী গুরু অনেকস্থলে কামিনী-কাঞ্চনে একান্ত আসক্ত ও পতিত। সদ্‌গুরুর অভাব। তাই এরূপ বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—'মন্ত্রহীন দেহ শবতুল্য' এবং 'হরিনামই মহাউদ্ধারণ মন্ত্র।' তিনি অন্যত্র দীক্ষিত ব্যক্তিগণকে পূর্ব্ব মন্ত্রই জপ করিতে বলিতেন, অথবা ভ্রম থাকিলে সংশোধন করিয়া দিতেন। স্থানে 'গোস্বামী দীক্ষা' লিখিয়াছেন। আবার 'ত্রিকালে অষ্ট বৌদ্ধ;—চোর, ডাকাত, লম্পট, মিথ্যাবাদী, বেশ্যা, যাজক, গুরু, বৈরাগী।' 'ত্রিকালে অষ্ট দণ্ডাই—গোঁসাই, ব্রাহ্মণ, চামার, ইঁদুর, মশা, মাছি, কীট, সর্প।'—উল্লেখ করিয়াছেন। কেন? তাহা সবিশেষ বিচারপূর্ব্বক গ্রহণ করা বা মীমাংসা করা উচিত। প্রেমদাতা অবধূত নিত্যানন্দচন্দ্র, আচার্য্য অদ্বৈত-চন্দ্র, প্রিয় গদাধর ঠাকুর, ভক্তবর শ্রীবাসচন্দ্র এবং গোস্বামী (ইন্দ্রিয়+স্বামী, ইন্দ্রিয়জিৎ) রূপ, সনাতন, শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস, রঘুনাথ ভট্ট,

তারকব্রহ্ম হরিনামই মহাউদ্ধারণ মন্ত্র,—গুপ্ত নহে, ইহা সর্ব্বতঃ প্রকাশ্য। তোমরা দেশে দেশে হরিনাম প্রচার কর। হরিনাম সর্ব্বত্র করাও; ইষ্ট ও পরিণাম, রক্ষা পাবে। তোমাদের বন্ধুর **এই ভিক্ষা**। নিষ্ঠা ছড়াও। আমায় মুক্ত কর।"

'অকৃতি—দীক্ষা, বাক্য, বাদ্য, শিষ্য, উপদেশ, তর্ক, আমোদ, যোষিৎ, লাম্পট্য।'

'গুরু-অভিপ্রেত কার্য্যকেই গুরু**দীক্ষা** বা গুরুপ্রণালী বলা যায়।' "যাঁর বপুতে মহাপুরুষের লক্ষণ থাকে, তিনিই গুরু। জীবউদ্ধার বা ভবসমুদ্র পার করিতে যিনি সমর্থ, তিনিই **গুরু**।"

"গুরু গোবিন্দ"। "গুরু গৌরাঙ্গ"। "গুরু জগদ্বন্ধু।"

ও শ্রীনিবাসাচার্য্য, ঠাকুর নরোত্তম দাস প্রভৃতি বস্তুতঃ সদ্‌গুরু ও গুরুস্থানীয়। আর মূল সত্য গুরু স্বয়ং শ্রীহরিপুরুষ,—'গুরু কৃষ্ণ,' 'গুরু গৌরাঙ্গ,' 'গুরু বন্ধু।'

এক সময় ছুটী প্রসিদ্ধ গণ্যমান্য লোক কোনও ব্রাহ্মণজাতীয় বন্ধু-ভক্তের মন্ত্রশিষ্য হইতে ইচ্ছা করেন। ঐ ভক্তটীও তা'দিগকে শিষ্য করিবেন, স্থির করিয়াছিলেন। তখন অন্তর্যামী গুরুবন্ধু একদিন আপনা হ'তেই ঐ ভক্তটিকে বলিয়াছিলেন যে, গো-হত্যা, ব্রহ্মহত্যা ইত্যাদি পৃথিবীতে যত পাপ আছে, সব চেয়ে বেশী পাপ গুরুগিরিতে। অতঃপর ঐ ভক্তকে শপথ করাইয়া চিরতরে শিষ্য করিতে নিষেধ করিয়া দেন। চরণে (পায়ে) হাত দিয়া প্রণাম করিতে দেওয়া, বালকাদি দ্বারা পা টিপান ইত্যাদিও তাঁহার নিষেধ ছিল।

'চিন্তা ক'রো না, চির গুরু রইলাম।' 'তোমরা নিত্য চিরকাল আমার ; আমি তোমাদিগকে রক্ষা করব। চিন্তা ক'রো না।' 'আমি ভিন্ন একূলে ও' কূলে তোমাদের আর কেউ নাই ; এই কথা ধরাধামে একমাত্র আমিই জানি।'

'সময় থাক্‌তে থাক্‌তে তোরা হরিনাম কর। দেহ রক্ষা কর, মঙ্গল হবে। নিঃশব্দ হও। নিষ্ঠায় থাক।' 'নিয়ম নিষ্ঠা নাই, আমিও নাই।' 'সবাদ্বারা নিষ্ঠা করাবে।' '· অনিষ্ঠাই প্রভুর মৃত্যু জানিবা।' 'কৃতি মাত্র হও, হরিহিতে রও, আত্মশুচি উদ্ধারণে।'

সদাচার। যম। নিয়ম।

'কৃতি, অস্তিত্ব।' 'কৃতি, শুচি।'

'কৃতি—উদ্ধারণ, প্রচারণ, ভক্তিদান, অকিঞ্চন, নিষ্কিঞ্চন।'

'কৃতি—ভ্রমণ, স্নান, দয়া, মৌন, কারুণ্য, জাগরণ, অদীক্ষা, সত্য।'

'কৃতি—দয়া, ক্ষমা, কারুণ্য, কল্যাণ, ভিক্ষা।' 'কর্ম্ম—বিদ্যা, দান, বৈরাগ্য, শুচি, স্নান।'

'তোমরা মূর্খ থাকিও না। অজ্ঞানের হরিভক্তি হয় না। মূর্খে আমার কথা বুঝ্‌তে পার্‌বে না।'

'সব ছাত্র বাবুদেরই, গ্রাজুয়েট হইতে বলিও, কেহই যেন গ্রাজুয়েট্ না হ'য়ে পড়া ছাড়েন না।' 'সবাই, যেন, দিনরাত্ পড়ে। এক বেলার বেশী, অন্ন না খায়। রাত্রে জলযোগ।' 'আলস্য ত্যাগ॥ নিদ্রাত্যাগ॥ বিদ্যা, একাগ্রতা, স্থৈর্য্য, অধোদৃষ্টি, মনঃসংযম। মৌন, অক্রোধ,

পাবন, প্রচার॥' 'বিদ্যার শ্রম করিও। অতি লিখন॥ নীরবে পঠন। অত্যধ্যয়ন, জাগরণাধ্যয়ন, দিবাধ্যয়ন, নির্জ্জনাধ্যয়ন, মুখস্থকৃতি।'

'পাঠ, তুলসীটব, জপ, স্নান, ধ্বনি॥ ইতি জ্ঞানদান॥' 'বিদ্যা উদ্ধারণ গ্রন্থ।' 'প্রভুর (২) গ্রন্থ উদ্ধারণ এবং মহা-উদ্ধারণ। ত্রিকালের রচনা যাবণিকতা ও অধর্ম্ম।' 'উদ্ধারণকে বিদ্যা কহে, মহাউদ্ধারণকে সিদ্ধি কহে।'

'ভক্তি শাস্ত্র ভাগবত, সার কর অবিরত রে,
(হবে) অনাসক্তি শুদ্ধভক্তি ভাব সুনির্ম্মল রে॥'

'পঞ্চ পঠন। পঞ্চগ্রন্থ—শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, শ্রীগোবিন্দলীলামৃত, শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি, শ্রীপ্রেম-ভক্তিচন্দ্রিকা।' 'রাত্‌ভ'রে গ্রন্থ-চর্চ্চা করিস্; কান্দর্পিক বিকার ভাল হ'বে।' 'শিশ্ন ঊর্দ্ধ ক'রে কৌপীন প'রো। কৌপীন পরলে নিদ্রা-বিকার থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।' 'যথাযথ কৌপীন ধারণ করলে কন্দর্পের কোনও উৎপাত হয় না।'

'জ্ঞান।—১। ক্ষমা॥ ২। দয়া॥ ৩। অক্রোধ॥ ৪। মৌন॥ ৫। স্মরণ॥ ইতি পঞ্চনিষ্ঠা॥' 'শ্মশ্রুহীনতা, নিষ্ঠা,

(২) গুরুবন্ধু নিজেকে 'প্রভু' পরিচয় দিয়াছেন। প্রভুর রচিত ত্রিকালগ্রন্থ, চন্দ্রপাত, হরিকথা, সংকীর্ত্তন, নাম-সংকীর্ত্তন, পদাবলী-কীর্ত্তন, ও বিবিধ সঙ্গীত—উদ্ধারণ এবং মহাউদ্ধারণ গ্রন্থ। এ সকল ধর্ম্মগ্রন্থ নিত্য পাঠ, কীর্ত্তন, চর্চ্চা ও মুখস্থ করা তাঁহারই আদেশ। কুরুচিযুক্ত পুস্তক অপাঠ্য। 'পুস্তক, বেশ্যা।'—লিখিয়াছেন।

শিখা, সংকীর্ত্তন, ভক্তি॥ ইতি উপদেশ॥' 'কণ্ঠীমালা, নিরামিষ, মুণ্ডন, হবীষ্য, জাগরণ॥ ইতি স্তুতি॥'

"প্রতিমাসে দুইবার মুণ্ডন ও প্রতি সপ্তাহে একবার করিয়া **ক্ষৌরাদি** নির্ব্বাহ করিবেক। ক্ষৌরকালীন উভয় নাসারন্ধ্রে তুলসীপত্র বা বিল্বপত্র সংযোজিত রাখিবেক।"*

'শ্বাপদের অনুকরণ করিয়া দাঁড়ি মোচ।' 'চুল বড় হইলেই উহাকে পশু কহে। দাঁড়ি মোচকে ভল্লুক কহে।' 'মাথার কেশ ছোট ক'রে রেখো। **ভোগবিলাস ত্যাগ** ক'রো। আসনাদি অভ্যাস ক'রো। **স্বস্তিকাসনে** মেরুদণ্ড সোজা ক'রে বসো। দুই হাঁটুর উপর হস্তদ্বয় উত্তানভাবে রাখিবে।'

'ভোগ-স্পৃহা বর্জ্জনের নাম বৈরাগ্য।'

'কারো মুখের দিকে চাইবে না।' 'পদে পদে সাবধান হ'য়ো। মাটীর দিকে চেয়ে পথে চ'লো।' 'কখনও কোনো প্রকৃতির মুখের দিকে চাইবে না।' 'প্রকৃতি † **দর্শন,**

* ষ্টার চিহ্নিত প্রভুবাক্যসমূহ এ' যাবৎ অমুদ্রিত ছিলেন। তাঁহার আদেশ উপদেশের প্রতিলিপি-স্বরূপ কোনও কোনও খাতায় ঐ সকল কথা পাইয়াছি।

† প্রাচীন বন্ধুভক্তগণ-মুখে শুনিয়াছি :—প্রভু বন্ধু শ্রীমুখে 'স্ত্রী' শব্দ উচ্চারণ করিতেন না, মাতৃজাতি হইতে সর্ব্বদা দূরে ও সাবধানে থাকিতেন এবং বামাজাতিকে সাধারণতঃ 'প্রকৃতি' বা 'যোষিৎ' বলিতেন।

স্পর্শনই পতন।' 'দৃষ্টিপূতঃ পথ, মনঃপূত বৈরাগ্য, মনে রাখিও।'‡

'লোভ, কাম, চক্ষুদোষ, শয়ন, অভিমান, আলস্য চিরত্যাগ করিবে।'

"**সাত্ত্বিক** ভাবে গমন করিয়া পদ, সাত্ত্বিক কার্য্যানুষ্ঠানে হস্ত, সাত্ত্বিকভাবে গোবিন্দের কার্য্যনিমিত্ত বাক্য-প্রয়োগে মুখ, সাত্ত্বিক ভাবে মলমূত্র ত্যাগ করিয়া মল ও মূত্রদ্বার, সাত্ত্বিক গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া অস্থি-মাংস-মজ্জাযুক্ত দেহ ও নাসিকা, সাত্ত্বিক রস আস্বাদন করিয়া দেহস্থিত বল অর্থাৎ রক্ত ও জিহ্বা, সাত্ত্বিক রূপ দেখিয়া দেহাশ্রিত বর্ণ ও চক্ষু, সাত্ত্বিক স্পর্শ করিয়া দেহযুক্ত ত্বক্, সাত্ত্বিক শব্দ শুনিয়া দেহাশ্রিত ছিদ্রাদি ও কর্ণ প্রভৃতিকে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি-তত্ত্বের নিকট প্রেরণ করিয়া, সাত্ত্বিক কার্য্য ও সাত্ত্বিক

‡ প্রভুবন্ধু কামরিপুর কথা উল্লেখ করিয়া চম্পটীমহাশয়কে বলিয়াছিলেন—

"কীট পতঙ্গ হ'তে উচ্চ উচ্চ দেবলোক ও ঋষিলোক এক মৈথুনে উন্মত্ত। একান্ত চৈতন্যদাস ভিন্ন কামজয় করিতে দেবতারাও অসমর্থ। দ্যাখ্, মহাপ্রভু অবতারের পূর্ব্বে যত কিছু শাস্ত্র হয়েছে, সকলেতেই দেবতা ও ঋষিদের ব্যভিচার বর্ণনা আছে; কিন্তু মহাপ্রভু অবতারে তিনলক্ষ বত্রিশ হাজার গ্রন্থ হ'য়েছে; ব্যভিচার দূরের কথা, প্রকৃতি সম্বন্ধে একটা অধ্যায় বা প্যারাগ্রাফ্ বা পেজ্ নাই। নির্ম্মল শুভ্র, বেদ-মার্গ—নিবৃত্তি মার্গ।" (১)

'**জ্ঞান** বিনা মনুষ্য জন্ম বৃথা।'

রূপ চিন্তায় 'সমস্তই গোবিন্দের, আমি গোবিন্দের অধীন হইয়া কার্য্য করিতেছি'—এবম্বিধজ্ঞানে অহংকারতত্ত্বকে পুনর্ম্মার্জ্জিত করিতে হয়, সাত্ত্বিক আহার দ্বারা দেহ পবিত্র ও রক্ষা করিতে হয়। তাহা হইলেই গোবিন্দের প্রদত্ত দেহ, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, অহংকার, কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় সমস্তই পবিত্র হয় এবং তবেই তাঁহার খেলা খেলিতে উপযুক্ত হওয়া যায়।" '**গোবিন্দের** ক্রীড়া নিমিত্ত, তাঁহার দত্ত দ্রব্যাদি তাঁহার কার্য্যেই ব্যবহার করা উচিত। তাহা নিজের বলিয়া ভ্রমজ্ঞানে বৃথা কার্য্যে ব্যবহার করা উচিত নয়; তা' করিলে গোবিন্দের অপ্রিয়ভাজন হইতে হয়। তাঁহার অপ্রিয়ভাজন হইলে মহাপাপ আশ্রয় করে; মহাপাপ আশ্রয় করিলে রোগ, শোক ও ভোগের অধীন হইতে হয়।'

"আত্ম রক্ষা করিও। কোনও সঙ্গ ভাল নয়। অন্য চাহিও না, মৃত্তিকা বই। অন্য ভাবিও না, গুরুগোবিন্দ বই। শূন্য থেকো না, সদা স্মরণ বই। উদর ভরিও না, ক্ষুধা বই। লক্ষণে মানুষ চিনে নিও; তদ্রূপ ব্যবহার করিও, করাইও। **স্বাধীন** থাকিও। দুষ্ট দমন করিও।"

'নিজেকে বড় জ্ঞান ‡ করিও। তা' নৈলে কদাও কিছু করিতে পারিবে না। স্বপদে ও প্রতিষ্ঠায় থাকিও।'

‡ কর্ত্তব্য কর্ম্মে, আমি ছোট, অসমর্থ ইত্যাকার জ্ঞান হইলে কর্ত্তৃত্বাভিমান নিজের প্রতি আরোপ করা হয়। অন্যপক্ষে, আমি প্রভুর

'সবাই **বিনয়ী** হও। **মাটীর মত নীচ** হও। বুঝ্‌লে বাবুজি! মৃত্তিকা আর তোমরা এক। মাইর খাইও, মারিও না।' "জীবদেহে নিত্যানন্দের বাস। জীবদেহে আঘাত কর'লে নিত্যানন্দে আঘাত করা হয়। সব জীবেই নিতাইয়ের স্বরূপ দে'খো।" 'মহাপাপ **হরি-হিংসা।'**

'কেহই বৃথা **সময় নষ্ট** ক'রো না। **আলস্যে** কলির আক্রমণ হয়। ভ্রমে ফেলে দেয়।'

"মহাভোগালস্যে, আয়ুঃশেষ॥ হরিসাধনে, রক্ষা পাও॥" (১) 'নিরবলম্বন **উপবেশন**;—কদাপি অসরল না করা। আসনবদ্ধ হইয়া উপবেশন।'

'শুইয়া না **নিদ্রা** গেলে ভাল হয়; বসিয়া বসিয়া নিদ্রা যাওয়াই ভাল। কারণ নিদ্রাবস্থায় শরীর অতিশয় অপবিত্র হয়।' 'ধর্ম্মনাশ ও সর্ব্বনাশ নিদ্রাবস্থাতেই হইয়া থাকে।' 'অকৃতি—নিদ্রা। ভোজন। আলস্য। শয়ন। হাস্য।' 'নিদ্রাই নরক।'

'**শয়নকে** মৃত্যু কহে।' 'শরীর নিতান্ত অসুস্থ হইয়া ক্রমে অতি দুর্ব্বলতা-হেতু বসিয়া থাকিবার অক্ষমতা

দাস, কিঙ্কর বা সেবক, তাঁর শক্তিতে পরিচালিত আমি কর্ত্তব্যসাধনে ক্ষুদ্র কিসে, অক্ষম কিসে, এই বোধে নিজেকে বড় জ্ঞান করিলে কর্ত্তৃত্ব ভগবানে অর্পিত থাকে। শ্রীহরির প্রতি সুদীন দাস্য বা সেবকত্ব জীবের স্বপদ ও প্রতিষ্ঠা।

হইলে, যদি কখনও শুইতে হয়, তবে চিৎ হইয়া শুইবে। ডান বা বাম পার্শ্বে ফিরিয়া বা উপুড় হইয়া শোওয়া নিতান্ত নিষিদ্ধ।' †

'রাত্রিকালই উপাসনার সময়। সায়ংকালীন ক্রিয়ান্তে অল্প নিদ্রা গেলে হয়।' 'দিবাভাগে কদাপি নিদ্রা যাইবে না।' 'শয়নকালে পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিক্ ব্যতীত অন্যদিকে মস্তক রক্ষা করিবে না।' *

'ছেলেদের খেলা খেলিও না, ধর্ম্ম নষ্ট হয়।' § 'তোমরা মন দিয়া দিনরাত্ প'ড়ো। একান্ত ইচ্ছার সহিত কীর্ত্তন ক'রো।' 'বাবুজি, ভাল ক'রে কীর্ত্তন না করলে পাপ হয়। উচ্চকীর্ত্তনে পাপ নষ্ট করে। কীর্ত্তন না করাও পাপ।' "টহল, কীর্ত্তন, পদকীর্ত্তন ইচ্ছায় করিবা।"

'বাবুজি, রচনাকারীর **রচনা ভাঙ্গতে নেই।** তাতে ভাব নষ্ট ও অপরাধ হয়।' 'আমি যখন যা ব'লে দেই, তা বদল ক'রো না। আমার কথা, আমার ভাব, আমার ভাষা ঠিক রে'খে বল্লে তোদের কদাও

† এ' সকল কঠোরতা-পালন সাধারণের পক্ষে সম্ভব না হইলেও, অন্ততঃ ইহার আংশিক চেষ্টা ও অভ্যাসে আমাদের অনেক হিত হইবে।

§ তাস, পাশা, বিলিয়ার্ডস্ ও অন্যান্য বিদেশী খেলা বর্জ্জনীয়। শ্রম উদ্দেশ্যে মাটী কোপাইয়া বাগান করা, শশা, কুমড়া ইত্যাদির বীজবপন করা ও নির্দ্দোষ দেশীয় ব্যায়ামাভ্যাস ভাল। টহল, নগর-সংকীর্ত্তন বা হরিনাম সম্যক্ প্রকারে উত্তম।

বিপদ্ হবে না। শব্দে সংকর্ষণ-শক্তি। নিতাই-শক্তি বদলানে মহা-অপরাধ।'

"আমি যাহা বলি তাহা মন দিয়া শুনো, আমি যাহা লিখি তাহা মন দিয়া পড়ো, চিঠির মত পড়ো না, মুখস্থ ক'রে রে'খো। সদাকাল আমার কথা অনুশীলন ক'রো। আমি যাহা বলি তাহা নিত্য চিরকাল মনে রেখো। আমি যাহা বলি তাহা চিন্তা ক'রো। আমি যাহা বলি তাহা বিচার ক'রো। আমি যাহা বলি তাহা নিত্য চিরকাল প্রচার ক'রো। আমায় সদাকাল দে'খে চ'লো। হরিনাম-নিষ্ঠা-পবিত্রতায় বুকে বল বাঁধ। তবেই তোমাদের মঙ্গল হ'বে। আমার কথায় কাজ করলে তোমাদের প্রতিষ্ঠা; আমার কাজ বহুকালব্যাপী ধরাধামে থাক্‌বে। চিন্তা কি? তোমরাই আমার নিত্য সত্য অভিভাবক।৭ তোমরা হরিনাম ক'রে আমায় পালন কর। এই আমার শপথ।"

'হরিনামে নিত্য নিষ্ঠায় থেকো; কাল কলিতে ছুঁতে পারবে না।' 'জাহ্নবী-সলিলে স্নান তুলসী সেবন, দিবানিশি কর হরিনাম উচ্চারণ।'

'কর্ত্তব্য :—১। অঙ্গন॥ ২। সংকীর্ত্তন॥ ৩। ব্রহ্মচর্য্য॥ ৪। দৈন্য॥ ৫। নগর-কীর্ত্তন॥'

৭ আমি ভগবানের নিত্যপারিষদ—ইত্যাকার অভিমান হইলে, ঐ প্রিয়গণকেই আবার 'তোরা দুনিয়ার মহাপাপী, ভেসে যাচ্ছিলি, ধরেছি ব'লে আছিস্' ইত্যাদি সাবধান-বাণী দ্বারা সচৈতন্য করিয়াছিলেন।

"উষায় স্নান, ত্রিস্নান, ব্রহ্মচর্য্য, ভাবগাম্ভীর্য্য পরমানন্দে করিও।"

'চারিদণ্ড রাত্রি থাকিতে শয্যাত্যাগ।' *

... ...

'গুরু গৌরাঙ্গ ব'লে, উঠ রে কুতূহলে,
শীতল হ'বে মন প্রাণ রে॥'

... ...

'হরে কৃষ্ণ হা রবে, হর রে রে কৈতবে,
যোষিৎ শয্যা ত্যাজ পণরে॥'

'পঞ্চস্নান,—ক্ষালন। ধৌতি। শুদ্ধি। মার্জ্জন। নিষ্ঠা।'

* "অথ শৌচ নিয়ম যথা ঃ—

গৃহ, রাজপথ, দেবালয়, পবিত্র দেববৃক্ষ, জল ইত্যাদি হইতে দূরে ও লোকের অদৃশ্য ও অনির্দ্দিষ্ট স্থানে মৃত্তিকার উপর গুল্ম, তৃণপত্রাদি বিস্তৃত করিয়া তদুপরি পুরীষ ত্যাগ করিতে হইবেক। উপবীতকে দক্ষিণ কর্ণাবলম্বনে রাখিয়া অথবা পৃষ্ঠদেশে লম্ববান্ রাখিয়া নাসা, কর্ণরন্ধ্র, চক্ষু, মুখ ও মস্তকে বস্ত্রাচ্ছাদন রাখিয়া, ওষ্ঠ ও নাসারন্ধ্রের সন্ধিস্থলে তুলসী কিম্বা বিল্বপত্র সংযোজিত করিয়া পুরীষ ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। উক্ত সময়ে থুথু নিক্ষেপ, ও ফুৎকার দেওয়া নিষিদ্ধ। শয্যাত্যাগের পর হইতে পুনরবগাহন পর্য্যন্ত কথনাদি নিষিদ্ধ।" (৩) *

(৩) উপর্য্যুক্ত শৌচ নিয়মের যতটুকু সম্ভব, তা' অবশ্য পালনীয়

'মলমূত্র-ত্যাগের সময় মলমূত্র ও লিঙ্গের দিকে বা অন্যদিকে তাকান উচিত নয়।'

*"অথ প্রক্ষালন নিয়ম যথা :—

বাম হস্তে দ্বাদশবার, দক্ষিণ হস্তে সাতবার, প্রতি পদতলে দুইবার, শিশ্নতে একবার, গুহ্যে তিনবার, পুনরায় বাম হস্তে আটবার, দক্ষিণ হস্তে পাঁচবার মৃত্তিকালেপন কর্ত্তব্য। † পদতল ভিন্ন অবশিষ্ট স্থানগুলিকে গোময় লেপন দ্বারা পবিত্র করা কর্ত্তব্য।" *

'মূত্র ত্যাগ অন্তে উভয় হাত ও মূত্রদ্বার ধুইতে হয়।'

* "অথ দন্তধাবন নিয়ম যথা,—

উপযুক্ত মৃত্তিকা দ্বারা পূর্ব্বক্ষণে মুখগহ্বর, দন্তাদির মূলদেশ ও জিহ্বার নিম্ন ও উপরিভাগ সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করা কর্ত্তব্য। ‡ তৎপরে উপযুক্ত দাঁতন আহরণ করিয়া

† প্রক্ষালন-নিয়মে হাতে অন্ততঃ পর পর পাঁচ সাতবার মাটী ও গোবর দেওয়া উচিত। অন্যান্য প্রত্যঙ্গেও গোময়াদি দেওয়া আবশ্যক। ঐরূপ জলপাত্রাদিও অবশ্য ধুইতে হয়। ঐ সব কার্য্যে বাল্‌তির ভিতর হাত ডুবাইয়া জল লইয়া মুখে দেওয়ার কু-অভ্যাস বর্জ্জনীয়। যত্র তত্র কাসকফ্, পানের পিক্ ইত্যাদি ফেলিবার অনার্য্য অভ্যাসও অবশ্য পরিহার্য্য। ঐ সকল নিয়ম সবটুকু পালন করিতে পারিলে উত্তম।

‡ দন্ত-পরিষ্করণে উৎকৃষ্ট আঠালু মাটী ব্যবহার্য্য। পরে সেওড়া, নিম প্রভৃতির দাঁতন করা ভাল। অপরিণত বয়সে দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার অপকারী।

বিধিমতে **দন্তধাবন** ও রসনা পরিষ্কার করা বিধেয়।”※

‘**ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত** ভিন্ন দন্তধাবন নিষিদ্ধ।’ ‘তোমরা রাত্ পাঁচদণ্ড থাক্‌তে শয্যাত্যাগ কর্‌বে। শৌচাদি ও দন্তধাবন ক’রে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে **প্রাতঃস্নান** ক’রো। প্রভাতি টহল-কীর্ত্তনও ক’রো।’ §

‘অন্ধকার থাকিতে থাকিতে প্রাতঃস্নান কর্ত্তব্য।’ ঊষাস্নানে যবনের যবনত্ব বা ম্লেচ্ছের ম্লেচ্ছত্ব ঘুচিয়া যায়।’

‘জীবিতকাল পর্য্যন্ত তৈলমর্দ্দন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।’※ (৭)

‘সর্ব্বাঙ্গে গোময় লেপন করিয়া স্নান করিবে।’

---

§ ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী ১ ঘণ্টা ৩৬ মিঃ (৪ দণ্ড) মধ্যে যে কোন সময়ে প্রাতঃস্নান কর্ত্তব্য। ঊষাক্ষণে স্নান সর্ব্বোত্তম। ত্রিস্নানে,—ঊষায়, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যার পূর্ব্বে সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে, এই তিনবার স্নান করণীয়। হরিস্নানে হরিতে নিষ্ঠা। এই ত্রিস্নানের সহিত বেলা আড়াইটা তিনটায় একবার ও মধ্যরাত্রের অর্দ্ধদণ্ড পূর্ব্বক্ষণে একবার, স্নান করিলে পঞ্চস্নান করা হয়। স্নানাহারে নিয়মিত সময় অতিক্রান্ত হইলে ক্ষতি হয়। আহারের পরক্ষণেই মলত্যাগ ও স্নানাদির অভ্যাস অহিতকর। ঊষাস্নান সহ্য না হইলে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শৌচাদি ও দন্তধাবন অন্তে রাত্রিবাস বস্ত্রাদি ধৌত করা ও হরিনাম জপ, চিন্তা ও কীর্ত্তন করা বিহিত। অসমর্থ-পক্ষে হরিনামের স্নান সর্ব্বোপরি; উহা সর্ব্বশুচি॥ স্নানকালে শ্রীহরি স্মরণীয় ও উচ্চারণীয় বা রুচিভেদে স্তব-কবচাদি পঠনীয়।

(৭) অবস্থাবিশেষে এবং গৃহীগণের জন্য তৈল ব্যবহারের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু প্রাতঃস্নানে তৈলমর্দ্দন নিষিদ্ধ। সময় সময় ধাত্রী

"ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে কীর্ত্তন। + অবগাহন। + ভৈরবরাগে কীর্ত্তন। + করতাল কীর্ত্তনে ভ্রমণ। ইতি ব্রাহ্মীমুহূর্ত্তকৃতি॥"

... ...

পাঠকপাঠিকাগণ স্মরণ রাখিবেন যে, কলিহত দুর্ব্বল জীব আমরা। আমাদের গতি 'হরের্নামৈব কেবলম্।' **ব্রহ্মচর্য্য-সত্য প্রেম-পবিত্রতার** জীবন্ত মূর্ত্তি ও **পূর্ণ** আদর্শ **প্রভুবন্ধু** আমাদিগকে প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ হরিনামাশ্রয়ে থাকিয়া নিয়মনিষ্ঠা পালন করিবার বিবিধ আদেশ-উপদেশ দিয়াছেন। হরিনাম-সংকীর্ত্তন উদ্ধারণ ও মহোদ্ধারণ। উদ্ধারণে বাহ্যাভ্যন্তর শুচি হইয়া থাকে। আর কিছু পারি আর না পারি, আমাদিগকে সর্ব্বদা কায়মনোবাক্যে হরিনামের বা শ্রীশ্রীহরিপুরুষের একান্ত শরণ লইয়া থাকিতে হইবে। মোহাচ্ছন্ন দুর্ব্বলজীবের পক্ষে হরিনাম ভিন্ন গত্যন্তর নাই দেখিয়াই প্রভু বন্ধু কয়েকজন ভক্তকে লিখিয়াছিলেন,—

"শ্রীশ্রীবাবুগণ !! তোমরা, কীর্ত্তন ভিন্ন, কোনও ব্রত বা নিয়ম করিও না॥ চিরদিনই॥ টহল, ও নগরকীর্ত্তন, সর্ব্বদাই করিও॥"

(আমলকী) পিষিয়া মাথায় ব্যবহার করা হিতকর। স্থানে উপদেশ দিয়াছেন;—"মধ্যে মধ্যে বা প্রতিদিন ধাত্রী ও হরীতকী মিশ্রিত জলে অবগাহন করা বিধেয় এবং গোময়, গোমূত্র, বিল্বপত্র, তুলসী, ধাত্রী ইত্যাদি গোদুগ্ধে মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা স্নাত হইবেক; নাভি-পরিমিত জলে দণ্ডায়মান হইয়া উক্ত কার্য্যাদির অনুষ্ঠান করিবেক। ইহাতে বহু তীর্থাবগাহনের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। গোময়—যমুনা; গোমূত্র—নর্ম্মদা; গোদুগ্ধ—সাক্ষাৎ গঙ্গাতুল্য। গোদুগ্ধ অগ্নিতে পাক করিলে তন্মাহাত্ম্য নষ্ট হইয়া যায়।"*

এ' বাক্যে নিয়মনিষ্ঠাপালনবিষয়ে কেহ যেন মনে না করেন যে, যমনিয়মাদি কেবল ছাত্র-ব্রহ্মচারীদের পক্ষেই আবশ্যক। সর্ব্বসুখভোগ-ত্যাগী গুরু-বন্ধু ব্যভিচারের প্রশ্রয়দাতা নহেন। তিনি গৃহীভক্তকেও নৈষ্ঠিকভাবে ধর্ম্মজীবন যাপন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। যথা,—

"“দশম স্কন্ধ ভাগবত মুখস্থ করিও॥ চরিতামৃত মুখস্থ করিও॥ সগোষ্ঠীতে, নৈষ্ঠিক রহিও॥ অকৈতবে, বিষয়বৃত্তি করিও॥ চিরদিন **গৃহস্থ বৈষ্ণব,** রহিও॥ নিত্য, কীর্ত্তন করিও॥ প্রভাতি, গাইও॥ তুলসী-বন করিও॥ ইষ্টগোষ্ঠী করিও॥ জগদ্বন্ধু॥ ইতি॥”

“শিষ্য বিবাহিতা স্ত্রী। লক্ষ্মী কন্যা। মঙ্গল গৃহ। অবলম্বন সর্ব্বাস্তিত্ব পুত্র।” ‘সকলেই **বিবাহ** কর। দেশে দেশে কীর্ত্তন কর। কীর্ত্তন সর্ব্বত্র করাও। স্কুল কলেজে হরিনাম ছড়াও।’ ‘গৃহী হইও, বিষয়ী হইও, নিষ্ঠায় থাকিও।’ “জননী ও ভ্রাতৃগণকে চিরদিন সর্ব্বতঃ পালন করিও। অপত্য জন্মাইও। গৃহী হইও। বিষয়ী হইও। দেশে কীর্ত্তন, ভক্তিবিচার, ইষ্টগোষ্ঠী, চিরদিন করিও।”

সমর্থ হইলে **চিরকুমার** থাকিতে প্রভুর আদেশ আছে। অবস্থা বুঝিয়া কোনও কোনও স্থানে বিবাহিত ভক্তকেও অবিবাহিতের ন্যায় থাকিতে বলিয়াছেন। একস্থানে (ত্রিকাল-গ্রন্থে) লিখিয়াছেন,—

“মৃত্তিকা হইতেই জন্ম ও মৃত্যু হয়। মৃত্তিকাই জন্ম ও মৃত্যুর কারণ। সুতরাং মায়া ও মিথুন অনাবশ্যক।”

সাধারণতঃ প্রথম জীবনে ব্রহ্মচর্য্যপালনানন্তর পরিণত বয়সে বিবাহিত হইয়া নৈষ্ঠিক গৃহস্থভাবে ধর্ম্মজীবন যাপন করা তাঁহার আদেশ।

তিনি গৃহীভক্তকে অপত্যসংখ্যা পরিমিত রাখিতে উপদেশ দিয়াছেন। যথা,—

"অসতী ভার্য্যার মুখাবলোকন করিবে না ও উহাকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিবে। গুণবতী ও সাধ্বী ভার্য্যা হইতে কোন পুত্র জন্মিলে কোনও কোনও গনৎকার দ্বারা জাত বালকের জন্মতিথি, নক্ষত্র, রাশি, ও রিষ্টাদি দেখাইবেক। পুত্রের অল্পায়ুতার কারণ বিশেষরূপে জানিতে পারিলে, পুনরায় দ্বিতীয় পুত্র উৎপাদনে যত্নবান্ হওয়া বিধেয়। নিজের ও স্বীয় সহধর্ম্মিণীর রাশ্যাদি দেখিয়া উপযুক্ত তিথি, নক্ষত্র, যোগ, ও করণাদিযুক্ত রাত্রিতে ভার্য্যা সহ দণ্ডার্দ্ধ বা দণ্ডৈক সময় পর্য্যন্ত হরিনামগান ও তন্মাহাত্ম্য-বর্ণন ও ইষ্টচিন্তা করিবেক। তৎপরে যোগমায়া, দেববৃন্দ, ঋষিবৃন্দ, পিতৃপুরুষ-গণ, কুলদেবতা, গ্রাম্যদেবতা—ইহাদিগকে উদ্দেশ্যে স্তুতিভক্তি ও প্রণাম জানাইয়া পুত্রবর কামনা করিবেক এবং শয্যা-উপাধানাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক ভার্য্যাসহ পূর্ব্বদিকে মস্তক রক্ষা করিয়া শয়ন করিবেক ও ইষ্টদেবকে স্মরণ করিতে করিতে সাময়িক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেক। কেবলমাত্র কন্যা বা কুপুত্র বর্ত্তমানে উপর্য্যুক্ত নিয়ম প্রতিপালন কর্ত্তব্য। কোন বিষয় সাধ্যাতীত হইলে দেববৃন্দ, ঋষিবৃন্দ ও পিতৃপুরুষদিগের নিকট ঋণী হইতে হয় না।"*

অতএব দেখা যাইতেছে, হরিনামাশ্রয়ে থাকিয়া স্বাস্থ্যকর নিয়মনিষ্ঠা যথাসাধ্য পালন করা, বিবাহিত ও অবিবাহিত প্রত্যেক নরনারীরই কর্ত্তব্য। মায়াধীশ বন্ধু-মাধবের মঙ্গল আদেশ-উপদেশের আংশিক পালনও আমাদের

সুখ, সৌভাগ্য, আয়ু ও পরম মঙ্গলের কারণ। গুরু-বন্ধু মাতৃজাতির উদ্দেশ্যেও হরিনাম-গ্রহণ, স্মরণ, মনন, জপন, কীর্ত্তন ও শুচিনিষ্ঠা-পালন কৌপীন-ধারণ, সতীত্ব-রক্ষণ, অধিক রাত্রে শ্রীহরিমণ্ডপে, তুলসীতলায়, বেলতলায় বা শ্রীহরিকীর্ত্তন-ধূলিরজেঃ গড়াগড়ি বা লুণ্ঠন ইত্যাদি বহু হিতকর আদেশ জানাইয়াছেন। কায়িক কঠোরতাসমূহের মধ্যে যাহার যে যেটী উপযোগী বা অনুপযোগী হইবে, তিনি স্ব স্বাস্থ্য বুঝিয়া বিবেচনা পূর্ব্বক সেই সেইটী সাধ্যানুসারে গ্রহণ বা ত্যাগ করিবেন। কিন্তু হরিনাম ও মানস-আত্মিক ধর্ম্মকর্ম্মগুলি অবশ্য সকলেরই গ্রহণীয় ও অবলম্বনীয়; এ' সকল সার্ব্বজনীন। এ'স্থলে বলা বাহুল্য যে, ত্রিকালজ্ঞ-জীবন্মুক্ত বা ঊর্দ্ধরেতাঃ-কামজিৎ-সিদ্ধ-প্রেমিক হরিভক্তগণের সকল বাহ্য আচার ব্যবহার সাধারণ জীবের অনুকরণীয় নহে। প্রেমিক ভাগবতগণের আচার-নীতি অনেক স্থলে বেদবিধির পরপারে। তবে ইঁহাদিগের সংখ্যা এ'জগতে অতি বিরল। সাধারণ জীবের পক্ষে সম্ভবমত সদাচার-নিয়মানুসারে চলা অবশ্য কর্ত্তব্য ও মঙ্গলকর। আমাদিগের কল্যাণার্থ, এখানে জগদ্‌গুরু বন্ধু হরি-কথিত ও লিখিত আরও কয়েকটি মঙ্গল-বাণী, আদেশ উপদেশ ও তত্ত্বকথা, আলোচনাচ্ছলে প্রদত্ত হইল যথা ;—

... ...

"শ্রীশ্রীরাইকিশোরী ভরসা ॥

বৃন্দাদূতী শ্রীমতি রাইকে এই উপদেশ করেন।—

যাইতে উত্তরে, বলিবি দক্ষিণে,
দাঁড়ায়ে পূরব মুখে।
গোপনের প্রেম, গোপনে রাখিবি,
থাকিবি পরম সুখে ॥

হেঁসেলি হইবি, রন্ধন করিবি,
না ছুঁবি ভাতের লেশ।
সাগরে নামিবি, সিনান করিবি,
না ভিজিবে মাথার কেশ॥

ভাই স্থরেন, স্থরেশ, অক্ষয়, বিধু, তোমরা এইরূপ কার্য্য করিয়া, **আত্মগোপন** করিও। ইষ্ট ও পরিণাম রক্ষা হবে। চিরজীবন ইহা পালন করিও॥ জগদ্বন্ধু॥" †

"যাদের মন প্রাণ প্রভুতে সমর্পিত, তাদের অনেক সইতে হয়। **আমার** জন্য কত সইতে হ'বে।"

'আত্মগোপনেই প্রেমমাধুর্য্যের বিকাশ পায়। গোপনই মাধুর্য্য। যারা প্রভুকে ভালবাসে, তাদের কিছুতেই ছুঁতে পারে না; কাল, কলি, প্রাক্তন দূরে স'রে থাকে। মানুষের সাধ্য কি তোদের কেশাগ্র স্পর্শ করে? তোমরা সদা আত্মগোপন করে প্রভুর দিকে চ'লো; পাপ পুণ্যে স্পর্শ করবে না।"

† অবস্থাবিশেষে উৎপীড়ক অভিভাবকের নিকট স্ব স্ব শ্রীহরি-দর্শন, ও কীর্ত্তন-বিষয় বা ভগবদ্‌ভক্তি-আবেগ-উচ্ছ্বাস-ভাব, গোপন রাখিতে বা আত্মগোপন করিতে তিনি বালকগণকে এই উপদেশ-পত্র লিখেন। এখানে স্মরণীয় যে, ধর্ম্ম গোপন মাধুর্য্যময়, অন্যপক্ষে পাপ গোপন কদর্য্যতাময়। বন্দীগৃহে আবদ্ধ সনাতন গোস্বামী হরিভজন-উদ্দেশ্যে বা মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইবার জন্য কারারক্ষকের নিকট ছল-চাতুরী প্রকাশ করিয়াছিলেন। এ' চাতুরীতে মাধুরী আছে।

"অমন ক'রে ভ্রষ্টবুদ্ধি হ'তে নাই, ও **পিতামাতার অন্তরে কষ্ট দিতে নাই।** যে সংসারে শান্তি পায় না, সে সংসার ত্যাগ ক'রেও শান্তি পায় না।"

"ভাই বন্ধু প্রতিবাসী কুটুম্ব স্বজনে, সত্যস্নেহ **সদাচারে** তুষিও সতত; বিরোধ বিদ্বেষভাব রাখিও না মনে, ক্ষুধার্ত্ত দেখিলে খাদ্য দিও সাধ্যমত॥ ধর্ম্মে দৃষ্টি রাখি' কর্ম্ম করিও পালন। যাইও সেস্থানে, যথা সাধু আগমন; সাধুর চরণে পড়ি, সুখে দিও গড়াগড়ি; বসিও অদূরে, রহে ইতর যেমন; চঞ্চলতা ব্যাকুলতা করিও বর্জ্জন॥ কুস্থানে গমন আর কুদৃশ্য দর্শন, কুস্পৃশ্য স্পর্শন কভু কুভক্ষ্য ভক্ষণ, কুসঙ্গ কুরুচি ক্রোধ, কুজনের অনুরোধ; কুদান গ্রহণ, কভু কুগ্রন্থপঠন; এ'সকল কায়মনে করিও বর্জ্জন॥

সমগ্রীব হ'য়ে বসি' স্বস্তিক আসনে, নাসাগ্রেতে দৃষ্টি সদা রাখিও যতনে; ব্রজ, সৃষ্টি, রূপ, লীলা, যৈছে হরি আচরিলা, বিচারিও এ'সকল আপনার মনে, সমগ্রীব হ'য়ে ব'সি স্বস্তিক আসনে॥ অবিবেকতা ও চৌর্য্য হিংসা মোহ মায়া, নিদ্রা তন্দ্রা লোভ ক্ষোভ আলস্য অসত্য; ত্যজিলে এ'সব তবে শুদ্ধ হয় কায়া; নতুবা কি মন'পরে শোভে আধিপত্য? শাস্ত্রপাঠ জীবে দয়া সত্যের সেবন, অল্পাহার গম্ভীরতা অভ্যাস করিবে; বেদবিধিমতে সব করিও পালন, সর্ব্বজন সহ মম আশিস্ জানিবে॥ গোবিন্দে অর্পিও সব ওহে মতিমান্; পার্থিব সুখেতে কভু তৃপ্তি নাহি হ'বে; পুরাণ বেদান্ত

বেদ সাঙ্খ্যের প্রমাণ, বিনা মনোবৃত্তি-রোধ শান্তি কি সম্ভবে?" ¶

"মন স্বভাবতঃই চঞ্চল, তাহাকে কদাপি প্রশ্রয় দিও না। দেহ, মন ও জীবন পণ করিয়া **হরিসাধন** করিতে হয়; এমত স্থলে সম্পূর্ণ কঠোর করিতে বৈমুখ হওয়া উচিত নহে।"

'**ব্রহ্মচর্য্য** করিও, করাইও।'

'**আত্মসংযমেই** আত্মরক্ষা। সদা **পবিত্রতা**, সদা **নিষ্ঠা**! আত্মশুচিতে বপুরক্ষা হয়। নিষ্ঠাই আরোগ্য, অনিষ্ঠাই ব্যাধি ও মৃত্যু। কারো বাতাস গায় লাগ্‌তে দিবে না।' 'স্পর্শ করা মহাপাপ।' +'ব্যাধি, স্পর্শ।' '**স্পর্শ-দোষাদি** ত্যাগ কর॥ চিরদিন নিত্য টহল ও কীর্ত্তন কর। **গুরুস্মরণ** রাখিও।'

¶ শ্রীশ্রীপ্রভু কৃষ্ণনগর গোয়াড়ীবাসী শ্রীযুক্ত সর্ব্বসুখ সান্যালকে পত্রচ্ছন্দে এই উপদেশ-পত্র লিখেন। আধার বুঝিয়া তিনি ভিন্ন ভিন্ন উপদেশ দিয়াছেন।

+স্পর্শনে, অসহায় আর্ত্তরোগী পরিচর্য্যায় কোন বাধা নাই। গুরু-বন্ধু অনুবর্ত্তিগণকে আর্ত্তরোগী-সেবায় উৎসাহ দিতেন। আর ইহাও জ্ঞাতব্য যে, প্রকৃত কামজিৎ হরিভক্তের স্পর্শন বাঞ্ছনীয়। শ্রীশ্রীপ্রভু প্রার্থনা-চ্ছলে শিক্ষা দিয়াছেন—

"ঠাকুর বৈষ্ণবগণ, করিবেন আলিঙ্গন, জড় হেন পড়িব চরণে।"

'একত্র শয়ন, উপবেশন, গমন, ভোজন ও সম্ভাষণ কর্‌লে এক শরীরের পাপ আর এক শরীরে প্রবেশ করে।'

'যোষিৎ ও বালকাদি পরিহার করিও।'

"সকলেই **রক্ত জল করা** অভ্যাস চিরদিনের মত ছাড়। উহাতে আয়ুঃ ও বংশ যায়।" 'যোষিৎসঙ্গ মহাপাপ।' 'প্লেগ মৈথুন। কলেরা হস্তমৈথুন। ডাইরিয়া গাত্রঘর্ষণ।' "হাড়ের মধ্যের মজ্জা পচিয়া প্লেগ। মাথার ঘিলু পচিয়া ম্যালেরিয়া। উপস্থ পচিয়া ধ্বজভঙ্গ। নাভি পচিয়া ডাইরিয়া। নীলদাড়া পচিয়া কলেরা। যোষিত্‌-মন্থন করিয়া জ্বর। বেশ্যামন্থন করিয়া নেত্ররোগ। হস্তমৈথুন করিয়া আয়ুঃক্ষয়।"

'মৃত্যু— যোষিৎ, বিবাহ, আমিষ, ক্ষার, মিষ্ট।'

'ভোজন, পান, ব্যাধি, ক্রীড়া, শক্র॥ ইতি **বিচার**॥'

'উচ্ছিষ্ট, অনিষ্ঠা মহাপাপ, মহাকৈতব! কারো উচ্ছিষ্টই খাবে না। কেহকে উচ্ছিষ্ট দিবে না।' †

---

† শ্রীহরির প্রসাদ মহাকৈতববারণ। বন্ধু-জগন্নাথের প্রসাদ বা বৈষ্ণব-কণিকা ব্যতীত আর সর্ব্বত্র উচ্ছিষ্ট মহাপাপ। প্রভু প্রার্থনা-কীর্ত্তনে লিখিয়াছেন—"বৈষ্ণব-কণিকা আর করপুটে পান; করঙ্গ কৌপীন ডোর বাহু উপাধান॥ বড় আশা যে আছে গো, বিরক্ত বৈষ্ণব হব।" এতদ্ব্যতীত বিধি লঙ্ঘন করিলে উচ্ছৃঙ্খলতা বৃদ্ধি পায় ও প্রভূত অনিষ্ট হয়।

ভোজন বিচার।

'কেহ আমিষ খাইও না। ‡ খাদ্যবিচার সদা ক'রো।'

'ভোজনই ব্যাধি।'

'অগব্য আমিষ। মহাব্যাধি আমিষ।' 'অন্ন ভিন্ন ভোজনকে মহানরক কহে।' 'অন্ন ভিন্ন অন্যসেবা মিথ্যা।'

'মাংস ভক্ষণ করিয়া গুল্মরোগ। মৎস্য ভক্ষণ করিয়া কৃমিরোগ।' 'গোজাতি ঈশ্বরত্ব, উহাকে মারিয়া খাওয়া মহাপ্রলয়।'

'খাদ্য তণ্ডুল।' 'ফলকে ভোজ্য কহে।'

"গুরুপাক দ্রব্যাদি ভোজন সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। মধ্যে মধ্যে বা প্রতিদিন তিক্তদ্রব্যাদি ভক্ষণ করা কর্ত্তব্য।"* (৪)

'নিম, তুলসী ও বিল্বপত্র ভক্ষণ করিও; স্বাস্থ্য রহিবে।'

'নিত্য, অন্ন, গোবর, দুইবার ভোজন।' §

"প্রাতঃ ও মধ্যাহ্ন ক্রিয়ান্তে অল্পসংখ্যক অথচ পুষ্টিকর দ্রব্যের সহিত জলপান করা কর্ত্তব্য। ইহার পূর্ব্বক্ষণে অর্থাৎ উভয় ক্রিয়ান্তে বিষ্ণুচরণামৃত, গুরু বা বিপ্রপাদোদক, গোময়

‡ অবস্থা বুঝিয়া কতক জনকে আমিষ (মৎস্য) খাইবারও ব্যবস্থা দিয়াছেন।

(৪) প্রত্যহ নালিতা (পাটপাতা)-ভিজান জল খাওয়া ভাল। —তাঁহার ব্যবস্থা। নিজে প্রচুর তিক্ত খাইয়া শিক্ষা দিতেন।

§ ভক্তগণকে একটী মটর দাইলের পরিমাণ গোময় খাইতে বলিতেন। আদর্শ শিক্ষাগুরু বন্ধু নিজে অধিক পরিমাণে গোময় ভক্ষণ করিয়া শিখাইয়া দিতেন।

অথবা গোমূত্র, তুলসীমূলস্থিত মৃত্তিকা, কোন দেবদেবী বা বিগ্রহের প্রসাদ ইত্যাদি বা ইহার কোন একটি গ্রহণীয়।"*

'নারায়ণ-প্রসাদ ভিন্ন অন্য দেবতার প্রসাদ আমিষযুক্ত হইলে বা তৎসংস্পর্শ হইলে কোন নিরামিষ প্রসাদও খাইতে নাই।'

'খাইতে অল্পমাত্র শব্দ হওয়া উচিত নয়।'

"কোন দ্রব্য ভক্ষণ অর্থাৎ উদরস্থ করিতে হইলে দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ, অনামিকা ও মধ্যমাঙ্গুলির দ্বারা উর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া রসনার উপর পরিত্যাগ করা উচিত। দিবা চতুর্থ প্রহরে হবিষ্যান্ন গ্রহণ কর্ত্তব্য।"* (৬)

"আহারকালীন জলপান নিষিদ্ধ। আহারের দুই ঘণ্টা পরে জলপান করিবেক; অভ্যস্ত হইলে ক্রমে ক্রমে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। ইহাতে মলমূত্রের অল্পতা হয় ও ভুক্ত দ্রব্য সহজে পরিপাক হয়।"*

'জল, অতি পান, নিষিদ্ধ।' 'নদীজল পানীয়।' 'সুধা, জলপান।' 'নিতান্ত পিপাসা হইলে হরিচরণামৃত অথবা অল্প তুলসী-মিশ্রিত জল বা কাঁচা দুগ্ধ খাওয়া যায়।' †

---

(৬) খাদ্যগ্রাসে তর্জ্জনী স্পর্শ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। নানা-কারণে দিবা চতুর্থ প্রহরে আহার করা বা একাহার করিয়া থাকা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি এ'বিষয়ে অবস্থানুসারে বিভিন্ন ব্যবস্থা দিয়াছেন। তবে মোটের উপর যথাসম্ভব সাত্ত্বিক আচার ও আহার তাঁহার উপদেশ।

† সদ্যদোহিত গোদুগ্ধ পানীয়। আজকালকার বাজারে কেনা কাঁচা দুধ খাওয়া নিরাপদ্ নহে।

*"বাম নাসারন্ধ্রে শ্বাসবহাকালীন আহার বা কোন দ্রব্য উদরস্থ করা অকর্ত্তব্য, অর্থাৎ বামনাসারন্ধ্রে শ্বাস-বহাকালীন কুলকুণ্ডলিনী অচৈতন্যাবস্থায় থাকে; সুতরাং নিদ্রার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে, উক্ত সময়েই নিদ্রা যাওয়া কর্ত্তব্য। দক্ষিণ নাসারন্ধ্রে শ্বাসবহাকালীন কুণ্ডলিনী-শক্তি চৈতন্যাবস্থায় থাকে। সুতরাং আহার বা কোন দ্রব্য উদরস্থ করিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে, উক্ত সময়েই গ্রহণ কর্ত্তব্য।

নিম্নলিখিত তিথ্যাদিতে নির্জ্জলা **উপবাস** পালন করা কর্ত্তব্য। মিষ্ট দ্রব্য ও তৎসংক্রান্ত দ্রব্যাদি প্রায়ই বর্জ্জনীয়। সীতানবমী, একাদশী, জন্মাষ্টমী, রাধাষ্টমী, দুর্গাষ্টমী, মাঘীপূর্ণিমা, বৈশাখমাসের শুক্লা তৃতীয়া, ভাদ্রের কৃষ্ণপক্ষীয়া ত্রয়োদশী, কার্ত্তিকমাসের শুক্লা নবমী, ফাল্গুনি পূর্ণিমা, ভাদ্রের পূর্ণিমা, রামনবমী, শিবচতুর্দ্দশী ইত্যাদি উপবাসে সংযম, পারণ ও জাগরণাদি পালন করা কর্ত্তব্য। অথ **সংযম** নিয়ম যথা :—নির্জ্জলা উপবাসে দিবাভাগ যাপন করিয়া সায়ংকালীন ক্রিয়ান্তে হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিবেক। অথ **পারণ** নিয়ম যথা :—উপবাসের পরদিবস পঞ্জিকা-লিখিত সময়ের মধ্যে হবিষ্যান্ন গ্রহণ কর্ত্তব্য।

পারণের সময় অতীত হইলে তদ্দিবস অন্নগ্রহণ নিষিদ্ধ। অথ **জাগরণ** নিয়ম যথা :—উপবাস দিবসে সায়ংকালীন ক্রিয়ান্তে নিদ্রা, তন্দ্রা ও আলস্যাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক হরিনাম গান, তথাপঠন, দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, কথন, কীর্ত্তন

ইত্যাদি আচরণ পূর্ব্বক রাত্রিজাগরণ করা কর্ত্তব্য। প্রতি সোমবার দিবসে উপর্য্যুল্লিখিত সংযমনের নিয়মানুসারে আচরণ করিবেক।"*×

*"আহারকালীন কথনাদি নিষিদ্ধ। অন্যের অলক্ষ্যে ভোজন করিবে। † কোন দ্রব্যই পরমেশ্বর বা কোন উপাস্যদেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ না করিয়া উদরস্থ করা অবিধেয়। স্বপাক হবিষ্যান্ন গ্রহণ কর্ত্তব্য; অসাধ্য হইলে শ্রদ্ধাবান্ ধর্ম্মনিষ্ঠের হস্তের পাকান্ন গ্রহণ করিবে, অথচ উক্ত ব্যক্তি স্বজাতীয় বা বর্ণশ্রেষ্ঠ হইবেক। ‡

ইন্ধনস্থিত পাকপাত্রের তণ্ডুলগুলি অল্প বিকশিত হইবার পূর্ব্বক্ষণ হইতেই ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে বস্ত্রাচ্ছাদনে রাখা বিধেয়। ঐ প্রকার কোন অনিবেদিত বস্তুর ঘ্রাণ লইবে না, অর্থাৎ ঘ্রাণ-গ্রহণে ভক্ষ্যদ্রব্যাদি অর্দ্ধোচ্ছিষ্ট হয়; সুতরাং দেবোদ্দেশ্যে

× উপবাসে অসমর্থ পক্ষে, বিভিন্ন জনকে পরিমিত ফল, জল, দুধ, মিষ্ট, রুটী, ছাতু ইত্যাদি বিভিন্নপ্রকার ব্যবস্থাও দিয়াছেন।

† অধিকারী উত্তম ভক্ত-গোষ্ঠীতে হরিকথাপ্রসঙ্গে প্রসাদ পাওয়া ভাগ্যের কথা।

‡ রিপুজিৎ বৈষ্ণব বা ভগবদ্ভক্ত সামাজিক বর্ণে অতি অধম হইলেও যে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, তাহা কৃপাসিন্ধু বন্ধুহরি বাক্যতঃ কার্য্যতঃ সর্ব্ব-প্রকারেই প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি সময়ে ব্রাহ্মণজাতীয় ভক্তকেও ডোমকুলোদ্ভব ভক্তের নিকট হইতে অবিচারে আহার্য্যগ্রহণ করিতে আদেশ দিয়াছেন। পরবর্ত্তীকালে তিনি নিজেও সমাজগত বিভিন্ন জাতীয় ভক্তহস্তের অন্ন-ভোগাদি গ্রহণ করিয়াছেন।

নিবেদিত হইতে পারে না। সুতরাং উক্ত বিষয়ের জন্য বিশেষ যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য।" *

'তুলসী না দিয়া কোন বস্তু গ্রহণ করিবে না।'

'আহারান্তে ধাত্রী এবং হরীতকী ফল ভক্ষণ করিবে।'*

'পান, সুপারী, খয়ের, চূণ, ধনে, গুয়ামউরী ইত্যাদি খাইতে নাই।' §

'ধূম্রপান, তাম্বুল, সঙ্গ, চঞ্চলতা, নিরানন্দ। ইতি ত্যাগ।'

নিষেধ।,—ত্যাগ।,—সতর্কতা।

"নিম্নলিখিত তিথ্যাদিতে নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি ভোজন নিষেধ।—প্রতিপদ—কুমড়া; দ্বিতীয়া—তিৎফল; তৃতীয়া—পটোল; চতুর্থী—মূলা; পঞ্চমী—বেল; ষষ্ঠী—নিম; সপ্তমী—তাল; অষ্টমী—নারিকেল; নবমী—লাউ; দশমী—কল্মী; একাদশী—সিম; দ্বাদশী—পুঁইশাক; ত্রয়োদশী—বেগুন; চতুর্দ্দশী—মাসকলাই; অমাবস্যা ও পূর্ণিমা—মৎস্য ও মাংস।" ¶

*"বৈকুণ্ঠনাথ বিষ্ণুর অংশ হইতে অশ্বত্থ, মুনিশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মার অংশ হইতে পলাশ, বীণাপাণি দেবী সরস্বতীর অংশ হইতে ধাত্রী, শৈলেন্দ্রদুহিতা দেবী উমার অংশ হইতে তুলসীর উৎপত্তি হইয়াছে। তুলসীদলে সর্ব্বদেবদেবীর অবস্থিতি

§ বড়এলাচী, গুজ্‌রতী ইত্যাদি দ্বারাও মুখশুদ্ধি করা যায়।

¶ ঐ সকল, আর্য্য ঋষিশাস্ত্রে উল্লেখ আছে। প্রভু বলিয়াছেন যে, তিনি কিছুই অশাস্ত্রীয় লিখেন না বা বলেন না।—সব মঙ্গলের জন্যই বলেন।

হইয়া থাকে; সুতরাং যে কোন উপযুক্ত দ্রব্য বা অর্ঘ্যাদি যে কোন দেবদেবীর উদ্দেশে তুলসীদলে অর্পণ করা যায়, তিনি তাহা প্রাপ্ত হয়েন। তুলসীদলে সলক্ষ্মী বৈকুণ্ঠনাথ অবস্থিতি করেন। অশ্বত্থমূলেও ঐ প্রকার অবস্থিত আছেন। তুলসী ও ধাত্রীবৃক্ষের ছায়াতে পিতৃপুরুষাদির শ্রাদ্ধ, কোন দেবদেবীর পূজা, পুণ্যাহ ও অন্যান্য প্রকার সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে বহুগুণ ফললাভ হইয়া থাকে। দ্বাদশী ও রাত্রিকালে তুলসীচয়ন করিবে না। ধাত্রী ও তুলসীবৃক্ষের শাখা ও শাখার অগ্রভাগ ছিন্ন বা ভগ্ন করিলে মহাপাতক হইয়া থাকে। † কার্ত্তিকমাসে ধাত্রীফল ভক্ষণ ও তচ্ছায়ায় ভোজন, পিতৃপুরুষাদির শ্রাদ্ধ ও কোন সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান অবিধেয়।"*

"ঋণ ক'রে স্বস্ত্যয়নাদি করা বিশেষ মঙ্গলজনক নহে। ঋণ, ব্যাধি ও বৈরী, ‡ ইহার শেষ রাখ্‌তে নাই। বাড়ীতে ও বাড়ীর চতুষ্পার্শ্বে হরিনাম-সংকীর্ত্তন, ও বাড়ীতে তুলসীবন ও পঞ্চবটী স্থাপন করিলে বিশেষ মঙ্গল হয়। পঞ্চবটী :—(ধাত্রী) আমলকী, হরীতকী, বিল্ব, নিম্ব, তমাল।"

† দেববৃক্ষাদি হইতে সাবধানে থাকা বিধেয়। তুলসীচয়নকালে বামহস্তে শাখা ধরিয়া, অপর হস্ত দ্বারা একটি একটি করিয়া সবৃন্তপাতা, শ্রীহরি বা মন্ত্র-স্মরণে, সাবধানে চয়ন করা উচিত। 'তুলসীকে ধর্ম্ম কহে।'

‡ বৈরীকে মিত্র করিয়া শত্রুতার শেষ করিতে হইবে। 'অতি নিষ্ঠা। নিঃশত্রু হওয়া।'

"কুভক্ষ্য ভক্ষণ, কুস্থানে গমন, কুদৃশ্য দর্শন, কুস্পৃশ্য স্পর্শন, কুবাক্য কথন, কুপুস্তক পঠন, কুভাবে ভ্রমণ, কুনিয়ম পালন, কুবিষয় শ্রবণ, কুদান গ্রহণ, কুসংসর্গ করণ ইত্যাদি নিষিদ্ধ। মৎস্যমাংসভক্ষণ, তৈলমর্দ্দন, গুরুপাকদ্রব্য উদরস্থকরণ, অধিক ও বৃথা কথন, বৃথাতর্ক শ্রবণ ও করণ, ধর্ম্মহীন ও পতিতের দান ও অন্নগ্রহণ, মিথ্যাবাক্য কথন, অপরিষ্কার জলসেবন, বৃথা মৃত্তিকাখনন, দ্রুতগমন, লম্ফপ্রদান, § অতিরিক্ত ভোজন, বৃথা পরিশ্রম, অধিক ও বৃথা ভ্রমণ, বৃথা বৃক্ষারোহণ ও জলসন্তরণ, † অসত্য শ্রবণ ও কথন, জীবহত্যাকরণ, পরনারী ও বামাজাতি দর্শন, বৃথা স্ত্রীসংসর্গকরণ, পুরীষ অর্থাৎ বিষ্ঠামূত্র, শ্লেষ্মা ও পূতিগন্ধময় দ্রব্যাদি দর্শন ও তৎতৎঘ্রাণ লওন, সুরাপান ও মাদকদ্রব্যসেবন, চিত্রলিপি ও দ্যূতক্রীড়া করণ, স্নেহময় বা দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন, উপাধানাদি গ্রহণ, অন্যকে পীড়ন ও ভৎর্সন, অন্যের ব্যবহার্য্য শয্যা, বস্ত্র, আসন, ও পাদুকাদি গ্রহণ ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিবেক।

নিদ্রা, তন্দ্রা, অলসতা, ঈর্ষা, ঘৃণা, অসন্তুষ্টতা, ক্রোধ, শঙ্কা, পাদুকা, ছত্র, উষ্ণীষ, উচ্ছিষ্ট, অবিবেকতা, কলহ ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।"*

§ কর্ত্তব্যে ও বিপদ্কালে দ্রুত গমনাদিতে প্রভুর নিষেধ নাই।

† অনর্থক বৃথা আরোহণ, বাজি রাখিয়া সন্তরণ ও বৃথা আমোদ-প্রমোদ অহিতকর। আপৎ-সময় ও কর্ত্তব্যকালে সন্তরণাদি প্রয়োজন।

'ক্রোধ সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিবে।'

'পাপ।—ক্রোধ, দ্বন্দ্ব, জয়, ঐশ্বর্য্য, অনিষ্ঠা।'

'ক্রোধ, মান, অভিমান, ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, অনিষ্ঠা ইত্যাদি জনমের মত ছাড়িও।'

"নির্ভয়ে বিচরণ করিও, পৃথিবীতে একা ভাবিও। সদা নির্ভয়॥ ‡ নিশ্চিন্ত থাকিও॥ হাস্য, পরিহাস, মিত্রতা, উপহাস, সম্ভাষ, নিদ্রা, এয়ারকী ইত্যাদি জনমের মত করিও।"

'কীর্ত্তন-মঙ্গলের সদা চেষ্টা পাইও।'

"নিঃশব্দ, নির্জ্জনতা, অনিদ্রা, নিশ্চিন্তা, মনঃবৈরাগ্য, সর্ব্বেপ্রচার, কীর্ত্তনে শিক্ষাদান, ধীরতা।" "দূরকীর্ত্তন, নাম-প্রচার, গানস্মৃতি, মৃদঙ্গশিক্ষা, রাগিণীশিক্ষা॥ ইতি চিরস্মৃতি॥' 'মৃদঙ্গশিক্ষা, নিত্যকীর্ত্তন, নিত্যটহল, নিত্যোপদেশ, বিদ্যোন্নতি, সারল্য, আমল্য, সর্ব্বলক্ষ্যকৃতি।'

‡ দেশ-কাল-পাত্র ও অবস্থা বুঝিয়া নির্ভীকভাবে সাবধানে চলা তাঁহার উপদেশ। 'ভয়, অগ্নি।' 'চৌরভয়, অগ্নিভয়, প্রহারভয়, রাজভয়, দারিদ্র্যভয়॥ ইতি সতর্কতা॥' 'পঞ্চপ্রলয়,—চুরি, ডাকাতি, কলহ, ঝড়, নৌকাযাত্রা।' 'পঞ্চমহাপ্রলয়,—মৃত্তিকাখনন, গ্রাহভয়, সর্পভয়, দুষ্টভয়, অহিন্দু।'—বৃথা হিংসা, জীবহত্যা ও হননাদি প্রলয়ঙ্কর ব্যাপার হইতে রক্ষার জন্য এরূপ লিখিয়াছেন। এ' স্থানে ইহা স্মরণীয় যে, প্রভু জগতের বন্ধু এবং তিনি অনেক স্থানে অহিন্দুকেও 'সুহৃদ্' ও অন্যান্য নিকট সম্বন্ধে অভিহিত করিয়াছেন।

"অনশন। উপবাস। অনুকল্প। নিষ্ঠাবুদ্ধি। বিদ্যাস্মৃতি। বিদ্যানুশীলন। সংসারে বাম। চিরকৌমার্য্য।"

"ভবব্যাধি—মায়া, মনসিজ।" 'ভবব্যাধি—কন্দর্প।'

'ভববন্ধন—নারী।' 'ভবসমুদ্র—মন্মথাচার।'

'কাহারও চরণ ভিন্ন মুখ বা অন্য অবয়ব লক্ষ্য করিতে নাই।' (১) ¶

'নিঃসঙ্গ হইও।' 'অকৈতবে, সখ্য, রাখিও।'

"গুরুভাই, ভক্ত, নৈষ্ঠিক, ধার্ম্মিক, সাধু, জ্ঞানী॥ ইতি ইষ্টগোষ্ঠী॥"

'সঙ্গ—মর্দ্দল, করতাল, জপমালা, মালা, গ্রন্থ।'

'যেখানে সেখানে যাস্ নে। ও'তে চিত্ত মলিন হয়। কেউ ভাব অবস্থা বুঝে কথা বলে না; তাই শান্তি হয় না; লক্ষ্য ছেড়ে ঘুরে মরে।' "তোরা আর কদাও কোথাও যাস্ নে; একালে ওকালে ত্রিকালে এই ফকীরের † কাছেই থাকিস্। পরিণাম রবে।"

'পঞ্চ রহস্য ঃ—অবতার, সাধু, মোহন্ত, চৌর, পতিত।' 'ইন্দ্রজাল।—চৌর, খোট্টা, সাধু, ভেক, বাউল।' 'বিপদ্।—যোষিৎ, বালক, বাউল, ফকীর, ব্রাহ্মণ, গালিদান, উপদেশ, খবর, চৌর॥' ‡

¶ শ্রীহরিদর্শন স্বতন্ত্র বিষয়। আর গোজাতির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-দর্শনে কোন দোষ নাই।

† এই ফকীর=নিত্য সত্য ফকীর প্রভুবন্ধু॥

‡ এখানে সদাচার-ধর্ম্মে উচ্ছৃঙ্খল, বৃথা অভিমানী ব্রাহ্মণকে বিপদ্ বুঝিতে হইবে। ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ সৎসঙ্গ, ইষ্টগোষ্ঠী।

'প্রাইভেট্ কন্‌সেন্‌ছই ধর্ম্ম।' 'গোপন, মাধুর্য্য।'

'বাক্য প্রয়োগ নিতান্ত নিষিদ্ধ।'

"কদাচ মিথ্যা বলা উচিত নয়। কাহারও প্রতি কটু কুৎসা ও ঘৃণিত বাক্য বলিতে নাই। কর্ত্তব্য ঠিক রাখিয়া কায়মনোবাক্যে কাহাকেও দুঃখিত ও লজ্জিত করা বা মর্ম্মে ব্যথা দেওয়া উচিত নয়। কাহারও নিকট কখনও কোন বিষয় প্রতিজ্ঞা করিতে নাই।"

বাক্‌সংযম ও সত্যকথন।

'জীবমাত্রেরই প্রাণে উদ্বেগ দিবে না।'

'হৃদয়ে আনন্দপূর্ণ থাকিও। বাহিরে গম্ভীর থাকিও।' (১)

'বাক্‌সংযত—মৌনী হও।' 'কথোপকথনকে কলহ কহে।' 'বৃথা বাক্যব্যয়ই দুর্ভাগ্য।' "সদা হরিকথা কও, নামসংকীর্ত্তনে রও, তাপ সাবধান হও।"

"তোমরা সদাকাল সত্যকথা বল্‌বে। কদাও মিথ্যা বল্‌বে না। প্রাণ পণ ক'রে, সত্য রক্ষা কর্‌বে। কেউ মে'রে ফেল্‌লেও মিথ্যা কইবে না। সবাই সত্যের দিক্ চল্‌বে। তোমাদের প্রাণে সংকর্ষণ শক্তি দিবেন। যে সত্যপথে চলে, কেউ তার কেশও ছু'তে পারে না।"

'সর্ব্বদা সরল ও শুদ্ধচিত্তে থাকা উচিত। কাহারও প্রতি কোন প্রকার লক্ষ্য করা উচিত নহে।'

'পরচর্চ্চা কদাপি অন্তরে বা কর্ণে স্থান দিও না।' 'নিন্দায় ধর্ম্ম হয় না, লভ্য শুধু পাপ। পরচর্চ্চা ও বাহ্যলক্ষ্য জনমের মত ত্যাগ ক'রো। অন্যের বিষয় ভাব্‌লে নিজের চিত্ত মলিন হয়। মালিন্য দূর কর। ঘরের

দেয়ালে লি'খে রে'খ—'পরচর্চ্চা নিষেধ,' 'বাহুলক্ষ্য ত্যাগ'।'

'নিদ্রা, তন্দ্রা, ক্ষোভ, আলস্য, অভিমান, অহংকার, হিংসা, পরনিন্দা—এ'সমস্তই পরিত্যাগ করিতে হয়।' 'জীবহিংসায় মানুষের উন্নতি কোন দিনই হয় না হিংসাকারীর পরিণাম কষ্ট।'

'কাহারও প্রশংসায় উত্তেজিত, আহ্লাদিত ও অহংকৃত এবং নিন্দায় নিরুৎসাহিত ও দুঃখিত হওয়া উচিত নয়। কাহাকেও নিন্দা, স্তুতি বা প্রশংসা করিতে নাই।'

'সর্ব্বদার জন্য মনে হর্ষ রাখা উচিত, কিছুতেই ক্ষুণ্ণ বা দুঃখিত হওয়া উচিত নহে।'

'সর্ব্বদা স্মরণানন্দে থাকিও।'

... ...

ভজন-সাধন ও তত্ত্বাদি,—

"(ভজ) কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল শ্যাম।
(জপ) রাধা মাধব রাধিকা নাম॥"
"সদা কৃষ্ণ-স্মৃতি। সদা বিগ্রহচিন্তা।'
"হরি হরি বল মন, জনম বিফলে যায়।
দারুণ অরুণসুত শিয়রে আগত প্রায়॥

... ...

অমূল্য সময় মন যায় আহা অবহেলায়॥" †

† প্রথম ভাগের হরিনাম-মহানাম-মাহাত্ম্য অংশ এই সঙ্গে আলোচ্য

"পুনঃ পুনঃ উপাসনা দ্বারা ষড়রিপু, দশ ইন্দ্রিয়, নবদ্বার, অবিদ্যা, মন ও অহংকারাদির বৈপরীত্ব সাধন কর্ত্তব্য।"*

"ওরে শ্রীকৃষ্ণ সব জান্লেও তাঁকে নিজমুখে সব বল্তে হয়। নির্জ্জনে ব'সে, স্থির হৃদয়ে জানাতে হয়; প্রার্থনা, নিবেদন করতে হয়। তাঁকে না জানালে, তাঁর কাছে না গেলে, তিনি কিছুই করতে পারেন না, অচলের মত প'ড়ে থাকেন, আর দেখেন।"

"তোমরা সরল হও। মালিন্য দূর কর। যখন যা হয়, তখনই আমায় ব'লে ছাপ্ হ'য়ে যেও।"

'রাত্রিকাল উপাসনার সময় ভাল। স্বাস্তিকাসনে, উর্দ্ধনেত্রে, স্থির হৃদয়ে ব'সে, কৃষ্ণকে স্বীয় মানসপটে যত্নে রাখিয়া জপ করিও।' 'জপই সর্ব্বাবলম্বন হইবে।'

'হৃদয়ে, হেমবর্ণ-পদ্মে, কুসুমভূষণে, ইষ্টদেবকে বসাইয়া চিন্তা করিবে। জপ ও চিন্তা এক সময়েই হইবে।' 'জপাদি যথেচ্ছ সময়ে হইতে পারে; প্রবাসে, অশুচি অবস্থায়, সর্ব্বত্র, সর্ব্বাবস্থায়, তারকব্রহ্ম হরিনাম-মহাউদ্ধারণ-মন্ত্র মানসে বা সর্ব্বতঃ প্রকাশ্যে জপকৃত হইবে।'

"নিত্য, গুরু গোবিন্দ, স্মৃতি, সদা থাকিবে। রাধা-মাধবে রুচি থাকিবে।"

'ভজন—দর্শন, জপন, স্মরণ, নিবেদন, আত্মনিবেদন।'

'সাধন—সংকীর্ত্তন, নর্ত্তন, লুণ্ঠন, পঠন, প্রদক্ষিণ।'

"সাধন,—কীর্ত্তন॥ ভজন,—মালাজপ॥ স্মরণ,—যুগলমিলন॥ দর্শন,—গৌর॥ পঠন,—প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা॥"

'কর্ত্তব্য,—দাস্য। আনুগত্য। সঙ্গ। সেবা। অনুকরণ।'

"ভজন—১। দাস্যভক্তি॥ ২। ললিতার যূথ॥ ৩। বৃন্দার অনুগত॥ ৪। রাইসেবা॥ ৫। সখী॥ ইতি পঞ্চরহস্য॥" "সাধন—১। সংকীর্ত্তন॥ ২। নর্ত্তন॥ ৩। পঠন॥ ৪। উদ্ধারণ॥ ৫। জপন॥ ইতি পঞ্চধর্ম্ম॥" 'অবস্থা—প্রেম॥ রাগ॥ ভাব॥ দশা॥ রস॥' "ব্যূহ-কীর্ত্তন।" "প্রেমকীর্ত্তন।" '১। অষ্টাঙ্গলুণ্ঠন॥ ২। উর্দ্ধবাহুতে, নৃত্য॥ ৩। মণ্ডলাকারে, নৃত্য॥ ৪। জয় ধ্বনি॥ ৫। সর্ব্বহিতস্তুতি॥'

'ধৃতি—রতি। মতি। পতি। সতী। গতি।' 'কৃতি—ক্ষেম। প্রেম। রাগ। রস। দশা।'

"কৃতি—হাস্য॥ করতালী॥ গীয়ন॥ নর্ত্তন॥ প্রদক্ষিণ॥"

'কৃতি—নৌকাবিলাস॥ হিন্দোলন॥ তাণ্ডব॥ মাল্যগ্রহণ॥ পুষ্পবৃষ্টি॥' 'অরুণোদয়ে কুঞ্জভঙ্গ, ঊষায় রসোদগার, সূর্য্যোদয়ে গোপীগোষ্ঠ, প্রথম প্রহরে নৌকাবিলাস, গোধূলিতে মিলন।'

'সকলের কৃষ্ণস্মরণ।' "স্মৃতি,—পিতা+বৃষভানুরাজা॥ মাতা+কৃত্তিকা॥ শ্বশুর+নন্দরাজা॥ শ্বাশুড়ী+যশোদা॥ পতি+কৃষ্ণ॥" "গুরু—বন্ধু। পতি—কৃষ্ণ। গতি—গৌর। সেবা—রাই। দশা—ললিতা।" 'সঙ্গ—যূথ। দৌত্য। অনীকিনী। সখী। রাই।' 'শান্ত, বাৎসল্য, দাস্য, সখ্য, মধুর—এই পঞ্চদশাতে উদ্ধারণ পূর্ণ।' 'শান্ত সারস পক্ষী, বাৎসল্য গো, দাস্য শুক, সখ্য উলুক, মধুর খঞ্জন।'

"কৃষ্ণের মধুর ভাব, বলরামের সখ্য; বরূথপ, উজ্জ্বল এই-মাত্র সখ্য; কিঙ্কিণী সখার শান্তভাব। আর সব সখার দাস্যভক্তি। পৌর্ণমাসীর শান্তভাব। প্রেমমঞ্জরী, যমুনা, ইহাদের শান্তভাব। ললিতাসুন্দরীর পঞ্চভাব অর্থাৎ শান্ত, বাৎসল্য, দাস্য, সখ্য, মধুর। আর সব সখীদিগের সখ্যদশা। নন্দ-মহারাজের পিতৃ-শান্তভাব। ধনিষ্ঠা ও যশোদার মাতৃবাৎসল্যভাব। আর সমস্ত বিগ্রহেরই শান্তভাব। এক কৃষ্ণনামে শুচি। ইতি উদ্ধারণ।"

"ভজন-সাধন সুখ, সৌভাগ্য, আয়ুঃর কারণ ও ফলই গুরু। মানবজন্ম পাপ করিবার জন্য নয়, কৃষ্ণসেবার জন্য।" 'আত্মহত্যা মহাপাপ। দেহ, রূপ, যৌবন, বৃথা ধন—সব কৃষ্ণপদে সমর্পণ।'

"তোমরা ব্রহ্মচর্য্য কর; বিষয়-বিষ ত্যাগ কর। মানস বৈরাগ্য কর। হৃদয় পবিত্র কর। সদা হরিনাম জপ কর। আত্মবধ কর। গোপীস্বভাবে রাধাকৃষ্ণ-মিলন দিবানিশি চিন্তা কর।"

'পঞ্চস্মরণ।—মিলন। রাস। মিলিতাঙ্গ। রাধাকুণ্ডবিহার। বৃন্দাবনবিলাস।'

'দশা।—ললিতার+যূথ॥ বৃন্দার+দৌত্য॥ বনদেবীর+সঙ্গ। রজঃরাণীর+ভাব॥ মনসিজের+পরাভব॥' 'লীলা।—অনুরাগ॥ অভিসার॥ অলস॥ প্রেমবৈচিত্র্য॥ কুঞ্জভঙ্গ॥' 'স্থান।—বৃন্দাবন। রাধাকুণ্ড। পাবন সরোবর। বৃষভানুপুর। গোবর্দ্ধন।' 'স্থিতি।—রাসমণ্ডল॥ পুলিন॥ নিধুবন॥ নিকুঞ্জ॥

কুণ্ড॥' 'বৃন্দাবনের নিত্যসিদ্ধা অষ্টসখীর নাম।—ললিতা, বিশাখা, চম্পকলতা, চিত্রা, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুলেখা, রঙ্গদেবী, সুদেবী।' '১। রূপমঞ্জরী। ২। রতিমঞ্জরী। ৩। লবঙ্গ-মঞ্জরী। ৪। গুণমঞ্জরী। ৫। রাগমঞ্জরী। ৬। রস-মঞ্জরী॥ ইতি ছয় মঞ্জরী॥'

"বৈষ্ণবে রুচি, শুদ্ধা ভক্তি, কৃষ্ণরস, গোপীভাব, যুগলপ্রেম, —ইহার উপরে আর কিছুই নাই।" 'একাগ্রতা আনুগত্য, সাধু গুরু সেবা সত্য রে;—আবাহন নিবেদন শ্রবণ মঙ্গল রে॥'

'বিবেক বৈরাগ্য ক্ষেম, ভাব রাগ রস প্রেম, গুরু-গীতি, গোপী-গতি হও। গোপীভাব লও রে, গুরু গতি কৃষ্ণপতি, রুচি রতি মতি সতি॥' 'কেলী লীলা কলাভায, ধাম কামনা বিলাস, অনাসক্ত আনুগত্যে রও॥ অনুগত রও রে, ভাবভকতি বাস, সদা হরিকথা ভায॥'

'স্মরণ বন্দন নতি বিগ্রহ দর্শন। নিষ্ঠা-পাঠ ইষ্টগোষ্ঠী গোবিন্দস্তবন॥ (এই নিবেদন রে) (শ্রীরাধা-গোবিন্দপদে) (ভু'ল না, বিষয়-মদে)॥'

"শ্রেষ্ঠাচার পরচার হরেকৃষ্ণ মালা। বন্ধু বলে হেন হ'লে যা'বে সব জ্বালা॥ (সব জুড়াইবে ভাই) (হরেকৃষ্ণ মন্ত্র জপ) (মানস-আত্মিক তপ)॥"

'গোপীমন্ত্রং—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥'

"অহোরাত্র কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভাবিও, কৃষ্ণ কৃষ্ণ আবাহন করিও, কৃষ্ণ কৃষ্ণ অর্চ্চিও,—ডাকিও, কাঁদিও, গাইও, জপিও, সেবিও, বাসিও, আপন করিও।" "সেই শ্রীকৃষ্ণই স্বামী এবং পরম দেবতা ও পরম ধন। তিনি ও ব্রজগোপীগণ ভিন্ন আর সব মিথ্যা; সুতরাং নিজের বলিতে আর কিই বা আছে। অন্য দেবদেবীর পূজা ও ব্রত-নিয়মাদি পরিত্যাগ করিয়া সেই শ্রীকৃষ্ণকেই অন্তরে ও বাহিরে পূজা করিতে হয়।" †

'শিবপূজা করিয়া শিবদুর্গার নিকট কৃষ্ণ-প্রাপ্তির কামনা করিতে হয়। সকল দেবতাকেই ডাকিয়া তাহাদের নিকট কৃষ্ণপ্রাপ্তির প্রার্থনা করিতে হয়।'

'ভক্তি বুদ্ধি মুক্তি ঋদ্ধি, যূথ-স্মৃতি, সেবা-সিদ্ধি, দৌত্য-দাস্য, দশাবেশে মজ। (ভাবাবেশে মজ রে) (আবিষ্ট একনিষ্ঠ) (ভাবহ, আপন ইষ্ট)'।

'একবার বই বালিকাদের বিবাহ হয় না। সংসারে ভজনীয় একজন মাত্র।'

"ইহলোকে বা পরলোকে শ্রীকৃষ্ণও বই অন্য কেহই পুরুষ নাই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও সর্ব্বদেবগণ ও সর্ব্ব মুনিঋষিগণ বা যাহাদিগকে পুরুষের আকারে দেখা যায়, তাহারা সকলেই প্রকৃতি বা স্ত্রীজাতি। ইহা দিব্যজ্ঞান হইলেই জানিতে পারা যায়।"

ব্রজলীলায় গোপীকৃষ্ণ।

† অন্য দেবদেবীকে অবহেলা করা প্রভুর উপদেশ নহে। আবিষ্ট একনিষ্ঠভাব প্রয়োজন। তাই তিনি বলিয়াছেন,—"আত্মবধ ক'রো। নিরভিমানী হ'য়ো। সবকেই প্রণাম ক'রো। সমাজে, চার্চ্চে, মস্‌জিদে যেও; কিন্তু একলক্ষ্য, সতীর পতির মত।'

"ব্রজ, ব্রজরাখালগণ, ব্রজসখীগণ অর্থাৎ ব্রজের যে কিছু সম্ভবে, তাহা ভিন্ন সমস্তই অনিত্য। সমস্তই প্রলয়কালে লয় হইবে। দেবতারাও অনিত্য, তাহাদেরও প্রলয়কালে আর সমস্তের লয়ের মতই লয় হইতে হইবে। অতএব নিত্য যে ব্রজসম্বন্ধীয় বস্তু, তাহাতেই স্নেহ, মমতা, আসক্তি, আশা ও ভরসা করিতে হয়।"

"সৃষ্টির পূর্ব্বে পরমেশ্বর **নিরাকার** ছিলেন। তিনি স্বীয় তেজঃ ও শক্তি আপনা হইতে পৃথক্ করিয়া প্রথম প্রকাশ হন। তেজঃ—সংকর্ষণ। ভগবান্—চিন্ময় (মহাবিষ্ণু)। শক্তি—চিন্ময়ী (যোগমায়া)।

নিরাকার পরমেশ্বর এই প্রথম তিনরূপে **সাকার** বা প্রকাশ হন। ভগবান্ (চিন্ময়) হইতে বিষ্ণু (চতুর্ভুজ), রাম (দ্বিভুজ ধনুকধারী,) সদাশিব, ধর্ম্ম (ইঁনিও চতুর্ভুজ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী)—ইঁহাদের উৎপত্তি। শক্তি (চিন্ময়ী) হইতে লক্ষ্মী, সরস্বতী, পার্ব্বতী, ব্রহ্মাণী—ইঁহাদের উৎপত্তি। তেজঃ (সংকর্ষণ) হইতে গরুড় ইত্যাদির উৎপত্তি। (১)

শক্তি চতুর্ব্বিধা,—। হ্লাদিনী শক্তি। চিৎশক্তি—যোগমায়া। মায়াশক্তি—কালিকা। জীবশক্তি—কুলকুণ্ডলিনী।"

'কৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ, আর সমস্তই প্রকৃতি। কৃষ্ণ ভিন্ন পুরুষ নাই।'

"কৃষ্ণ নিত্যপুরুষ, গোলোকধাম তাঁহার ধাম। পরমেশ্বর সাকার হইবার পূর্ব্বেও ঐ ধাম ছিল। উহার উৎপত্তি ও লয় নাই। পরমেশ্বর বলিয়া যাহাকে উল্লেখ করা

হইয়াছে, তিনি কৃষ্ণ নহেন।” ‘প্রথমে নিরাকার সচ্চিদানন্দ পরমব্রহ্ম, ভগবান্। তাঁহা হইতে অর্থাৎ স্বীয় শক্তি হইতে শক্তি উৎপন্ন হন। এই শক্তি যোগমায়া।’ ‘এই সচ্চিদানন্দ ভগবান্ শ্রীশ্রীযুগলকিশোরের দাসী। কারণ এক শ্রীকৃষ্ণই পুরুষ আর সকলেই প্রকৃতি। ইঁহারাও প্রকৃতি। কিন্তু এ’ মানব-প্রকৃতি নয়। ব্রজে ইঁহারা কে? সচ্চিদানন্দ ভগবান্ পূর্ণ প্রেমমঞ্জরী। যোগমায়া, পৌর্ণমাসী। সংকর্ষণ, আনন্দ-মঞ্জরী।’ ‘পূর্ণ প্রেমমঞ্জরী একজন সখী। তাঁহা হইতে এবং কৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তি ও কান্তি হইতে ভগবান্ চিন্ময়ের উৎপত্তি।’ (১)

† পরমাত্মা = পরব্রহ্ম।

"এই পরমাত্মাই প্রাকৃত রাজ্যের শেষ সীমা। কারণ পরমাত্মা স্বয়ং স্রষ্টা হইলেও সৃষ্টমাত্র,—মহাপ্রলয়ে লয় হয়। পরমাত্মা এক নহে, বহু; অর্থাৎ যেমন এই একটি সৃষ্টি-সংসার, তেমনি শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত অক্ষৌহিণী সৃষ্টি-সংসার আছে। যেমন এই সৃষ্টি-সংসারে একটি বিরাট্, একটি তুরীয়, একটি ব্রহ্ম ও একটি পরমাত্মা আছে, তেমনি সেই অনন্ত অক্ষৌহিণী সৃষ্টি-সংসারে অনন্ত অক্ষৌহিণী সংখ্যায় বিরাট্, তুরীয়, ব্রহ্ম ও পরমাত্মা আছে। ইহাদের প্রত্যেকের পর্ব্বত-ভেদ, সমুদ্রশোষণ, প্রলয় বা সৃষ্টিরচনাদিবৎ ইন্দ্রজাল ও ঐশ্বর্য্যাদি-শক্তি আছে বটে, কিন্তু পাপগ্রহণ করিবার শক্তি ইহাদের আদৌ নাই।

পাপগ্রহণ অর্থাৎ ভূভার হরণের জন্য,—শ্রীকৃষ্ণ, উদ্ধারণ অবতার; শ্রীমতী, (প্রকৃতি নহেন) উদ্ধারণ অবতার। †

শ্রীকৃষ্ণ = গৌর = অযোনিসম্ভব।

সেই অনন্ত অক্ষৌহিণী সৃষ্টি-সংসারের অধীশ্বর ও সেই অনন্ত অক্ষৌহিণী সংখ্যক বিরাট্, তুরীয়, ব্রহ্ম ও পরমাত্মার ধ্যেয় বস্তু,—**কৃষ্ণ, নিরুপাধি মাধুর্য্য-বিগ্রহ।**"

'কৃষ্ণের উপাধি কি? নিরুপাধি মাধুর্য্যবিগ্রহ;—মাধুর্য্য-পূর্ণ, অপ্রাকৃত।' 'মায়িক সৃষ্টির সহিত কৃষ্ণের লেশমাত্র

---

† শ্রীমতী = মূল আদ্যাশক্তি— হ্লাদিনী,—মহাভাবেশ্বরী, নিত্যকুমারী, অযোনিসম্ভবা রাধারাণী।

সম্পর্ক নাই। কৃষ্ণ 'একলেশ্বর' 'স্বতন্ত্র ঈশ্বর'।' 'মায়িক সৃষ্টিতে কৃষ্ণ কেবল নামরূপে আছেন এবং নাম সংকীর্ত্তনেই কৃষ্ণের উৎপত্তি।' 'কৃষ্ণ মায়ার অতীত বস্তু। জীবের হিতের জন্য বিশেষ চিহ্ন লইয়া মানুষের ভিতরও মানুষ হ'য়ে আসেন। লক্ষণে চিনে নিতে হয়।'

"কৃষ্ণের রাসলীলা কলুষিত (sensual) নহে ;—কাম-গন্ধহীন প্রেম ও পবিত্রতার পূর্ণ বিকাশ। কৃষ্ণের ব্রজবধূ-বিহার শ্রবণ ও কীর্ত্তন মনুষ্যের হৃদ্‌রোগ কাম নষ্ট করিবার প্রধান, প্রকৃষ্ট উপায়।"

"ছয় বৎসর বয়সে শ্যাম রাস করেন। ভাগবতে দেখিও। অবশ্য তিনি অস্ফুট ; তাঁহার সখিগণ তাঁ' অপেক্ষা ছোট ; সুতরাং অস্ফুট ও অক্ষত। তবে কন্দর্প কোথা ? সব প্রাকৃত জীবের কল্পনামাত্র। গোপীকৃষ্ণ অপ্রাকৃত। পয়োধর, উপস্থ, কটাক্ষ ইত্যাদি প্রাকৃত জীবেরই কল্পনা-মাত্র। শ্যাম বা ব্রজগোপীর প্রতি সাধারণের 'অপ্রাকৃত' ও 'অকৈতব' স্মরণ, স্ফুরণ, দর্শন, সীমন্তন, আস্বাদন আবশ্যক। দম্পতীর ভাব নয়। দম্পতীর ভাব প্রাকৃত মাত্র।"

"রাধাকৃষ্ণ সহোদর সহোদরা ; জ্যেষ্ঠা রাধা, কনিষ্ঠ কৃষ্ণ। কৃষ্ণ শ্যামবর্ণ, চালিতাগাছের পাতার রং ; রাধিকা স্বর্ণবর্ণ, গিনি ও পাউণ্ডের রং।" 'কৃষ্ণের স্বীয় শক্তির নাম হ্লাদিনী শক্তি। ঐ হ্লাদিনী শক্তিই শ্রীমতী। তাঁহার প্রথম দুই প্রকাশ। যথা, (১) ললিতা, (২) বৃন্দা।' 'বৃন্দাবন তিন

প্রকার—(১) নিত্য বৃন্দাবন, (২) লীলাবৃন্দাবন, (৩) ধাম-বৃন্দাবন।' 'এই লীলাবৃন্দাবনেই যুগলকিশোরের নিত্যলীলা হইয়া থাকে। ইহার উৎপত্তি ও লয় নাই। এই লীলা-বৃন্দাবনই তোমাদের ভজন জানিবা। নিত্য বৃন্দাবনের কথা প্রায়ই চিন্তায় আনিও না। কারণ ভজনের অতিরিক্ত বিষয় স্মৃতি হইতে দূর করিতে হয়।'

"সব র'ল," "প্রভু গে'ল, অন্য উদ্ধারণে"।
রাই-কানু ; এক তনু ; ইহা'রি কারণে ॥
(জয় জয় জয় রে) (হরিনাম হরিনাম)।"

... ...

গৌরলীলায় পঞ্চতত্ত্ব।

"পীতবর্ণ শ্রীগৌরাঙ্গ কলি-উদ্ধারণ। আর সমগ্র পরিকর মানসরূপক। পঞ্চ মিলনে এক এক বিগ্রহ শরীর।"

১। "রাধা-শ্যাম-বীরা-কুন্দ-ললিতাসুন্দরী।" পঞ্চ ; এক ;—"মহাপ্রভু", দশমী-শিহ'রি ॥ (বড় দুঃখে, এক্ রে) (দশমী কি মনে নাই) ?

২। "শব্যা-চন্দ্রাবলী-লক্ষ্মী-মঞ্জু-সরস্বতী"। "প্রভু নিত্যানন্দচন্দ্র" ; দশমী-ভকতী ॥ (নামে, মত্ত হ'ল রে) (প্যারীর-দশমী, ল'য়ে)

৩। "রজঃরাণী-বনদেবী-প্রেমমঞ্জরী। পৌর্ণমাসী-বিশাখা" ; "অদ্বৈত",—সম্বরি ॥ (সব মনে আছে রে) (দশমীর,-গুরু-করণ)

৪। "যমুনা-মুরলী-ধরা-মাধবী-মালতী"। "শ্রীপ্রভু-শ্রীবাস-চন্দ্র," দাস্যের-শকতী॥ (বড় ভয় ছিল রে) (উদ্ধারণে, ভয় নাই)

৫। "শ্যামাসখী-তুঙ্গবিদ্যা-শ্রীরূপমঞ্জরী। শারি-কেকী," —"গদাধর";—সখ্য-দান করি॥ (সখ্যে, বামে, দাঁড়ায়) (উদ্ধারণ-উদ্দীপন)।" ‡

" "আর-সব-পারিষদ"; মানস-রূপক। "পঞ্চতত্ত্ব সংকীর্ত্তন";—প্রেম-প্রচারক॥ (সব, সাথের সাথি গো) (সংকীর্ত্তন-প্রচারণ)।"

"সংকীর্ত্তনরূপী মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তনে পঞ্চপ্রকাশ।—নিতাই—করতাল। গৌর—নাম। সীতানাথ—মর্দ্দল। শ্রীবাস—ভক্তি। গদাধর—প্রেম।"

‡ শ্রীচৈতন্যভাগবত ও—চরিতামৃত অনুসারে মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ= বিষ্ণু, নারায়ণ ও শ্রীকৃষ্ণ; নিতাই=অনন্ত, সংকর্ষণ ও বলরাম; অদ্বৈত= চিন্ময় মহাবিষ্ণু ও শিব; শ্রীবাস=নারদ; গদাধর=বৈকুণ্ঠশক্তি। প্রভুবন্ধুও, স্থানে, ঐরূপ বলিয়াছেন এবং অধিকন্তু উপর্য্যুক্ত নিগূঢ় (গুপ্ত) তত্ত্ব-কথাও প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ পঞ্চতত্ত্বের প্রত্যেকটিতেই ঐ ঐ ব্রজশক্তির একাধারে সম্মিলন। এই সকল ব্রজশক্তির একত্র মিলন ব্যতীত ভগবান্ বলরাম, ঈশ শিব, দেবর্ষি নারদ ও ঐশ্বর্য্যশালিনী বৈকুণ্ঠ-শক্তির মধুর গোপীকৃষ্ণ-লীলায় প্রবেশ, প্রেম আস্বাদন ও বিতরণ কদাপি সম্ভব হইত না।

"অনাদির আদি গোবিন্দ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ,-শ্রীগৌরাঙ্গ। এই শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলা, ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলা, এই দুইলীলার সর্ব্বসমষ্টিশক্তিসম্পন্ন যিনি, তিনিই শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু, তিনিই শ্রীশ্রীহরিপুরুষ জগদ্বন্ধু। আমি সেই রে, আমি সেই, জান্‌লি ?—

মহা-উদ্ধারণলীলায় প্রভু জগদ্বন্ধু।

The Lila-combination of all things.

শ্রীভগবানের ধরাধামে অবতীর্ণ হওয়া, শুধু শাস্ত্রের প্রমাণে জান্‌বি কি ? তাঁহার নিজের ইচ্ছা। যখন আস্‌বার প্রয়োজন হয়, তখনই আসেন। লক্ষণে চিন্‌বি ; শক্তি প্রকাশ কর্‌লে এবং জগৎকে জানালে জগৎ জান্‌তে পারে। আমার আগমনে জগতে সকল সাধু মহাজনের আগমন, আমি সকলের কেন্দ্র। অনেক ভক্ত অভিমানে অবতার সেজে বস্‌বে। সাবধান! সকলকে নিষেধ ক'রে দিস্, যেন কেহ আমার জন্য নিতাই অদ্বৈত প্রভৃতি না সাজে। এবার আমার একাধারেই সব।" ‡

"শ্রীমতীর দশম দশা হয়েছিল। মহাপ্রভুর দ্বাদশ দশা হয়েছিল। এবার ত্রয়োদশ দশা দেখ্‌তে পাবি। এবার

‡ একবার ঢাকা হ'তে প্রত্যাগমনকালে নারায়ণগঞ্জ ষ্টীমারের এক ১ম শ্রেণীর প্রকোষ্ঠে থাকিয়া শ্রীশ্রীপ্রভু, নবদ্বীপদাস (ভুবনমোহন ঘোষ) মহাশয়কে এই সকল ও আরও বহুতত্ত্বকথা বলিয়াছিলেন।

আমাতে ঐশ্বর্য্যগন্ধহীন শুদ্ধ মাধুর্য্য, বালকত্ব ও তন্ময়ত্ব এই তিনটি বেশী দেখ্‌তে পাবি।" (১) †

"আমি একক সর্ব্বসমষ্টি। এই ধরাধামে আমার কেউ সঙ্গী নাই।" 'আমি ব্রহ্মাণ্ডের বন্ধু, ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া একাই কৃষ্ণকীর্ত্তন করিব।' 'হরিনাম হাজার হাজার ছড়ি'য়েছি, আরও কত কোটী পদ্মাধিক ছড়ি'য়ে বেড়াব।'

"সাধু সন্ন্যাসী স্বার্থপর, আমার জন্য কেহই কষ্ট স্বীকার করিতে চায় না। একান্ত ভক্ত কিম্বা ত্রিকালজ্ঞ জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ ভিন্ন আমার কার্য্যের কেহই সহায়তা করিতে পারিবে না।"

"যার যে ভাব সে তাই চায়। আমি সবকেই সব দিয়েছি। দেখ্, এত সব চায়; কিন্তু হরিনাম দেও, উদ্ধারণ চাই, তা কেউ বলে না। কেবল পরীক্ষা! ওরে আমি সবই পারি। ও সব তুচ্ছ কথা। শুধু **ইন্দ্রজাল!** কেবল ফাঁকি! ইন্দ্রজালে পৃথিবী ঘিরে ফেলেছে। হায় হায়!!"

'ওরে আমি দর্পণ, আমার কাছে এলেই স্বরূপ প্রকাশ পায়। কারো কিছু গোপন থাকে না।'

'ভেবেছ, আমি কিছু টের পাই না। আমি সবার সব জানি, ত্রিকালের কথা বল্‌তে পারি।'

† প্রাচীনভক্ত শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ দাস মহাশয়কে এই সকল ও আরও বহুতত্ত্বকথা বলিয়াছিলেন।

"দেখ্, সময়ে এমন সব লোক আমার কাছে আস্‌বে, তোরা দে'খে অবাক্ হ'য়ে যাবি। তাদের হরিনামে ভক্তি-বিশ্বাস অটল থাক্‌বে। তাদের হরিনামে বাধা দেয়, এমন লোক নাই। তারা ভুবনমঙ্গল হরিনামের জন্য জীবন উৎসর্গ করবে; দিনরাত্ হরিনামে মেতে থাক্‌বে।"

"এখন আমি ঘরে ঘরে সেধে বেড়াচ্ছি, কেউ হরিনাম কর্‌লে না। তোরাও আমার কথা শুন্‌লি না। এই ত্রিশ বছর দেখ্‌লি, বিশ্বাস করলি না। দেখ্‌বি, এমন দিন আস্‌বে, সে সময় একটি কথা শুন্‌বার জন্য কাঁদ্‌বি; তখন খুঁজেও পাবি না। লক্ষ লক্ষ লোক আমায় ঘিরে থাক্‌বে, হরিনাম-প্রেমে ধরা টলমল কর্‌বে। মনে রাখিস্, আমার হাত কেউ এড়াতে পার্‌বি না।" §

'আমি পৃথিবীর কেন্দ্র, আমাকে ছেড়ে কোথাও যে'তে নাই।' 'আমি সেই পদ্মপলাশলোচন হরি।' 'আমিই একমাত্র পুরুষ আর সবই প্রকৃতি।' (১)

"এবার সবকেই হরিনাম আস্বাদন করাইব, তবে আমার নাম জগদ্বন্ধু।" "এবার মানুষ ত মানুষ; পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা, তৃণ এমন কি অণুপরমাণুদিগকে পর্য্যন্ত আমার স্বরূপ আস্বাদন করাইব, তবে আমার নাম জগদ্বন্ধু।"

"প্রভু সত্য নিত্যবস্তু।"

---

§ শেষ মৌনের কিছু পূর্ব্বে, ত্রিশ বৎসর বয়সে বলিয়াছিলেন।

১। "আমি ভিন্ন, কিছুই নাই। ‡ ৪। পুরুষ।
২। হরি। ৫। জগদ্বন্ধু।
৩। মহাউদ্ধারণ। ৬। সৃষ্টি।"

"...এই নেও আমার পরিচয়। আমি আজ হ'তে মুক্ত হলা'ম। সবকে আমার কথা বলবে। চিরজীবন ভ'রে, নিত্য চিরদিন আমার কথা বলবে। আমার কথা লিখবে, সদা প্রচার করবে। আমি কি তোদের কেউ নই? আমি কি ভেসেই যাব? আমায় কি হরিনাম দিয়ে কেউ রক্ষা করবে না? হায়! হায়!! কেউ ত আমার কথা শুনে না, হরিনামও করে না। আমি তোমাদের দেহ, হস্ত, পদ, প্রাণ, মন সব। তোমরা আমার কথা রাখ, হরিনাম কর। আমি তাই শুনতে শুনতে ধূলিতে, পৃথিবীর সমস্তে, আকাশে মিশিয়া যাই। আমার শপথ, তোমরা সবাই হরিনাম কর। হরিনামের মঙ্গল হউক, তোমাদের মঙ্গল হউক; তা' হ'লেই আমার উদ্দেশ্য ও ভবধামের লীলা শেষ হয়। তোমরা হরিনাম ক'রে আমাকে তোমাদের সঙ্গে মিশা'য়ে লও। আমি হরিনামের, এ ভিন্ন আর কারো নই।"

"একালে, ওকালে, ত্রিকালে, নিত্যচিরদিন নির্ভয়ে, যেখানে সেখানে আমার কথা ব'লে বেড়া'বি। আমি ত

‡ ১৩০৮ সন, ২৩ চৈত্র, বদরপুরে, মহাভাবোন্মাদ অবস্থায় সুরেশবাবু, ডাক্তার শ্রীধরবাবু, বাদলবিশ্বাসজী প্রভৃতি বহু ভক্তগণ-সমক্ষে, শ্রীশ্রীপ্রভু ঐ পরিচয় লিখেন।

ঝুটা মাল নই, যে বল্‌তে ভয় কর্‌বি ? মেটে হাঁড়িও লোকে বাজা'য়ে কিনে, আমায় বাজাতে ছাড়্‌বে কেন ? পৃথিবীর সকলকে বল, মহামহাজ্যোতিষী দ্বারা আমার বিষয় গণনা করা'য়ে দেখে, সত্য হ'লে যেন আমায় গ্রহণ করে, নৈলে দূরে পরিহার করে।"

'একমাত্র আমিই জগতে পুরুষ।'

"আমি হরিনাম মহানাম নাম মাত্র, তোমরা ফক্কীকার॥ এই দুই ভিন্ন আর কিছুই নাই॥" (১)

"আমার বয়ঃ পাঁচ বর্ষ। আমি ফক্কীকার হইতে অতি ছোট॥ আমাকে শিশু কহে।" (১)

'দীক্ষামন্ত্র দ্বারা যে অর্চ্চনা তাহা আমিই গ্রহণ করি।' 'বিগ্রহে থাকিয়া আমিই পূজা গ্রহণ করি।' 'আমার অষ্টকালই ক্ষুধা লাগে।' (১)

"আমি, গাভী, ষণ্ড ও উদ্ধারণ; এই সবই নির্দ্দোষী॥ ইহাদের আইন হয় না॥ রাজামাত্রকেই জানাইও। ১ম আমি ২য় গাভী ৩য় ষণ্ড ৪র্থ উদ্ধারণ, এই সব নির্দ্দোষী।" (১)

'তোদের মত রজঃ-বীর্য্যে আমার জন্ম নয়।' 'আমি অযোনিসম্ভব।'

"হরিশব্দ উচ্চারণ, হরিপুরুষ উদয়।"

'ইচ্ছাকৃতি দ্বারা অবতার।'

... ...

"ইচ্ছাধীন-অবতার কি-ভয়-রে।

বন্ধু-নাই ; না-না-না, কি-বা, রয় রে ॥"

'হরিনামে দেহ হয়।'

"ওরে একান্ত আগ্রহে সব হয় ; মানুষ সব পারে ; একান্ত আগ্রহ হ'লেই ভগবানের দর্শন পায়।"

... ...

"তোমারা সকলে মি'লে আমার কাজ কর।"

-:o:-

॥ ইতি ॥

জয় জয়

"হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু মহাউদ্ধারণ।

চারিহস্ত চন্দ্রপুত্র হা কীটপতন ॥

(প্রভু প্রভু প্রভু হে) (অনন্তানন্তময়)"

[চন্দ্রপাত।]

শ্রীহস্তলিখিত পরিচয়।

শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রোক্তং শিক্ষাষ্টকম্।

'১। চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং।
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং,
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥

২। নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥

৩। তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

৪। ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥

৫। অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলিসদৃশং বিচিন্তয়॥

৬। নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি॥

৭। যুগায়িতং নিমিষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে॥

৮। আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥'

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুঃ শরণম্।

বন্ধুবার্ত্তা।

-:০:--

(২য় খণ্ড)

বন্ধু-লীলা-কণা।

[বন্ধু-লীলাস্মৃতি বা সংক্ষিপ্ত বন্ধু-চরিতামৃত।]

আবির্ভাব। স্থান—মুর্শিদাবাদ জেলায় সুরধুনী গঙ্গাতীরবর্ত্তী ডাহাপাড়া-ব্রাহ্মণচক্পাড়া। কাল,—১৭৯৩ শক, ১২৭৮ সন, ১৭ বৈশাখ, শনিবার, সীতানবমীতিথি, সিতপক্ষ, মঘানক্ষত্র, সিংহরাশি, পুষ্পবন্তযোগ, শুভ মাহেন্দ্রক্ষণ। ইং ১৮৭১ অব্দ, ২৯ এপ্রিল, স্যাটার্ডে (Saturday).
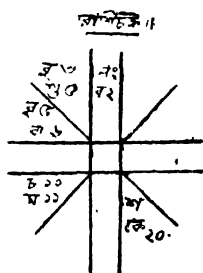
গণনায় শ্রীশ্রীপ্রভুর নাম "জগদ্বন্ধু"। আদরের ডাক্নাম 'জগত্'। •লীলায় পিতা,—ফরিদপুর জেলার পদ্মাতীরবর্ত্তী গোবিন্দপুরবাসী

বরেণ্য শম্ভুনাথ চক্রবর্ত্তি-নন্দন বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ-কুলতিলক দীননাথ ন্যায়রত্ন (বা ভট্টাচার্য্য)। লীলায় মাতা,—ফরিদপুর জেলার কাফুরা-গ্রামনিবাসী ভাগ্যবান্ শীতলচন্দ্র চৌধুরী-দুহিতা জগন্মাতা বামাসুন্দরী দেবী। শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু হরি বলিয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণ=শ্রীগৌরাঙ্গ =স্বয়ং তিনি=অযোনিসম্ভব। তিনি চন্দ্ররশ্মি অবলম্বনে এই জগতে আবির্ভূত হইয়াছেন। বদ্ধজীব-কীটের দমন, রক্ষণ, ও মহোদ্ধারণে তাঁহার আগমন। ইহা প্রাকৃত জীবের বোধগম্য না হইলেও, অপ্রাকৃত সত্যনিত্যবস্তু প্রভু বন্ধুর বাক্য আমাদের অবশ্য জ্ঞাতব্য,—এরূপ বিবেচনায় এ'কথা প্রকাশ করিলাম। এই সম্পর্কে আরও দুটী ঘটনায় উল্লেখ করিতেছি।

[শ্রীশ্রীপ্রভুর একুশ বৎসর বয়সের আগে] কলিকাতা চাষাধোপাপাড়া হররায়ের বাটীতে প্রভু আছেন; প্রতাপ ভুঞা ও সুধন্ব মিত্র সঙ্গে আছেন। তখন, একদিন চম্পটী মহাশয় হররায়ের বাটী প্রবেশকালে দেখেন যে, একখানি পাল্কী বাটী হইতে বাহির হইতেছে। চম্পটী মহাশয় অনুসন্ধানে জানিলেন যে সরসীর মাতা (ক্ষীরোদা দেবী অর্থাৎ চম্পটী মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী) প্রভুর নিকট আসিয়াছিলেন। চম্পটী মহাশয় প্রভুর নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে প্রভু রাগে গর গর করিতেছেন ও বলিতেছেন—

"আমার বাটীতে মাগী এ'লো? আমি ভক্তের মধ্যে রয়েছি!"

চম্পটী মহাশয় বলিলেন,—কি মাগী মাগী কর্‌ছ? তোমার আপন্ ভাগ্নী এয়েছে? তাতে তোমার অত আপত্তি কিসের?

প্রভু বলিলেন—"তুই এত বড় আস্পর্দ্ধার কথা বলিস্? আমি অযোনিসম্ভব। আমার সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ?" (১) ঠিক্ ঐ সময় টিকৃটিকির শব্দ হয়।

[একদা] ইং সন ১৮৯১ সাল ; ডাহাপাড়া, মুর্শিদাবাদ ; বেলতলা, ভট্টাচার্য্যদের বাগান ; বেলা ১১টা।—প্রভু হাততালি দিয়া চম্পটী মহাশয়কে ডাকিয়া বলেন,—

"অতুল! আয় আজ তোকে আমার জন্মরহস্য বলি। জন্মস্থান,—মুর্শিদাভাদ্‌রাজ্‌ ডাহাপাড়া ; প্যালেসের (palaceএর) ওপার। রাজধানী ভিন্ন অবতারের জন্ম হয় না। বঙ্গাধিকারী বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ ভূম্যধিকারী। রীতিমত গড় প্রাসাদ ; পরিখা-পরিবেষ্টিত। দীননাথ ন্যায়রত্ন বঙ্গাধিকারীর দ্বারপণ্ডিত। ন্যায়রত্ন ও তাহার ব্রাহ্মণী ভট্টাচার্য্যদের প্রদত্ত জমিতে বাস করিতেন। ন্যায়রত্নের একটি চতুষ্পাঠী ছিল ; সে ঢিপি এখনও বর্ত্তমান। ন্যায়রত্ন ও তাহার ব্রাহ্মণী অন্নপ্রাশন উপলক্ষে বঙ্গাধিকারীর বাটী যান ; ফিরিয়া আসিয়া দেখেন ঘরের ভিতর অপূর্ব্ব সদ্যজাত শিশু বর্ত্তমান ; জ্যোতির্ম্ময় গৃহ, আলোকে উদ্ভাসিত। ন্যায়রত্ন ও ব্রাহ্মণী স্তম্ভিত! অবশ্য ব্রাহ্মণীর গর্ভাভাসের লক্ষণ ছিল। লোকে জানিল যে ন্যায়রত্নের ব্রাহ্মণী পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছে। কিন্তু উভয়ে এ' গুহ্যকথা কাহাকেও প্রকাশ করে নাই। দেড়বৎসর পরে ব্রাহ্মণী স্বর্গলাভ করে ; ভট্টাচার্য্য বাটীর ন'মা প্রতিপালন করে। ন্যায়রত্ন জন্ম-লগ্নঠিকুজী করিয়া রাখেন। ঐ সময়ে মহারাণী স্বর্ণময়ীর ওখানে একজন সন্ন্যাসী জ্যোতিষী আসেন। গঙ্গাধর কবিরাজের সহিত ন্যায়রত্নের বিশেষ সম্প্রীতি ছিল ; কবিরাজ মহাশয় বলিলেন,—ন্যায়রত্ন, তোমার যে ছেলে হয়েছে, একবার এই সন্ন্যাসী ঠাকুরকে দি'য়ে গণনা ক'রে দেখ না? গঙ্গাধরের অনুরোধে ন্যায়রত্ন ঠিকুজীখানি সন্ন্যাসী ঠাকুরকে দিলেন। সন্ন্যাসী ঠিকুজী পাইয়া বলিলেন—আমি দে'খে রাখ্‌ব ; তুমি অমুক দিন এস। সেই দিন ন্যায়রত্ন যাইলে, সন্ন্যাসী বলিলেন,— ন্যায়রত্ন! আমি ভাল ক'রে দেখি নাই, তুমি আর একদিন এস। দ্বিতীয় দিন উপস্থিত হইলে সন্ন্যাসী বলিলেন,—হাঁ, আমি বেশ ক'রে

দেখেছি; কিন্তু আমার কৌতূহল বৃদ্ধি হইয়াছে। আমি আর একবার ভাল ক'রে দেখ্‌ব; তুমি অমুক দিন এস। তৃতীয় দিন ন্যায়রত্নকে দেখিবামাত্র সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসিলেন,—তোমার ছেলে কি বেঁচে আছে? ন্যায়রত্ন বলিলেন,—আপনি এমন কথা কেন বলিলেন? ছেলের কি কোন গ্রহ ফাঁড়া আছে? সন্ন্যাসী বলিলেন—না সে কথা নয়। তুমি যখন এ'লে, তখন ছেলে কি কর্‌ছিল? ন্যায়রত্ন বলিলেন—খোকা উঠনে হামাগুড়ি দি'য়ে বেড়াচ্ছিল। সন্ন্যাসী বলিলেন,—ন্যায়রত্ন! তুমি এক কাজ কর। তোমার ছেলেকে নি'য়ে এস; আমি তাকে দেখ্‌ব।

ন্যায়রত্ন চলিয়া গেলেন; গঙ্গা পার হইয়া পুনরায় খোকাকে কোলে করিয়া সন্ন্যাসীর নিকট আসিলেন। সন্ন্যাসী খোকাকে বুকের উপর রাখিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। ন্যায়রত্ন ভীত হইলেন; বলিলেন,—আপনি খোকার অকল্যাণ কেন করিতেছেন? সন্ন্যাসী সে কথার উত্তর না দিয়া মাথার উপর খোকার পা'দু'খানি রাখিলেন ও বলিলেন,—ন্যায়রত্ন! আমি এতদিনে বুঝিলাম যে নেপাল হ'তে সহসা বাঙ্‌লায় কেন আসিলাম? এইরূপ ভাগ্য প্রতি অবতারে একজনের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। আজ আমার সেই ভাগ্য উপস্থিত। তোমাকে আর আমি কি বলিব? যে পাঁচটি গ্রহের সঞ্চার ও সংযোগে অবতারের জন্ম হয়, যেমন শ্রীরামচন্দ্র-লক্ষ্মণ, সেই পাঁচটী গ্রহই ইঁহার জন্মলগ্নে তুঙ্গস্থ। ইনি দিগ্বিজয়ী মহাপুরুষ হইবেন। ইঁহা হইতে জীব কৃতার্থ হইবে।

ইহার পর সেই জ্যোতিষী সন্ন্যাসীকে আর কেহ মুর্শিদাবাদ সহরে দেখে নাই।"

এই জন্ম-রহস্যের প্রত্যেক বাক্য ও পংক্তি শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র চম্পটী মহাশয় নিজে পর পর লিখাইয়া দিয়াছেন। অতিরঞ্জিত কিছুই প্রকাশ করি নাই।

ডাহাপাড়া-ব্রাহ্মণচকৃপাড়ায়, গোপাল বন্ধুর ছয় মাস বয়সে, স্থানীয় ভূস্বামী সারদানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয়-সহযোগে, বহুব্যয়সাধ্য শুভ অন্নপ্রাশন সমারোহে সুসম্পন্ন হয়। আবির্ভাবাবধি, বন্ধুচন্দ্র অসামান্য রূপলাবণ্যগুণ-সম্পন্ন, মধুর, স্বর্ণবর্ণ, সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত, সর্ব্ব-চিত্তরঞ্জন, সর্ব্বাঙ্গ-সুগঠন, সম্পূর্ণাঙ্গ। তাঁহার একবৎসর বয়ঃক্রমকালে মাতা বামাদেবী নিত্যধাম প্রাপ্ত হন।+ ভট্টাচায্যগৃহের ন'মা কিছুদিন প্রতিপালন করেন। অতঃপর ন্যায়রত্ন মহাশয়ের অগ্রজ ভৈরবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় আসিয়া প্রভুকে ডাহাপাড়া হইতে গোবিন্দপুর (ফরিদ্পুর) লইয়া যান। তৎপত্নী দেবী রাসমণি (মা) শিশুর লালনপালন করেন। বন্ধুর তিন বৎসর বয়সে ঐ মা পরলোক গমন করেন। অতঃপর ঐ মায়ের কন্যা দিগম্বরী দেবী প্রভুকে রক্ষণাবেক্ষণ করেন।

অতি শৈশবেই ইহা সুপরীক্ষিত ও সুলক্ষিত,—ক্রন্দয়মান শিশুবন্ধুকে 'হরিবোল্ হরিবোল্' বলিয়া কোলে লইলেই শান্ত হইতেন। হরিনাম করিলেই তাঁর আনন্দ দৃষ্ট হইত। তাঁহার পক্ষে ইহা নিত্য সত্য ও স্বাভাবিক। বাল্যে 'জগা মাধা দু'ভাই ছিল। তারা হরিনামে তরে গেল॥'—আধ-আধস্বরে গাহিতে গাহিতে আপনাআপনি তন্ময় হইয়া পড়িতেন। প্রতাপ ভৌমিক প্রভৃতি সঙ্গীগণকে লইয়া খেল্না ঢোল ও করতাল বাজাইতেন এবং আধ-আধ মধুর স্বরে হরিনাম করিতেন। কোথা হ'তে শিখিলেন? উপদেষ্টা কেহই ছিল না। প্রভুর তিন চার বৎসর বয়ঃক্রমকালে, ঘরের চালা মটকার উপর (শীর্ষদেশে) উঠিয়া বসা, পদ্মায় যাইয়া নৌকায় উঠিয়া একাকী নৌকা ছাড়িয়া দেওয়া, ধরিতে যাইলে বালি ছিটান, ভয় প্রদর্শনের জন্য কামড়াইবার উপক্রম করা ইত্যাদি

+ শিশুবন্ধুর পালিকা দিদিমণি বলেন—বন্ধুগোপালের এক বৎসর দুইমাস বয়সের সময় বামাদেবী পরলোক গমন করেন। চ'পটী মহাশয় উহা দেড় বৎসর বয়স বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

তাঁহার মধুর অসমসাহসিক কার্য্য ও খেলায় তাঁহার প্রিয়জন অনেক সময় শঙ্কিত ও চিন্তান্বিত থাকিতেন। জলে ডুবিয়াই মরে, কি, কিসে কি করে?

আধ আধ কথায় তাঁহার পরিচয় ও ভাবী সত্য লীলাভাস সময় সময় প্রকাশ করিতেন। শ্রীশ্রীপ্রভুর সাতবৎসর বয়সের সময় ডাহাপাড়া হইতে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পরলোকগমন সংবাদ আসে। প্রভু তখন ফরিদ্‌পুরে। গোবিন্দপুরের বাড়ী ক্রমে দুইবার পদ্মাসাৎ হইলে, ফরিদ্‌পুর সহরতলি ব্রাহ্মণকান্দাগ্রামে বাড়ী হয় এবং প্রভুবন্ধুও চক্রবর্ত্তী মহাশয়দের সহিত তথায় অবস্থান করেন। ভৈরব চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পরলোক-গমনের পর তাহার কন্যা দিগম্বরী দেবী এবং পুত্র গোপাল চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও তারিণীচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বালক বন্ধুর তত্ত্বাবধান করিতেন।

পাঠ্যাবস্থা।—ফরিদ্‌পুর বঙ্গবিদ্যালয়ে কিছুকাল পড়েন। পরে ফরিদ্‌পুর জিলাস্কুলে ভর্ত্তি হন। বাল্যে কুষ্টীয়া আলামপুরে, চক্রবর্ত্তী মহাশয়দের সম্পর্কিত লাহিড়ি-ভবনে থাকিয়াও কিছুদিন পড়েন। ফরিদ্‌পুরেই তাঁহার যথার্থ পাঠ্যজীবন। ব্রাহ্মণকান্দা হইতে স্কুলে যাইতেন। বাল্যকাল হইতেই মাটীর দিকে নতদৃষ্টি, সুবিনয়ী, স্বতন্ত্র, নৈষ্ঠিক, স্বল্পভাষী ও সত্যমিষ্টভাষী। বাক্য চিরকালই সুমধুর, বীণা-বিনিন্দিত। বাল্য হ'তেই তুলসী, দেবমন্দির, সৎব্রাহ্মণ, সাধু ও ধার্ম্মিককে প্রণাম করিতেন। তিনি লোকশিক্ষা-গুরু। সদ্ আচরণগুলি স্বভাবতঃই দেখাইতেন। তাহাতে তাঁহার কেহ উপদেষ্টা ছিল না। তের বৎসর বয়সের সময় ব্রাহ্মণকান্দায় তাঁহার উপনয়ন হয়। তখন হইতে তাঁহাতে উষায় স্নান, ত্রিস্নান, ত্রিসন্ধ্যা, আহ্নিক, সংযম, নিষ্ঠা, ব্রহ্মচর্য্য-কঠোরতাদির বিশেষ প্রকাশ দৃষ্ট হয়। তাঁহার জীবনে সর্ব্বপ্রকার মাদক-দ্রব্য চিরত্যক্ত। নিত্যকুমার বন্ধু ভোগবিলাস চিরবর্জ্জন করেন। বাল্য-কৈশোরকালে তিনি যে যে দিন গৃহস্থাপিত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীর পূজা করিতেন, সে

সেদিন শ্রীমন্দির-বিগ্রহ উজ্জ্বল দেখা যাইত। সময় সময় তাঁহার সর্ব্বান্তর্যামিত্ব ও অলৌকিকত্ব স্পষ্ট জানা যাইত। অন্য স্থানে কিছু উল্লেখের আশা রাখিলাম। এদিকে ক্রমে ক্রমে তাঁহার উদাস-ভাবও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অনেক সময় স্কুলে, গৃহে, দেবমন্দিরে, বৃক্ষতলে, মাঠে,—প্রায় সর্ব্বত্র তাঁহার ফ্যাল্ ফ্যাল্ দৃষ্টি দেখা যাইত। অন্যমনস্ক। একাগ্র। একদৃষ্টিতে একমনে পথে চলিতে চলিতে গায়ের চাদর পড়িয়া গেলেও, তাঁহার কখন কখন আদৌ বোধ থাকিত না। বেশ সাধারণ;—বৃহৎ সুদীর্ঘ বস্ত্র, মাটী স্পর্শ করা লম্বা কাছা, সাধারণ জামা ও চাদর। কখন কখন উপানৎ (জুতা) পায় দিতেন। স্কুল ছুটীর পর কোন কোন দিন ঘোষপটি জলধর ঘোষের দোকানে যাইতেন; আর প্রায়ই নির্জ্জন ঘাটে মাঠে থাকতেন। অন্যদিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ উদাস দৃষ্টি। একক, মস্তক সঞ্চালন। উৎকর্ণ। আপন মনে নির্জ্জনে উদাস দৃষ্টিতে ধীরে ধীরে কথা কহিতেন। লোকের গতিবিধি বুঝিলে নীরব থাকিতেন। প্রাকৃত জীবের অদৃশ্য কোন্ কোন্ দিব্যদেহ তাঁহার নিকট গতায়াত করিতেন, তাহা কে বুঝিবে? ঘাটে মাঠে বিহ্বলভাবে পড়িয়া থাকিতে দেখিলে, কেহ কেহ কাঁধে করিয়া তাঁহাকে বাড়ী রাখিয়া যাইত। আহারাদি অনেক সময় যথাকালে বাদ পড়িত। কিন্তু স্কুলে যথা সময় নিয়মিত উপস্থিত হইবার নিয়মটি বজায় রাখিতেন; আর ভূগোলে প্রথম স্থান রাখিতেন।

ফরিদপুর জিলাস্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে ইতিহাস-পরীক্ষার দিন, তিনি তাঁহার স্বভাবগত ফ্যাল্ ফ্যাল্ দৃষ্টিতে অন্যমনস্ক ছিলেন। হেড্‌মাষ্টার ভি, এম্, সেন পরীক্ষা দিতে নিষেধ করেন। এ' সম্বন্ধে প্রভু বলিয়াছেন—"আমি প্রশ্ন হাতে ক'রে একদিকে চেয়ে ব'সে আছি, তখন ভুবন সেন বল্‌লে কি, জগত্ পরীক্ষা দিতে পার্‌বে না। আমি স্কুল থেকে চ'লে এলাম।"

নিত্যকুমার, স্বতন্ত্র, নৈষ্ঠিক, সুন্দর, সরল ও সত্যমধুরভাষী ছাত্র-

বন্ধুকে সেন মহাশয় স্বভাবতঃ খুব ভালবাসিতেন। দৈবক্রমে ঐরূপ নিষেধ করিয়া তাহার অনুতাপ হয় এবং কিছু পরেই তিনি প্রিয় জগতের অনুসন্ধান করেন। কিন্তু তাঁহাকে পাইবেন কোথায়? শুরু বন্ধু তথা হহতেই বরাবর হাঁটা দেন। খোকসা হ'তে ট্রেণে উঠিয়া কলিকাতা যান। পরে তারিণী চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট রাঁচি চলিয়া যান। সুরেশ বাবু হেড্ মাষ্টার সেনবাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়া এ' বিষয় যথাবথ অবগত হইয়াছেন। কিশোর বন্ধুর সমসাময়িক গণিতশিক্ষক দক্ষিণাবাবুর নিকটও এই পরীক্ষা-সম্পর্কে সত্য অনুসন্ধান পাইয়াছি। রাঁচি স্কুলে প্রভু ভর্ত্তি হন। রাঁচিতে তাঁহার স্নানাহার অনিয়মিত; উদাসভাব সমধিক। ঐ বাড়ীর পাচক ও ভৃত্যের চুরি করা অভ্যাস ছিল। অপরাধ-প্রকাশ-ভয়ে, তাহারা প্রভুর খাদ্যদ্রব্যের সহিত আর্সেনিক-বিষ মিশ্রিত করে। ভক্ষণে বন্ধু অজ্ঞান। পাচকের পলায়ন। প্রহৃত ভৃত্য সত্য প্রকাশ করে। চক্রবর্ত্তী মহাশয় ভীত হইয়া অতঃপর প্রভুকে ফরিদপুর পাঠাইয়া দেন। কিশোর বন্ধু ফরিদপুর হইতে পাবনায় যাইয়া পাবনাজিলাস্কুলে ভর্ত্তি হন। রাঁচিতে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত এবং পাবনায় প্রবেশিকা প্রথম শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়াই শেষ পড়া। পাবনায় প্রসন্নকুমার লাহিড়ি মহাশয় ও তৎপত্নী গোলোকমণি দেবী (দিগম্বরী দেবীর অনুজা) প্রভুর তত্ত্বাবধান করিতেন। পাবনায় প্রভুর প্রকাশ বিশেষভাবে আরম্ভ হয়। বাল্য হ'তেই তুলসী, দেব-বিগ্রহ, ধার্ম্মিক প্রভৃতিকে প্রণাম, নির্জ্জনে অবস্থানাদি, উদাস-দৃষ্টি, যাত্রাগানে প্রহ্লাদ ধ্রুব প্রভৃতি ভক্তচরিত-অভিনয়-দর্শনে বাহ্যদশাশূন্যতা, হরিনামে তন্ময়তা ইত্যাদি তাঁহার লোকাতীত ভাব প্রিয়গণের গোচরীভূত হইয়াছিল। এখানে এ' সকল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। এখানে অনেক সময় কেলীকদম্বতলা, জয়কালীমাতার মন্দির প্রভৃতি স্থানে উদাসভাবে পড়িয়া থাকিতেন। পাবনায় হরিনাম কীর্ত্তনে ভাব, দশা, সমাধি, আবেশ, মূর্চ্ছা, পূর্ণ অষ্ট-সাত্ত্বিক বিকার, দিবারাত্র

অচৈতন্যদশা, দূর হইতে কীর্ত্তন শ্রবণমাত্র মাতালের মত টলা, প্রেমাধিক্যে নর্দ্দমা, প্রাচীর প্রভৃতি স্থানে সশব্দে সংজ্ঞাশূন্যভাবে পতিত হওয়া, দারুণ আহত হওয়া, কীর্ত্তনগমনে বাধা প্রাপ্তিতেও ঐরূপ নানাদশা হওয়া ইত্যাদি ঘটিতে থাকে। তাঁহার বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থায় প্রিয়গণ তাঁহাকে মধ্যস্থলে রাখিয়া বা স্কন্ধে করিয়া হরিনাম করিতেন ও ধন্য হইতেন।

সর্ব্বসৌন্দর্য্যমাধুর্য্যধাম বন্ধুচন্দ্র ব্রহ্মচর্য্য, সত্য, প্রেম ও পবিত্রতার পূর্ণতম জীবন্ত আদর্শ। শিক্ষাগুরু বন্ধু নিজে সব আচরণ করিয়া জীবকে শিক্ষা দিতেন। তিনি এই অল্প বয়সেই তাঁর বংশী-বিনিন্দিত সত্য-মধুর-সঞ্জীবনী বাক্যে, হরিনাম দান ও ব্রহ্মচর্য্যশিক্ষায় বহু-সংখ্যক অসংযত, অজিতেন্দ্রিয়, পতিত জীবনের পরিবর্ত্তন সাধন করেন এবং আচণ্ডালকে অভয় আশ্রয়দান করেন। একদল লোক,—তাঁর এই অলৌকিক প্রতিষ্ঠায় অসহিষ্ণু হইয়া এবং ছেলেরা তাঁহার শিক্ষায় সংসার-ত্যাগী হইয়া যাইবে, এই আশঙ্কায়,—তাঁহার খুব বিরুদ্ধাচরণ আরম্ভ করে। ক্রমে সুযোগ খুঁজিয়া তাহারা শ্রীশ্রীপ্রভুর শ্রীদেহের উপর দুইবার ভীষণ অমানুষিক অত্যাচার ও প্রহার করে। তন্মধ্যে একবার তাঁহার শ্রীদেহ সংজ্ঞাশূন্য ও অর্দ্ধমৃত-অবস্থায় পরিত্যক্ত হইয়াছিল। সেবার যথেষ্ট ভুগেন। সুস্থ হইয়া তিনি পুনরায় পূর্ব্ববৎ নির্ভয় অটল অধ্যবসায়ের সহিত অবিচলিতভাবেই তাঁর অনুবর্ত্তিগণকে সত্য উপদেশ ও হরিনাম দান করিতেন এবং অত্যাচারীদের নিকট দিয়া নির্ভয়ে একাকী বিচরণ করিতেন। তিনি সংযম, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, দয়া, অহিংসা, সত্য ও প্রেমধর্ম্মের মূর্ত্তিমান্ আলেখ্য। বহু জিজ্ঞাসিত হইয়াও তিনি প্রিয়জনের নিকট অত্যাচারীদের নাম কদাপি প্রকাশ করেন নাই। ও' সব সামান্য তুচ্ছ বলিয়া প্রবোধ দিতেন। অত্যাচারিগণ কালে নানা কঠিন দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া অনুতাপবারিবর্ষণ করেন ও সমস্ত বিবরণ প্রকাশ করেন।

অন্যদিকে বন্ধুহরির অলোকসামান্য মধুর তেজঃপুঞ্জ রূপলাবণ্য ও অশ্রু, কম্প, পুলক, মূর্চ্ছা, ভাব, আবেশ এবং অন্যান্য অলৌকিক শুভ লক্ষণাদি দেখিয়া ক্রমে বহু গণ্যমান্য জন তাঁহার প্রতি অনুরাগী ও শরণাপন্ন হন। নানাজনের আগ্রহে তিনি সময় সময় স্থানে স্থানে গমনাগমন করিতেন। শান্তিপুরের আনন্দ মৈত্র, পাবনা-তাড়াসের রাজর্ষি বৈষ্ণব বনমালীরায়, তৎগুরুপুত্র রঘুনন্দন গোস্বামী প্রভৃতি বহুজন তাঁহাকে সাক্ষাৎ গোবিন্দ-গৌরাঙ্গ জানিয়া ভক্ত হন। ইহাঁরা সাগ্রহে প্রভুকে লইয়া তাঁহাদের ঠাকুর-মন্দিরে স্থান দিতেন। পাবনার বৈদ্যনাথ চাকী, দীনবন্ধুদাস বাবাজী ও তৎপত্নী বিন্দুমাতা, হরিরায়, রণজিৎ লাহিড়ি (এম্, এ, বি, এল্,), সুশীল লাহিড়ি (বি, এ, বি, এল্,) প্রভৃতি বহু জন প্রভুর কৃপাপ্রার্থী ভক্ত। জগদ্‌গুরু প্রভুবন্ধু কিন্তু কাহাকেও লৌকিক বা তান্ত্রিকভাবের দীক্ষামন্ত্র দিতেন না বা শিষ্য করিতেন না। পাবনার নিত্যসিদ্ধ হারাণ ক্ষেপা বা 'বুড়ো শিব' প্রভুবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সঙ্গী ছিলেন। যে প্রভু নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীদের গাত্রগন্ধে কষ্টবোধ করিয়া বিংশতি হস্ত দূরে থাকিতে বলিতেন, সেই প্রভু স্বচ্ছন্দে ও স্বেচ্ছায় এই অতি বৃদ্ধ শিবের দুর্গন্ধ কাঁথা ও শয্যায় একত্র শয়ন-উপবেশন করিতেন। 'ওরে জগা মানুষ নয় রে, সাক্ষাত। তোরা তাঁকে যত্ন করিস্ রে যত্ন করিস্,'—প্রভুসম্বন্ধে ইত্যাকার নানা উক্তি পাগ্‌লা শিবের মুখে প্রকাশ পাইত। হারাণ ফকির বা শিব সময় সময় ভদ্রজনের অশ্রাব্য কথা বলিলেও সম্ভ্রান্ত ও অসম্ভ্রান্ত সকলেই তাহাকে ভয় ও ভক্তিশ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। শিব প্রভুর জন্য ফরিদপুরেও যাইতেন।

এখন পাবনা ভক্তিপ্রধান স্থান বা ভক্তির কেন্দ্রস্থল। এখন পূর্ব্বের বিরুদ্ধ-অবিরুদ্ধ সকলেই প্রভুর ভক্ত। তিনি পাবনা হইতে শ্রীবৃন্দাবন, হিন্দুস্থান, কলিকাতা ও ব্রাহ্মণকান্দা-ফরিদপুর যান। শ্রীশ্রীপ্রভু কৈশোর কালে একদিন বলিয়াছিলেন—"Money is the most sensitive

part of human skin.” বালকের মুখে এই কথা শুনিয়া চম্পটী মহাশয় অবাক্ হইয়াছিলেন। বাস্তবিক সাধারণ মানব অর্থের যত দাস, এরূপ আর কাহারও নহে। টাকা যেন জীবনাধিক। ঐ অল্প বয়সেই প্রভু একদিন বলিয়াছিলেন—“লোকে চাক্‌রী বাক্‌রী ছেড়ে চাষবাস করুক। দেশে প্রচুর শস্য হ’ক। সুখে স্বচ্ছন্দে থা’ক্, আর হরিনাম করুক। ইহারই নাম স্বাধীনতা।” স্বাধীনতা শব্দটি বলিবার সময় শয়ন-অবস্থা হইতে হঠাৎ উঠিয়া বসিয়াছিলেন। অবশ্য তিনি বহুজনকে চাকুরী করিতেও বলিয়াছেন।

ট্রামগাড়ীপ্রচলনের পূর্ব্বেই,—“কলিকাতায় ইলেক্‌ট্রিসিটি গড়িয়ে যাবে।” “Calcutta Globe-capital.” ইত্যাদি অনেক অপূর্ব্ব কথা প্রকাশ করেন।

শ্রীশ্রীপ্রভুর সতর বৎসর বয়সের পূর্ব্বে ফরিদপুর, বদরপুরের বকুলাল বিশ্বাস মহাশয় প্রভুর আশ্রয় পান; পরে ইনি প্রভুর শিক্ষায় ও কৃপায় গ্রাজুয়েট্ ও মুন্সেফ্ হইয়াছিলেন। প্রভুবন্ধুর সতর বৎসর বয়সের সময় (১২৯৫ সনে), কলিকাতা ১৯নং বহুবাজার ষ্ট্রীটের বেঙ্গল ফটোগ্রাফার দ্বারা তাঁহার প্রথম ফটো তোলা হয়। বিশ্বাস মহাশয়কে প্রভুর পিছনে, বামদিকে যুক্তকরে দাঁড় করাইয়া একত্রে ফটো তোলা হইয়াছিল। পরে উহা হইতে প্রভুকে পৃথক্ করিয়া ছোট বড় নানা আকারের ব্লক প্রস্তুত হইতে থাকে এবং ঐ শ্রীমূর্ত্তিসকল দেশে দেশে প্রচারিত ও পূজিত হইতে থাকেন। ঐ সময় প্রভুর গলায় স্বর্ণতারে (তিন পংক্তিতে) গ্রথিত রুদ্রাক্ষমালা ছিলেন। অন্য সময় তিনি যথেষ্ট তুলসীমালা পরিয়াছেন। শুকবন্ধুর তখনকার চারি হস্ত পরিমিত দীর্ঘ কামদমন দেহ ও ভুবনমোহনরূপ সর্ব্বচিত্তাকর্ষক ও সর্ব্বানন্দদায়ক। পরিধানে সুদীর্ঘ বস্ত্র ও গায় সুদীর্ঘ উত্তরীয়; হস্তপদতল রক্ত-কোকনদবৎ; হস্তপদ সুদীর্ঘ; আজানুলম্বিত ভুজ; আকর্ণ-বিস্তৃত

সুন্দর আয়তলোচন ও সুভ্রূ; দীর্ঘ সুকর্ণ; উন্নত সুন্দর নাসা, মধুর রক্তিমবর্ণ অধরোষ্ঠ; সুগোল সুপরিমিত মনোহর মস্তক; মস্তকে কৃষ্ণদীর্ঘ সুমনোহর কেশরাশি; সুবিমল গণ্ড; মধুর চিবুক; সুন্দর ললাট; কক্ষ বক্ষ সুবিশাল, উন্নত, স্ফীত; সুন্দর উপবীত; ক্ষীণ মধুর কটী; সুবিশাল বিমল পৃষ্ঠ; রামরম্ভা-তরু-উরু; কন্দর্প-দর্পহর অতি অতি ক্ষুদ্র শিশ্ন। সর্ব্বাঙ্গ সুগঠিত। উজ্জ্বল-তপ্ত-কাঞ্চনবর্ণ; মসৃণ সুকোমলাঙ্গ। প্রভুবন্ধুকে তাঁহার বর্ণিত গৌররূপ হইতে বর্ণনা করিলেও বর্ণনা শেষ হয় না,—ইহা সুদৃঢ় সত্য। তিনি রবারের পাদুকা পরিধান করিতেন এবং লোক-সম্মুখে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত অবস্থায় থাকিতেন।

শ্রীশ্রীপ্রভু ব্রাহ্মণকান্দায় আসিয়া ক্রমে নানাকীর্ত্তন সম্প্রদায় গঠন করেন। তিনি পাঁচ ছয় মাইল দূরবর্ত্তী বাকৃচর গ্রামে গমনাগমন করিতেন। বাকৃচরে মিত্র গোপাল ('জ্যাঠা'), নিচু সাহা, মহিমদাস, যাদব দত্ত, নবদণ্ড, মহিম সিকদার, মদন সা (ইনি প্রভুর সাক্ষাতে তুমুল কীর্ত্তনানন্দে আবিষ্ট হইয়া দেহরক্ষা করেন), সতীশ, তারক ও পূর্ণ বিশ্বাস; ক্ষুদীরাম, কেদার, কুঞ্জশীল, বিহারী সা, বঙ্কুসা, কোদাইসা, শশধর প্রভৃতি সমগ্র গ্রামবাসী প্রভুর ভক্ত। সময়ে গ্রামের বড় দল ও ছোটদল কীর্ত্তন সহ প্রভুর নিকট নবদ্বীপেও গিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীপ্রভুর কৃপায় ইঁহাদিগের ভিতর খোলবাদন ও সংকীর্ত্তন কীর্ত্তনের অপূর্ব্ব শক্তি প্রকাশিত। 'এস এস নবদ্বীপ রায়' 'ভজ নিতাই-গৌরাঙ্গ চরণ' 'জাগ শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয় মাঝারে' 'কে রে কাঙ্গালের বেশে যাচিয়া বেড়ায়' 'প্রদোষ অম্বর' 'ঐ শ্যামরায়' 'ভাই দিন যায়' 'কবে রাধার দয়া হবে' 'জাগ জাগ নগরবাসী' প্রভৃতি প্রভু-রচিত সংকীর্ত্তন ভক্তগণ গাহিতেন। ভক্তগণের আগ্রহে, প্রভুর জন্য ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীতীরে, ১২৯৬ সনে, বাকৃচর-শ্রীঅঙ্গন প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে তিনি কয়েক বৎসর থাকিয়া জীব-উদ্ধারণ লীলা করিয়াছেন। প্রভুর অবস্থানের জন্য মহিম

দাসজী, মদনসাহাজী, মিত্রজী (জ্যেঠা) প্রভৃতি ভক্তগণ স্ব স্ব ভবনে পৃথক্ আসন-গৃহ রাখিয়াছিলেন। বন্ধুহরি ইচ্ছামত ঐ সকল স্থানে সময় সময় থাকিতেন। তিনি এখান হইতে নিকটবর্ত্তী আলুকদিয়া, ফরিদপুর ও দূরে নবদ্বীপ, বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানেও যাইতেন। † বাকৃচরে সময় সময় বৃন্দাবন দাস (সুধন্ব মিত্র), রামদাস (রাধিকা গুপ্ত), দুঃখীরাম ঘোষ, নবদ্বীপ দাস (ভুবন মোহন ঘোষ), মোহিনী ভাদুরী, হররায়, বাদল বিশ্বাস প্রভৃতি ভক্তগণ আসিতেন, থাকিতেন ও সেবাকার্য্যাদি করিতেন। গুরুবন্ধু হরিনাম-নিষ্ঠা-কঠোরতাদি শিক্ষা দিতেন। তিনি সর্ব্বশক্তিদাতা সুরতালরাগযুক্ত অপ্রাকৃত সংকীর্ত্তন-কীর্ত্তন রচনা করিয়া ভক্তগণ-দ্বারা গাওয়াইতেন, কোন কোন সময় শিষ্ দিয়া সুর শিক্ষা দিতেন এবং নিজে উত্তম খোলবাদন দ্বারা উৎসাহিত করিতেন।

সংকীর্ত্তন-দল গঠনাদির পর ব্রাহ্মণকান্দা হইতে তিনি প্রতি বৎসর (৭) সাত সম্প্রদায় সহ বিরাট চৌদ্দমাদল নগর-সংকীর্ত্তন বাহির করিতেন। তিনি নিজে সমস্ত সুব্যবস্থা ও সুশৃঙ্খলা করিয়া দিতেন। সর্ব্বে প্রসাদ বিতরণ ও মহামহোৎসব হইত। সাক্ষাৎ বন্ধু হরির সাক্ষাতে বহু অপূর্ব্ব শক্তির বিকাশ হইত। কীর্ত্তনে অনেকের উত্তম স্বাত্বিক ভাবদশাদি হইত, বৃক্ষাদি পর্য্যন্ত দুলিত ও নত হইত। পায়ের নীচে ইট পাটকেলও যেন নাচিত। বাৎসরিক চৌদ্দমাদল ছাড়া নিত্য টহল, নগর, নিশাকীর্ত্তনাদি অবশ্যই হইত। শ্রীশ্রীপ্রভু যে যে দিন কীর্ত্তনের আগে আগে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত-অবস্থায়, পথ দেখিবার জন্য একটীমাত্র চক্ষু খুলিয়া নগরে বাহির হইতেন, সে সে দিন তাঁহাকে দর্শনের জন্য

† একবার চন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী ও কিশোরী চক্রবর্ত্তী বাকৃচর হইতে ভক্তকীর্ত্তন-দল-সমেত প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া লন। অবিশ্বাসীগণ প্রভুকে বিষমিশ্রিত পায়স নিবেদন করিয়া দিয়াছিল। জানা সত্ত্বেও প্রভুবন্ধু তাহা হইতে কিয়দংশ ভক্ষণ করেন।

গ্রাম সহর ভাঙ্গিয়া সর্ব্বশ্রেণীর ভদ্র-অভদ্র নরনারী, আবালবৃদ্ধবনিতা,—দলে দলে ছুটিত। পথের দুই পার্শ্ব লোকে লোকারণ্য হইত।

শ্রীশ্রীপ্রভুর নির্দ্দেশমত ইং ১৮৯৯ অব্দে (১৩০৬ সনে) ফরিদপুর দরবেশ-পুলের নিকট, 'গোয়ালচামট-অঙ্গন'বা শ্রীঅঙ্গন স্থাপিত হয়। প্রথমে দোচালা ঘর, পরে নগরবাড়ীর বিহারী সাহাজী কর্ত্তৃক চারচালা গৃহ-মন্দির;—গায় গায় লাগানমত ঘন ঘন বহুসংখ্যক খুঁটী সমেত নির্ম্মিত হয়। কুটীরের দক্ষিণে একটী ও পূর্ব্বে একটী, মোট ২'টী দরজা ছিল। জানালা আদৌ ছিল না। কুটীর অন্ধকারময়।

ইতঃপূর্ব্বেই বন্ধুচন্দ্র ফরিদপুরের মোহন্তগণের উদ্ধারসাধন ও আশ্রয়-বিধান করেন। অপূর্ব্ব ঐশীশক্তিতে ইহাদের উচ্ছৃঙ্খল কদাচারাদির শোধন করেন। মৃদঙ্গবাদন ও হরিনাম-সংকীর্ত্তন-কীর্ত্তনে, ঐ ভক্তগণের অনেককেই উত্তম অধিকারী করেন। তিনি হরিনামে মান-অভিমান-জাতিবর্ণ-হিংসাদি নষ্ট করাইয়া আম্লেচ্ছচণ্ডালবিপ্র—সকলের একত্র সম্মিলনের এই মহান্ শিক্ষা ও আদর্শ রক্ষা করেন। সর্দ্দার রজনী বাগ্দীকে হরিদাস পাশা ('মোহন্ত') নামে অভিহিত করেন এবং তদনুসারে ঐ দলের নাম 'মোহন্ত-সম্প্রদায়' হয়। তিনি নিজে কীর্ত্তনকালে খোল বাজাইয়া ও সময় সময় মোহন্ত-পাড়ায় গমন করিয়া, ইহাদিগকে পরম উৎসাহিত করিতেন। এই মোহন্তগণের সম্পর্কে যশোর প্রভৃতি স্থানে অবস্থিত বুনাগণের অনেকে ক্রমশঃ প্রভুর ভক্ত হন। কলিকাতা চাষাধোপাপাড়ার ও রামবাগানের ভক্তদিগকেও তিনি এইরূপে স্বীয় দিব্যশক্তিতে পরিবর্ত্তিত করিয়া উত্তম খোলবাদন ও হরিনাম-কীর্ত্তনাদিতে অধিকারী করেন। দয়াল তিনকড়ি, হিত হরিদাস ডোম প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ভক্তস্থানীয়। প্রভুর করুণা এইরূপে জগৎ-ব্যাপিনী।

প্রতাপ চন্দ্র ভৌমিক; রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (চিরকুমার); অতুলচন্দ্র চম্পটী (বি, এ, কলিকাতা); নবদ্বীপদাস (নাউডুবি); জয় নিতাই

(দেবেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী বি. এ,); শ্যামানন্দ বাবাজী); ঈশ্বরমাষ্টার, নিবারণ সাধু, হরিচরণ আচার্য্য, অশ্বিনীদত্ত, নিতাই কবিরাজ, কেশব দে (ব্রাহ্মণকান্দা); প্রেমানন্দ ভারতী (প্রচারক); ডাঃ দয়াল চন্দ্র ঘোষ (এল্, এম্, এস্; চন্দননগর), পুলিন বসু, বিপিন বসু (কলিকাতা), কমল জহুরী (চাষাধোপাপাড়া); ডিপুটী মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, পদরত্ন মহাশয়, শিতিকণ্ঠ (নবদ্বীপ); তারক গঙ্গোপাধ্যায় (কোলা, মেদিনীপুর)†, ডাক্তার পূর্ণ ঘোষ, ডাঃ এস্. কে, সরকার (ঢাকা); ডাঃ উষা-রঞ্জন মজুমদার; পাবনা ও বাকৃচর-অধ্যায়ে উল্লিখিত ভক্তগণ; জগচ্চন্দ্র লাহিড়ি, সর্ব্বসুখ সান্যাল (গোয়ারী); পূর্ব্বোক্ত মোহন্ত-ভক্তগণ; রামবাগানের বান্ধবগণ; অভয় শীল, কেদার শীল (আদরের গায়ক 'কাহা' বা কাকা); রামসুন্দর মুদী, রামকুমার মুদী, গৌরকিশোর সাহা, বাক্যচরণ সাহা, প্রসন্ন বন্দোপাধ্যায় (ফরিদপুর); শরৎ রায় (গোয়ালন্দ); ত্যাগী বিপানী, ত্যাগী কৃষ্ণদাস; মাষ্টার বঙ্কুনাগ, মথুর কর্ম্মকার (টেপাখোলা); ছোট জয় নিতাই, গোপীকৃষ্ণদাস প্রভৃতি ভাগ্যবানগণ, কতকজন প্রভুর শেষ মৌনাবলম্বনের বহু বৎসর পূর্ব্বে, কতকজন কতক বৎসর পূর্ব্বে, কতকজন অল্প কিছু পূর্ব্বে প্রভুর ভক্ত হন। তখন হইতে অনেক ভাগ্যবতী নারীও তাঁহার ভুবনমঙ্গল মহানামগ্রহণে ও শ্রীমূর্ত্তি-পূজায় ধন্যা হইতে থাকেন। সাল ১৩০৩।৪ সন হইতে ফরিদপুরে ছাত্র বালক-ভক্তগণের অপূর্ব্ব সম্মিলন হয়। পরস্পর অচ্ছেদ্য অকৃত্রিম-সৌহার্দ্দে আবদ্ধ বালকভক্ত সুরেশ, দেবেন, সুরেন, অক্ষয়, বিধু, নকুল, উপেন

† উক্ত গাঙ্গুলী-মহাশয় পরিচয়, প্রমাণ পাইয়াও প্রথমে পদে পদে প্রভুর সত্যবস্তুত্ব ও অন্তর্যামিত্ব পরীক্ষা করিতেন। গুরু-বন্ধু তাহাকে লিখেন— "তুমি পরীক্ষা করিও না, কারণ পরীক্ষা মৃত্যু ঘটায়। পরীক্ষায় আত্মা পচিয়া যায়। আত্মা পচাই শবত্ব।" (১)

প্রভৃতি গুরুবন্ধুর প্রিয় 'পদাতিক সৈন্য'। গুরুবন্ধুর কৃপায় ও শিক্ষায় বৈরাগ্য, ব্রহ্মচর্য্য, অধ্যয়ন, বিদ্যোন্নতি, হরিনাম-নিষ্ঠা-টহলাদি দ্বারা তাহারা তাহাদের উচ্ছৃঙ্খল অসংযত জীবনকে শান্তি-আনন্দময় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহাদিগের পরম-বান্ধব ও পরিচালক রমেশবাবু অনেক পূর্ব্বেই প্রভুর শরণ লইয়াছিলেন।

প্রভুবন্ধু সময় সময় প্রিয় বালকভক্তগণকে কঠিন কাজের চাপ্ দিতেন ও দ্রব্যাদি আনিতে বলিতেন।

"আমি পূর্ণ, পূর্ণ মাত্রায় কাজের চাপ্ দেবো। তোরা যা পারিস্, তা করিস্; না পারিস্ আমায় বলিস্।"

'তোমাদের মঙ্গলের জন্যই ব'লে থাকি।'

"আমি যা চাই তা এ'কালে দিও, আমি যা চাই তা' দ্বিকালে দিও, আমি যা চাই তা' ত্রিকালে দিও। না দিতে পারলেও দুঃখ ক'রো না; ..." ইত্যাদি সরল সত্য বাক্য দ্বারা বালকদের চিন্তা দূর করিতেন। সময়ে কিছুদিন, প্রভুর জন্য বালকগণ প্রদত্ত গব্যঘৃত-মিশ্রিত সিদ্ধপক্ক আতপান্ন বা মালসাভোগ দ্বারা বন্ধুর মধুর স্মরণীয় সেবা হইয়াছিল।

গুরুবন্ধুর বিভিন্ন ভক্তগণ তাঁহার নিত্য সত্য অটল ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে, উত্তরজীবনে মাষ্টার, অধ্যাপক, উকীল, মুন্সেফ্, ডিপুটী, বিচারক, চিকিৎসক, ত্যাগী, চিরকুমার, দোকানদার, ব্যবসায়ী ইত্যাদি বিভিন্ন রূপে থাকিয়া কালযাপন করিয়াছেন ও করিতেছেন। কতকজনের আবার তাঁহার অমোঘ বাক্যানুসারে ও নির্দ্দেশিত কালে মৃত্যু ও পতন ঘটিয়াছে। মৃত্যুর পূর্ব্বে হরিনামাশ্রয়ে সাবধানে থাকিতে তিনি উপদেশ দিতেন। হরিনাম দ্বারা অনেককে নিয়তির হাত হইতে রক্ষা করিতেন।

বাকচর, ফরিদপুর (শ্রীঅঙ্গন) প্রভৃতি স্থানে অবস্থানকালে প্রভুবন্ধু সময় সময় অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অশ্রুতপূর্ব্ব দান ও বিতরণ করিতেন। সকলকে হরিনাম করিতে বলিতেন, আর তিনি নিজের পরিধেয় বস্ত্রখানি

পর্য্যন্ত, শ্রীমন্দিরের যথাসর্ব্বস্ব হরিলুট' দিয়া আনন্দে করতালী ধ্বনি করিতেন। হরির হাতে হরিলুট পাইতে ভক্ত অভক্ত সকলেই আসিত। ভক্তগণকে সাময়িক দানাদিও করিতেন। ঝুড়ি ঝুড়ি আম, লিচু, বেদানা প্রভৃতি ফল; হাঁড়ি সরা ভরা সন্দেশ, রসগোল্লা, মিঠাই মোণ্ডা; ছাতু, কলা, ক্ষীর, দধি; আংটী, ঘড়ি, কাগজ, গ্রন্থরাশি, টাকা, পয়সা, নোট; পঞ্চাশ, আশী, শত, দু'শত ইত্যাদিক্রমে টাকা বা নোট; নানাজনে অর্দ্ধমণ, একমণ, দেড়মণ পরিমাণ করতাল ও বহু বহু সংখ্যক খোল মৃদঙ্গ; অসংখ্য নামাবলী, তুলসীমালা; নানা পোষাক-পরিচ্ছদ; সেমিজ্, শাড়ী, বালাপোষ, খেল্না, শাল, আলোয়ান, বস্ত্র ইত্যাদি যথাসর্ব্বস্ব বিতরণ ও দান করিতেন। বলা বাহুল্য, ভক্তগণ স্ব স্ব ভাব-অনুসারে প্রভুর জন্য ছেলেদের, মেয়েদের ও পুরুষদের উপযোগী সব রকম পোষাক পরিচ্ছদ ও খেল্না দ্রব্যাদি কিনিয়া দিতেন। সমস্ত হরিলুট দিয়া বন্ধু কখন কখন শ্রীমন্দির-মধ্যে মাত্র ছেঁড়া তেনা (ত্যানা: বস্ত্রখণ্ড) পরিয়া থাকিতেন। আর যখন দিগম্বর থাকিতেন, তখন তিনি জগদম্বর।

প্রভুর জীবনে বহু অনশন উপবাস; চট্ কি ছোণ-খড়ে শয়ন, পানের বরজে পাঠখড়ি শয্যায় শয়ন; দিবাভাগে লুক্কায়িত থাকা; রাত্রে বাহির হইলে একটীমাত্র নয়ন ব্যতীত সর্ব্বাঙ্গ আবৃত রাখা, লোক-সংস্পর্শে সতর্কতা; স্বপাক হবিষ্যান্নগ্রহণ, স্বহস্তে স্বীয় মস্তকমুণ্ডন; ত্রিস্নান, পঞ্চস্নান; সারানিশা ভ্রমণ; সারানিশা একক, কখনও বা ভক্তগণ সহ দেবমন্দির, শ্মশান, মাঠ, ঘাট, নদীতীর বা পদ্মায় অবস্থান; সারানিশা তত্ত্বকথা ও উপদেশদান; সারানিশা চির-অনিদ্রা; সারানিশা স্বেচ্ছায় আসনস্থ-উপবেশন; সারানিশা বাপী কি নদীতে ভাসিয়া বেড়ান; সারানিশা শীতে অনাবৃত স্থানে অবস্থান ইত্যাদি অনেক দুঃসাধ্য কঠোরতা গিয়াছে। তিনি স্বেচ্ছায় এরূপ করিতেন। তাঁহার সম্মুখে অপর কেহ আদর্শ বা উপদেষ্টা ছিল না।

শেষ মৌনের পূর্ব্বেও সময় সময় মৌনী হইতেন। পশ্চিম দেশে 'মৌনীবাবা' নামে তাঁ'র প্রসিদ্ধি হয়। যখন যে যে দেশে যাইতেন, তৎতদ্দেশবাসিগণ তাঁহাকে তাদের স্বদেশী মনে করিত। ঘটনাও ঘটিত। তিনি নানাদেশীয় ভাষা যথাযথ অনুকরণ করিয়া বলিতেন। আর একটী অত্যাশ্চর্য্য কথা,—সকল ভক্তই অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিতেন ও করিয়া থাকেন যে, প্রভুবন্ধু আমাকেই সব চেয়ে বেশী ভালবাসেন। তিনি জগতের বন্ধু জগজ্জীবন। তাঁহার পক্ষে সকলকেই সমান বা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দয়া-স্নেহ করা নিত্য সম্ভব।

বাকৃচর-ভক্তগণ, মোহন্ত-ভক্তগণ প্রভৃতি সময় সময় সংকীর্ত্তন বা হরিনামের সহিত প্রভুবন্ধুকে কোপর, কওর কি কাঠের বাক্সে উঠাইয়া, কাঁধে করিয়া আনন্দে পরিভ্রমণ করিতেন। বন্ধু কখন কখন ভক্তদ্বারা 'হরিবোল্' প্রচারার্থ ও পথের জনতা দূরীকরণার্থ শবের অভিনয়ে গমনাগমন করিতেন। ভক্তস্কন্ধে তাঁহার ভারীত্ব কখন কখন তুলার মত হাল্কা বোধ হইত। কখন কখন এত ভারী হইতেন যে, বহুজনেও একত্রে তাঁর ভার সহ্য করিতে অসমর্থ হইতেন এবং তাঁহাকে নামাইয়া রাখিতে বাধ্য হইতেন।

বন্ধুহার রোগ-প্রতিকার ও অন্যান্য ঐশ্বর্য্যবিভূতিকে পুনঃ পুনঃ অতি তুচ্ছ, বুজ্রুক, ফাঁক ইন্দ্রজাল বলিয়াছেন। তথাপি অবস্থা-বিশেষে, আধার-ভেদে সময় সময় অনেক অল্প অসাধারণ ও অতি-সাধারণ ঘটনা ও কার্য্যপরম্পরা প্রকাশ করিয়াছেন। আসনস্থভাবে শূন্যে উঠা, তুলসীবৃক্ষের ছায়া তাঁহার চরণে পুনঃ পুনঃ পড়া, তাঁহার অঙ্গজ্যোতিঃ নীলবর্ণ হইয়া সূর্য্যরশ্মি সহ মিলিত হওয়া; সন্তরণ ও যাননৌকা ব্যতীতও অনার্দ্র কর্দ্দমশূন্য অবস্থায় অলক্ষ্যে ক্ষণমধ্যে নদী-খাল-বিল পার হওয়া; এককালেই আঠাশটি ত্রিশটি ডাবজল পান করা; দু'ডজন তিন ডজন লিমোনেড্, জিঞ্জারেড্, রোজেড্ ইত্যাদির জল উদরস্থ করা; এক সের

দেড় সের কটু ঘৃত সেবন করা ; দেড়সের দুই সের তিক্ত ভোজন করা ; ঐরূপ এককালে একসরা লক্ষ্মীবিলাস-বটী ভক্ষণ করা ; একস্থানেই বসিয়া বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ভক্তগণকৃত তৎকালীন কার্য্য-কর্ম্ম-ব্যবহারাদি যথাযথ বলিয়া দেওয়া ; কাহাকেও কাহাকেও গর্হিতকার্য্য হইতে রক্ষার জন্য তখনই ভক্তদ্বারা ধরিয়া আনান ; সময় সময় দুই দিবস, তিন দিবস, দ্বাদশ দিবস ইত্যাদি করিয়া অনশন উপবাসে থাকা ; মস্তকে সুদীর্ঘ কেশরাশির মধ্যে সর্পের অবস্থানেও নিশ্চিন্ত থাকা ; বাহির হইতে তালা দ্বারা আবদ্ধ সুদৃঢ় ইষ্টক-প্রকোষ্ঠাদি হইতে স্বেচ্ছায় অনায়াসে চলিয়া যাওয়া ; পদ্মায় স্রোতের বিপরীত দিকে আসনস্থভাবে ও কখনও সন্তরণযোগে দ্রুত ভাসিয়া যাওয়া ; জলমধ্যে লুক্কায়িত থাকা ; জলমধ্যে শরীর হইতে বৈদ্যুতিক আলোক-প্রকাশ ; মদনদিয়াতে কুম্ভীরপৃষ্ঠে নদীপার হওয়া ; সামান্য চটা সাহায্যে দূরবর্ত্তী স্থান হইতে ক্ষণমধ্যে যথাস্থানে নৌকা আনয়ন করা, নির্দ্দিষ্ট আবশ্যক স্থলে বৃষ্টি নিবারণ করা ; এক জ্যোৎস্নারাত্রে বদরপুর পানের বরজে পাঠখড়িশয্যায় শয়নে ভীষণ আশীবিষ-সর্প দ্বারা নাসিকা-দেশে দংশিত হওয়া ; ভগ্নকাচে বিদ্ধ আহত হইয়া অপর্য্যাপ্ত রক্তপাতেও অশঙ্কিত থাকা, পুনঃ পুনঃ বিষভক্ষণেও অটল থাকা ; দিব্যদেহে নানাস্থানে দর্শনদান ও উপদেশ দান ; অমাবস্যা-রাত্রে জ্যোৎস্না ও পূর্ণিমা প্রদর্শন, তাঁহার শ্রীঅঙ্গ হইতে বিভিন্ন সময় জীবের দুঃসহ অপূর্ব্ব জ্যোতিঃর বিকাশ, তাঁ'র পাদপদ্মস্পর্শে সময় সময় মৃত্তিকা হইতে বিদ্যুৎবৎ আলোক-প্রকাশ ; তাঁহার নিকট দিব্যদেহ বা আলোক-দেহের গমনাগমন ; অশরীরী শব্দ, নেপথ্যে খোলবাদন ; কালপুরুষ ও অপার্থিব নেংটার অদ্ভুত ব্যাপার ও কার্য্য ; একই সময়ে বিভিন্নস্থানে প্রভুর উপস্থিতি বা প্রকাশ ; স্বেচ্ছায় যখন তখন ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান ত্রিকালের কথা যথাযথ প্রকাশ করা ; নিকটে আসিবামাত্র মনের গোপন কথা বলিয়া দেওয়া ; শ্রীমন্দির-

অভ্যন্তরে (অন্তরালে থাকিয়াও) বাহিরে অবস্থিত লেখকভক্তের 'ী' 'ি' 'আ'কার ইত্যাদি ভ্রম তখনই বলিয়া সংশোধন করা; পদে পদে সর্ব্বান্তর্যামিত্ব দ্বারা ভক্তগণকে কুচিন্তাকুকার্য্য-করণোদ্যমে সদা শঙ্কিত রাখা; মৃত্যু, বিবাহ, জন্ম প্রভৃতির ঠিক্ ঠিক্ দিন তারিখ বলিয়া দেওয়া; হরিনাম দ্বারা কাহাকেও কাহাকেও মৃত্যু নিয়তির হাত হইতে রক্ষা করা; ভাবী বিপদের পূর্ব্বেই দূরদেশ হইতে পত্র লিখিয়া সতর্ক ও রক্ষা করা, ইচ্ছাকৃত ব্যাধিচ্ছলে মাঝে মাঝে নিজের নাড়ী ও বক্ষঃস্থলের স্পন্দন সম্পূর্ণ বন্ধ করা এবং তথা কবিরাজ-চিকিৎসকগণকে অনেকবার দর্শন-স্পর্শনদানে কৃতার্থ করা; বহুবার তাঁহার সাক্ষাতে ও আদেশে নির্দ্দিষ্ট নির্দ্দিষ্ট বৃক্ষ-বেষ্টনে ভক্তগণ কর্ত্তৃক হরিনাম সংকীর্ত্তন, তৎফলে বিনা মেঘ-বৃষ্টিতে বৃক্ষশাখাদির তুমুল আন্দোলন, ঝর্ ঝর্ বারিবর্ষণ, মড়্ মড়্ শব্দ ও তথা এইরূপে বহুতাপক্লিষ্ট আত্মার উদ্ধার সাধন; বৃন্দাবনে গজেন্দ্রমোক্ষণ-অভিনয়-দর্শনে অদ্ভুত ভাববিকার, শবদশা ও অদ্ভুত পরিবর্ত্তিত আকৃতিধারণ; কলিকাতায় শেষরাত্রে গঙ্গাস্নান-গমন-পথে ডুলি-পাল্কীমধ্যে পুলিস্ প্রভুকে দেখিতে যাইলে হঠাৎ শিবিকা-মধ্যেই অদৃশ্য হওয়া, পরে শিবিকা-মধ্যেই পুনঃ তাঁর প্রকাশ হওয়া; স্বপ্নে (খোয়াবে) দর্শন দিয়া কথা বলিয়া, অন্য সময় নিজেই ঐ কথা জিজ্ঞাসা করা; মধ্যরাত্রে বিহঙ্গকাকুলা-কূজিত অরুণোষাযুক্ত প্রভাত-প্রদর্শন ও পরক্ষণেই উহা মধ্যরাত্রে পরিবর্ত্তন; সংকীর্ত্তন-কীর্ত্তন-মধ্যে স্বয়ং যুগল রাধাকৃষ্ণ-মূর্ত্তিতে প্রকাশ হওয়া; কখন কখন ঐরূপ গৌরাঙ্গ-লীলাস্বরূপে অবস্থান ও দর্শনদান; সংকীর্ত্তনে অদৃশ্য থাকিয়াও দিব্য গাত্রগন্ধে ভক্তগণকে আহ্লাদিত ও আনন্দিত করা ইত্যাদি অসংখ্য সত্য সাক্ষাৎ ঘটনা, লীলা ও কার্য্য তাঁহার জীবনে ঘটিয়াছে। তিনি সত্য নিত্য বস্তু। পৃথিবীকে ইন্দ্রজালে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে বলিয়া তিনি হায় হায় করিয়া খেদ প্রকাশ করিয়াছেন। তাই মহা-উদ্ধারণ

বন্ধু হরিনাম ও দিব্য শক্তিতে কুহক-ইন্দ্রজাল মোচন করিয়াছেন ও করিতেছেন।

ব্রাহ্মণকান্দা, বাকচর-আঙ্গিনা ও গোয়ালচামট-অঙ্গনে অবস্থানকালে গুরু-বন্ধু সময় সময় নানাস্থানে পর্য্যটনে যাইতেন। অনেক সময় একক; কখন কখন ভক্তগণ কেহ কেহ তাঁহার আদেশ মত সঙ্গে থাকিতেন। ট্রেণেই হউক, আর ষ্টীমারেই হউক, অধিকাংশ সময় ফাষ্ট ক্লাশে গমনাগমন করিতেন। গদী থাকিলে গদী উল্টাইয়া বসিতেন। তা'ছাড়া নিজের আসন-শয্যা পৃথক্ থাকিত। অন্যস্থানে যাইয়া নবনির্ম্মিত অব্যবহৃত গৃহে কিম্বা নূতন চূণকাম-করা প্রকোষ্ঠে অথবা গোশালায় (গোয়াল ঘরে) অবস্থান করিতেন। নূতন মৃৎপাত্রে কিম্বা যে কোন স্বতন্ত্রস্থানে মলমূত্র ত্যাগ করিতেন; ব্যবহৃত পায়খানায় যাইতেন না। কলের জল ব্যবহার করিতেন না। শৌচকার্য্যও গঙ্গা হ'তে আনীত পৃথক্ জলে সম্পন্ন করিতেন। তিনি অনেকবার কলিকাতা (রামবাগান-হরিসভা, চাষাধোপাপাড়া, ছকুখান্‌সামার লেন, কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাগান, শেঠের বাগান, গৌরলাহা ষ্ট্রীট্......); চন্দননগর; দিল্লী, রাওলপিণ্ডি; কয়েকবার পাবনা; কয়েকবার শ্রীবৃন্দাবন (জ্ঞানগুধরী অযোধ্যাকুঞ্জ, কুসুম সরোবর, কেশীঘাট......); অনেকবার শ্রীনবদ্বীপ (হরিসভা, রাইমাতার বাড়ী....); ডাহাপাড়া; অনেকবার ঢাকা (রামসাহার বাগান, নবাবপুর, মৌলভী বাজার,...); মৈমনসিং; নগরবাড়ী; কালিকাবাড়ী; টেপাখোলা প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়াছেন। বিভিন্ন স্থান হইতে আসিয়া শেষভাগে গোয়ালচামট-শ্রীঅঙ্গনেই প্রধানতঃ অবস্থান করিতেন।

ঢাকা সহরে অনেক সময় তিনি রমেশবাবুর তত্ত্বাবধানে থাকিতেন। অর্থাভাবে প্রভুর ভাল সেবা হইতেছে না ভাবিয়া রমেশবাবুর মনে একবার দুঃখ বোধ হইয়াছিল। তাহাতে প্রভু বলিয়াছিলেন—

"তোদের দুর্দ্দিন ব'লে আসি। আমি যেখানে থাকি, স্বয়ং লক্ষ্মী সেখানে সেবায় থাকেন। আমি আসি ব'লে তোরা দু'টী খেতে পারিস্।" (১)

ঢাকায় ত্রিপুলিন স্বামী ও অন্যান্য বিরুদ্ধবাদিগণ রমেশবাবুকে প্রভু-সম্পর্কে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলে, প্রভুবন্ধু রমেশবাবুর নিকট,—"॥হরি॥ ১। নাম জগদ্বন্ধু। ২। জন্ম-মাহেন্দ্রক্ষণ। ৩। মুর্শীধাভাদ্রাজ। ৪। চারি-হস্ত পুরুষ। মহাউদ্ধারণ। হরিমহাবতারণ। ইতি।"—এই সকল কথা আত্মপরিচয়স্বরূপ লিখিয়া পাঠান। তাঁহার স্বহস্ত-লিখিত পরিচয়ের লিথু ও ব্লক দ্রষ্টব্য।

কলিকাতায় অতুলচন্দ্র চম্পটী ও নবদ্বীপদাস মহাশয়দ্বয় অনেক সময় প্রভুর জন্য নানাপ্রকার দ্রব্য-সংগ্রহকার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। একবার বন্ধুহরি রামবাগান থাকাকালে, চম্পটী মহাশয় দ্বারা আদি ব্রাহ্মসমাজে (মহর্ষি দেবেন্দ্র ঠাকুরের নিকট) বৈষ্ণবধর্ম্ম (গোবিন্দ-তত্ত্ব) প্রচার করাইয়াছিলেন।

১৩০৮ সন, চৈত্র মাসে গোয়ালচামট-শ্রীঅঙ্গনে প্রভুর ভাবান্তর লক্ষিত হয়। ১৩০৮ সন, ২০ চৈত্র, প্রভুর মহাভাবোন্মাদ অবস্থা; সম্পূর্ণ উলঙ্গ; ব্রাহ্মণকান্দার বাড়ীতে আসিলে দিগম্বরী দেবী নববস্ত্র দিলেন। বন্ধুহরি তাহা ফেলিয়া দেন। সর্ব্বজনে প্রশ্ন;—

"বল্ ত আমি শব, না বৈতরণী ?"—

অনেক অপূর্ব্ব কথা। ভৃত্যের গুপ্ত কাহিনী প্রকাশ করেন। তুলাগ্রাম-মুখে দ্রুত গমন। অন্যান্যের অনুসরণ বিফল। পরদিন কর্দ্দমাক্ত কণ্টক-ক্ষত কলেবরে দিগম্বর বন্ধু কেদারকাকার বাটী আসেন। তথা হ'তে গোয়ালচামট শ্রীঅঙ্গনে। কাকা ধুইয়া মুছিয়া দেন। বাদল (রজনীকান্ত) বিশ্বাস মহাশয় পাল্কীযোগে দিগম্বর প্রভুকে বদরপুরে লইয়া যান। ২২ চৈত্র, মহাব্যাধির কথা বলেন;—'মানুষ হরিনাম

করে না' ইত্যাদি খেদ-প্রকাশ। সংবাদ পাইয়া ডাক্তার শ্রীধরবাবুকে লইয়া সুরেশবাবুর আগমন।—বন্ধুমুখে নানা অপূর্ব্ব কথা। ২৩শে চৈত্রও ডাক্তারবাবু ও সুরেশবাবু আসেন। বহুজন-সঙ্ঘ। প্রভুর ভাবোন্মাদ উলঙ্গ অবস্থা। নাড়ী ও বক্ষঃস্থল স্পন্দন-রহিত! মোহন্তভক্তগণও ঐ দিন ছিলেন। শ্রীশ্রীপ্রভুর আত্মপরিচয় লিখন ও কথন। মোহন্তভক্তগণ হরিনাম সহ প্রভুকে কাঁধে লইয়া বেড়ান। মোহন্তভক্ত-আনীত জলপান এবং ঐ ভক্ত ও জলের প্রশংসা করেন। "সহরে বাবুরা Queens' houseএ (কুইন্‌স্‌ হাউসে) যায় ; ওদের গায় গন্ধ ! তাপ—" ইত্যাদি উল্লেখ করেন। 'আমার যাটী সহস্র ব্যাধি' ইত্যাকার অনেক অদ্ভুত কথা বলেন। কতকক্ষণ বদরপুর পথের ধারে অবস্থান। জনতা। সূর্য্যাস্তকালে, পাল্কীযোগে, সহরে কালীবাড়ী রোডে গমন। সুরেশবাবুদের তত্ত্বাবধানে অবস্থান।—

বালকভক্তগণ বন্ধুর সেবাশুশ্রূষা করিয়া ধন্য হন। দিগম্বর প্রভু-দর্শনার্থ এখানে প্রত্যহ দলে দলে, উচ্চ নীচ সকল শ্রেণীর, সম্ভ্রান্ত-অসম্ভ্রান্ত অসংখ্য নরনারীর, বালক-যুবক-বৃদ্ধ,—সকলের, গমনাগমন হইত। ২৪ চৈত্র, নিকটে এক বাড়ীতে কীর্ত্তনে তালভঙ্গ হয় ; ভাবভঙ্গে সমস্তরাত্র প্রভু সংজ্ঞাশূন্য অবস্থায় পড়িয়া থাকেন! নীরব! ভক্ত বালকগণ বিষণ্ণ ; প্রভুকে চৌকী দেন। শেষরাত্রে ৪টার পর "পাপে ঘৃণা হয় না ? হরিনামেও পাপ চিন্তা !"—ইত্যাদি উক্তি বন্ধুমুখে প্রকাশ হয়। বালকগণ তখন প্রভু-রচিত 'জাগ শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয় মাঝারে' ও প্রভাতি গাহিলেন। ২৫শে চৈত্র শ্রীশ্রীপ্রভুর দর্শনমাত্র এক দুষ্ট ফকির কম্পিত-কলেবর হয় ;—হঠাৎ দৌড়াইয়া পলায়। শ্রীশ্রীপ্রভু বালকদিগের নিকট সাতদিন ছিলেন। অন্যান্য অনেকেও আংশিক সেবাকার্য্যে এ'কয়দিন ধন্য হইয়াছিলেন। তিনি এই সাতদিন বহু অপূর্ব্ব অমূল্য মধুর কথা, উপদেশ ও তত্ত্ব বলেন।

২৯শে চৈত্র বৈকালে ;—"আমার শবদেহে জীবনসঞ্চার হ'তেছে।" —ইত্যাদি উক্তি। বস্ত্রচাদর-গ্রহণ। পরিধান। বালকগণকে তুমি স্থানে 'আপনি' সম্বোধন। বাহিরে গমন-আজ্ঞা। তাঁহাকে স্পর্শ করিতে নিষেধ। এদিকে সংবাদ পাইয়া রমেশবাবু আসিয়া উপস্থিত। ৩০শে চৈত্র রমেশবাবু সহ ঢাকা-যাত্রা। ঢাকায় রামসার বাগানে অবস্থিতি। ক্রমে অন্যান্য বন্ধুভক্তগণের আগমন। কয়েকদিনের মধ্যে নবদ্বীপ দাস মহাশয় সহ চলিয়া আসেন। কলিকাতা গমন। চিঠিপত্র, উপদেশ প্রায় বন্ধ। মৌনী। পরে ১৩০৯ সনে আষাঢ়ের মধ্যভাগে, একদিন রাত্রে গড়ের মাঠে মাত্র মিনিট খানেকের জন্য দু'একটি কথা বলেন। তদবধি ১৩২৫ সন, ১৬ই ফাল্গুন পর্য্যন্ত সতর বৎসরকাল সম্পূর্ণ মৌনী। এ' যাত্রা গৌরলাহাষ্ট্রীটের বাসায় সন্ধ্যাকালে মেয়ে-লোকের মত সাজিয়া প্রভুবন্ধু ছাদে উঠিতেন। সন্দিগ্ধ দুষ্ট গুণ্ডারা পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাকে রক্ষিতা সুন্দরী মনে করিয়া রাখিয়াছিল। বন্ধুহরি ঐরূপ সাজিয়া তাহাদের সন্দেহ আরও বৃদ্ধি করিয়া দেন। তৎফলে চম্পটী মহাশয় ও নবদ্বীপ দাস মহাশয়কে যথেষ্ট লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। অধিকন্তু তাহারা রসময় বন্ধুর কীর্ত্তিলীলা দেখিয়া অন্তরে আনন্দপূর্ণও হইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীপ্রভু কলিকাতা হইতে মৌনী হইয়া ফরিদপুর আগমন করেন।

শেষ মৌনের পূর্ব্বে—"তোরা হরিনাম না করলে, আমি ঘরে থেকে থেকে পাষাণ হ'য়ে যাব।"—ইত্যাদি কথা বলিয়াছেন। কখন জানাইয়াছেন যে, তখন তিনি বাহির হইতে পারেন না ; তাঁহার শরীরে বিষ্ণু-লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। সে সকল, জীবে সহ্য করিতে পারিবে না। ব্যাধি দ্বারা সে সব লক্ষণ লোপ করা'য়ে মানুষের মধ্যে মানুষ হইয়া মিশিবেন। তাঁহার সত্যবাক্যানুসারে সময়ে তাঁহার দিব্যমূর্ত্তির চকিত দর্শনেও মানুষের মূর্চ্ছা-দশা ঘটিয়াছে। তিনি ইহাও জানাইয়াছেন যে,

জীবের পাপ তাপ গ্রহণ করিতে .করিতে তাঁহার দেহে ব্যাধির লক্ষণ প্রকাশ পাইবে। এইরূপে এককার্য্যেই প্রভু বহু কার্য্য ও উদ্দেশ্য সাধন করিয়া থাকেন। তাঁহার বাণীসকল বর্ণে বর্ণে সত্য হইয়াছে, হইতেছে এবং অবশিষ্টগুলি অবশ্যই হইবে।

..১৩০৭ সনের কিঞ্চিদধিক মধ্যভাগ (ইং ১৯০০ অব্দ) পর্য্যন্ত প্রভু বন্ধুর সেবায় কেহ নির্দ্দিষ্টভাবে নিযুক্ত ছিলেন না। পূর্ব্বোক্ত ভক্তগণের মধ্যে কেহ কেহ এবং স্থানীয় ভক্তগণ কতকজন অনির্দ্দিষ্টভাবে সেবাকার্য্য চালাইতেন। ইং ১৯০০ অব্দের শেষ হইতে ইং ১৯০২ অব্দের কতকদিন পর্য্যন্ত (সাল ১৩০৭।'৮ সন) কলিকাতার হররায় ও ছোট (গুল্‌ঠি) জয় নিতাই সেবাইত থাকেন। ইঁহারা নিষ্ঠাকঠোরতা-শীল সেবক ছিলেন। পরে কোন ঘটনা ঘটায় গুরুবন্ধু ছোট জয় নিতাইকে 'গৃহে যাও, বিবাহ কর, কলুষ-দেহ ত্যাগ কর, মানস বৈরাগ্য কর। বন্ধু কাকচরিত।..... ' ইত্যাদি কথা লিখিয়া দেন। তাহাতে ঐ একনিষ্ঠ বন্ধুভক্ত শ্রীঅঙ্গন হইতে যাইয়া কেবল 'হা বন্ধু হা বন্ধু!'—করিতেন। তিনি কয়েকমাস মধ্যেই, হা বন্ধু হা বন্ধু বলিয়া:দেহরক্ষা করেন। ইহার পর গোপীকৃষ্ণ দাস (তারকেশ্বর বণিক্ বি, এ,) প্রায় দেড় বৎসরকাল নৈষ্ঠিকভাবে সেবাকার্য্য করেন। শেষে নিজের কোন কোন ত্রুটীতে অনুতপ্ত হইয়া অবসর গ্রহণ করেন। ইতোমধ্যেই শ্রীশ্রীপ্রভুর মহাভাবোন্মাদ অবস্থাদি ঘটিয়া যায়। ইহার পর কৃষ্ণদাস মোহন্ত (১৩১০ সন হইতে ১৩১৭ সন) সাত আট বৎসর সেবাইত ছিলেন। শ্রীঅঙ্গনে ইনিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কাল কঠোরতা সহ্য করিয়া সেবাকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। এই সময় ১৩১০ সনে, মৌনী প্রভু, সেবাইত কৃষ্ণদাস প্রভৃতি সহ মাত্র একবার ফরিদপুর শ্রীঅঙ্গন ছাড়িয়া স্থানান্তরে ভক্তগৃহে গমন করেন। তথা হ'তে পুনরায় গোয়ালচামট শ্রীঅঙ্গনে আসেন। মাঝে ১৩১০ সনের ঐ......দিন ব্যতীত, প্রভুবন্ধু ১৩০৯ সনের বর্ষাঋতুর

মধ্যভাগ হইতে ১৩২৫ সনের ২৫ ফাল্গুন পর্য্যন্ত, ষোল সতর বৎসর, গোয়ালচামট-শ্রীঅঙ্গন ছাড়িয়া, (ঐ দেহ লইয়া) আর কোথাও গমন করেন নাই। অসূর্য্যম্পশ্য-অবস্থায় আবদ্ধ মৌনীপ্রভু ১৩১৪ সন পর্য্যন্ত মাঝে মাঝে আবশ্যক ফর্দ্দ ও উপদেশ লিখিতেন। ১৩১৪ সন হইতে সে সম্পর্কও বন্ধ। দোয়াত কলম দিলে, ফেলিয়া দিতেন। জীবগণের প্রাণোন্মাদকর ও আনন্দবর্দ্ধক বহুদূর বিস্তৃত তাঁহার সুদিব্য শ্রীঅঙ্গ-গন্ধ, বহু মানস প্রশ্নের-উত্তর সমাধক, সুমীমাংসক ও ভক্ত-চিত্তরঞ্জন-স্বরূপ তাঁহার সাময়িক কাসির শব্দ বা গলার সাড়া, তাঁহার লীলামৃত-স্মৃতি, স্মরণ, মনন ও কীর্ত্তন এবং স্বপ্নে বা দিব্য স্বপ্নযোগে তাঁহার দর্শনাদি ব্যতীত, তখন ভক্তগণের প্রভু-সম্পর্কে আর কোনও সাক্ষাৎ অবলম্বন ছিল না। শ্রীঅঙ্গনে, মন্দিরের বাহিরে, ভক্তগণও সাবধানে আকার ইঙ্গিতে কথা কহিতেন। নিঃশব্দ। শ্রীঅঙ্গনে, রমেশবাবুর উদ্যোগে ও নেতৃত্বে ১৩১৪ সনের 'সীতানবমী তিথিতে' প্রভুবন্ধুর আবির্ভাব-(জন্ম)-উৎসব প্রথম আরম্ভ হয়। উৎসবে শৃঙ্খলার সহিত অহোরাত্র কীর্ত্তন, পাঠ, প্রভুর আদেশ-উপদেশ-চর্চ্চা ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা হইত। সর্ব্বে প্রসাদ বিতরিত হইত। মহোৎসব। তদবধি প্রতি বৎসরই জন্মোৎসব হইয়া আসিতেছে। একমাত্র এই হরিনাম-সংকীর্ত্তন ও শ্রীহরি-প্রসঙ্গই সকলের জাতিবর্ণ বিদ্বেষ-অভিমান দূর করিয়া জগদ্বাসীকে এক প্রেম-সূত্রে গ্রন্থন করিতে সমর্থ।

কৃষ্ণদাসজীর পর, (১৩১৭।১৮।১৯ সন) প্রায় আড়াই বৎসর কাল অতুলচন্দ্র চম্পটী মহাশয়ের উপর সেবাভার অর্পিত ছিল। তদীয় পত্নী ক্ষীরোদাদেবী (দেবী দিগম্বরী-তনয়া নিকটবর্ত্তী মাতুলগৃহ হইতে প্রত্যহ আসিয়া মৌনী হইয়া নাকে কাপড় বাঁধিয়া নৈষ্ঠিকভাবে ভোগরান্না করিতেন। কার্য্য সমাপনানন্তর তিনি আবার মামাবাড়ীতে যাইয়া অবস্থান করিতেন। তখন গৌরাঙ্গদাস নামে এক উত্তম খোলবাদক

যুবকভক্ত সহযোগী শ্রীঅঙ্গন-সেবক ছিলেন। বলা বাহুল্য যে আংশিক সেবাকার্য্যে সময়ে সময়ে আরও কেহ কেহ উপস্থিত থাকিয়াছেন বা থাকিতেন।

১৩১৯ সনের কতকদিন পর্য্যন্ত দরজার নিকট ভোগ আনিয়া নিবেদন জানাইলে, প্রভু বন্ধু সর্ব্বাঙ্গ আবৃত অবস্থায় আসিয়া দরজা খুলিয়া লুকাইয়া থাকিতেন। ভোগ-সমেত ভোগপাত্রাদি রাখিয়া আসা হইত। প্রভুর উদ্দেশ্যে তুলসীচন্দনপুষ্প-ধূপাদি দিয়া আসা হইত। দর্শনের সুবিধা ছিল না। তবে পরবর্ত্তীকালে কাহারো কাহারো ভাগ্যে চকিতের মত দর্শন ঘটিয়াছে। ১৩১৯ সনের কিছুদিন পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট সেবাইত ভিন্ন অন্যান্য ভক্তও একান্ত আগ্রহ হইলে ও নিবেদন জানাইলে শ্রীমন্দিরে যাইয়া নিজেদের আনীত ভোগদ্রব্যাদি রাখিয়া আসিতে পারিতেন। প্রভুর জন্য বিভিন্ন স্থান হইতে ভক্তগণ ট্রাঙ্ক, তোয়ালে, বস্ত্র, বালাপোষ, রুমাল, রবারের পাদুকা, ফুল, মালা, তোড়া, ফল, ধূপ, লবাং, চন্দনকাষ্ঠ, সুগন্ধি, গোলাপজল, ল্যাভেণ্ডার প্রভৃতি সময় সময় পাঠাইতেন বা সঙ্গে আনিতেন অথবা আসিয়া কিনিয়া সেবাইতের নিকট দিতেন। ভোগ দিবার সময় ঐ সব রাখিয়া আসা হইত। সন্ধ্যায় বাহিরেই ধূপধূনাদীপ দেওয়া হইত। গবাক্ষ (জানালা)-হীন শ্রীমন্দির-কুটীর সর্ব্বদা অন্ধকারময়। ভিতরে আলো রাখার নিয়ম ছিল না। রাত্রে ভোগের সময় মাত্র অল্পক্ষণের জন্য আলো থাকিত। ভোগ না লইলে ঐ অল্পক্ষণও আলো থাকিত না। ভোগ না লইলে অথবা যথাসময় দরজা না খোলায় প্রস্তুত ভোগ-অন্নাদি ঠাণ্ডা হইয়া যাইলে কোন কোন দিন উপর্য্যুপরি বহুবার ভোগ রান্না করিতে হইত। কোন কোন দিন দরজা আদৌ খুলিতেন না। ভোগ-দ্রব্যে লোকের দৃষ্টিদোষ ও অন্যান্য ক্রটী ঘটিলে তাহা লইতেন না। বিহ্বলতার দরুণও সময় সময় উপবাস যাইত। কিছু মাখিয়া খাইতেন না। পৃথক্ পৃথক্। কতক গ্রহণ করিতেন, কতক স্পর্শ করিতেন,

কতক দ্রব্যের ঘ্রাণ লইতেন, কতক দ্রব্য স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতেন না। রাজভোগ কি লোভনীয় পায়স-পরমান্ন-মিঠাই প্রভৃতি পাতে প্রায় যেমন তেমনি পড়িয়া থাকিত। আহার পরিমাণ অতি সামান্য ;— এক তোলা, দুই তোলা, এক ছটাক, দুই ছটাক, কখন কখন অল্প কিছু বেশী। ক্বচিৎ কখন কিছু ভালভাবে লইতেন। মাঠাঘোল সময় সময় মন্দ লইতেন না। পরে মাত্র একবার ভোগ লইতেন ;— তৎকালে কখন দরজা খুলিবেন, তাও ঠিক ছিল না। পূর্ব্বদিকে চালিতাতলায় শ্রীমন্দির সহ এক টিনের বেড়া-ছাপ্‌রা সংলগ্ন করা হয়। অপর তিন দিকে ছোট ছোট বারান্দা সংযুক্ত করা হইয়াছিল। ছাপ্‌রায় স্নানের কলসী, জল ও মলমূত্রত্যাগের পাত্রাদি রাখা হইত। সময় সময় বিহ্বলভাবে শয্যাতেও মলত্যাগ করিয়াছেন। তিনি শয্যায় মলত্যাগ করিয়াছেন কিনা, তাহা তখন অনুসন্ধান করার সাহস কাহারও ছিল না। প্রভুবন্ধুও নিরুদ্বেগে তন্মধ্যেই পড়িয়া থাকিতেন। ১৩১৯ সনের পর ছাপরায় না আসিয়া শ্রীমন্দির-মধ্যেই মলমূত্র ত্যাগ করিতেন। তথায় ছোট গর্ত্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। সেবাইত সানন্দে ঐ সকল পরিষ্কার করিতেন। কখন কখন মলত্যাগকালে আদৌ প্রস্রাব করিতেন না। কোন কোন ভক্ত তাঁহার গন্ধশূন্য মল ভক্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার শ্রীমলও কত পবিত্র! মৌনী অবস্থায় (সময়ে) তিনি বহুকাল স্নান ও দন্তধাবনাদি বন্ধ রাখিয়াছিলেন।

১৩১৯ সন, ৩রা অগ্রহায়ণ হইতে ৫ই অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত দরজা খুলেন নাই। ৬ই অগ্রহায়ণ অপরাহ্নে দরজা খুলেন। ভোগ রাখিয়া আসিলেও লন নাই ; মাত্র এক আধ তোলা অন্ন পাতে ছড়াইয়া রাখেন, আর সব যথাবৎ ছিল। জলও স্পর্শ করেন নাই। ১৪ অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত দ্বার বন্ধ! দ্বাদশ দিবস সম্পূর্ণ অনাহার। জলবিন্দুও লন নাই। স্থানে স্থানে টেলিগ্রাম, পত্রাদি। ভক্তগণ-সম্মিলন। প্রভু জীবিত কিনা সন্দেহ!

১৫ই অগ্রহায়ণ বেলা ১১টায় ভক্তগণ নিরুপায় হইয়া পূর্ব্বদিকের বেড়ার অংশ খুলিয়া দ্বার উন্মুক্ত করেন। উপস্থিত সর্ব্বজনগণের দর্শন-স্পর্শন-লাভের সৌভাগ্য। তাঁহাকে একবার দর্শন করিলে পুনঃ পুনঃ দর্শন-ইচ্ছা বলবতী হয়! জগৎ-সংসার ভুল হইয়া যায়! চক্ষু ফিরাইতে ইচ্ছা হয় না! একস্থানেই চক্ষু থাকে। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ একযোগে দেখাও ঘটিয়া উঠে না! উপবীতশূন্য, দিগম্বর, অপূর্ব্ব দিব্য জ্যোতির্ম্ময় অপরূপ রূপ! অপূর্ব্ব আকর্ষণ! তাঁহাকে একবার স্পর্শ করিলে পুনঃ পুনঃ স্পর্শ করিবার বাঞ্ছা হয়। তাঁহার কামদর্পহর সর্ব্বদেববাঞ্ছনীয় নবনীত-কোমল শ্রীঅঙ্গ-স্পর্শে ভক্তগণের মানবজন্ম ধন্য ও সার্থক হইয়াছে!

১৫ই তারিখে, দরজা উদ্ঘাটনের পর ভক্তগণের প্রার্থনায় প্রভু কিছু ভোগ লইয়াছিলেন। এই দিন গৌরাঙ্গদাসজি বৃথা অভিযোগ করিয়া সূর্য্যাস্তকালে শ্রীঅঙ্গনে সদল দারোগা পুলিস আনাইয়া এককাণ্ড বাধাইয়া বসিয়াছিলেন। শেষে নিজেই অনুতপ্ত হন।

১৬ই অগ্রহায়ণ হইতে পূর্ব্বদিকের দরজায় বাহির হইতে তালাচাবি লাগানের ব্যবস্থা হয়। তখন হইতে সেবাইত এই দরজা দিয়া শ্রীমন্দিরে যাইয়া নিয়মিতভাবে ইচ্ছামত ভোগদ্রব্যাদি রাখিয়া আসিতে পারিতেন। দক্ষিণ দ্বারটি প্রভুর জন্য স্বতন্ত্র থাকে। প্রভুবন্ধুর সেবাকার্য্যের শৃঙ্খলার জন্য ইহার পর গণ্যমান্য ভদ্রগণ দ্বারা সহরে এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়, এবং তথা পর্য্যবেক্ষণ-কমিটি, শ্রীঅঙ্গন-ট্রাষ্ট কমিটি ও 'ফণ্ড' গঠিত হয়। কিন্তু মতভেদ হওয়ায় এ'সকল বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই।

পূর্ব্বোক্ত সেবাইতগণ স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করিলে, বাদল বিশ্বাসজী ১৩১৯ সন, ১৬ই অগ্রহায়ণ হইতে ১৩২৫ সন, ২০চৈত্র পর্য্যন্ত শ্রীঅঙ্গন সেবাধিকার ও পরিচালনভার প্রাপ্ত হন। তাহার সময় ভূতপূর্ব্ব সেবাইত কৃষ্ণদাসজীও সময় সময় শ্রীঅঙ্গনে থাকিয়া সেবাকার্য্য করিতেন। বিশ্বাস মহাশয়ের সময় মহেন্দ্র (মতিচ্ছন্নজী) কয়েকবৎসর সেবায় নিযুক্ত ছিলেন।

ইনি স্থানান্তরে ভক্ত ও ছাত্রদের সহিত মিশিতেন এবং বন্ধুকথা-চর্চ্চা ও সংকীর্ত্তন-উৎসাহে থাকিতেন। এইজন্য মাঝে মাঝে ইনি শ্রীঅঙ্গনে অনুপস্থিত থাকিতেন। পরে নানাকারণ বশতঃ ১৩২৩ সনে ইনি কুঞ্জ, রোহিনী, বিশ্বম্ভর, যতীন, কৃষ্ণলাল প্রভৃতি ত্যাগীভক্ত সহযোগে মহানাম-সম্প্রদায় গঠন করিয়া দেশে দেশে বন্ধুকথা ও খোলকরতালে প্রভুর নামকীর্ত্তন বা মহানাম-প্রচারে বাহির হন। ক্রমে দল পুষ্ট হয়। রাজবাড়ীর যোগেন্দ্র কবিরাজ মহাশয় গ্রন্থাদি মুদ্রণ, প্রচার ও অন্যান্য সাহায্য দ্বারা মহানাম-সম্প্রদায়ের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও অবলম্বন হন। ইহার তিন চার বৎসর পূর্ব্বেই ইনি প্রভু বন্ধুর শরণ লইয়াছিলেন।

বিশ্বাস মহাশয়ের আমলে প্রসন্ন সাহাজী (মাঝে মাঝে কতককাল); কালোশ্যামদাসজী (কতককাল); শ্যামপদ (পলাজী) (কতককাল); যজ্ঞেশ্বর দাসজী (কতককাল); নিত্যগোপাল সরকারজী (চাকুরী-করা অবস্থায় কতক কাল); বিধু বসুজী (কিছুকাল); ছাত্র হ্যাপা ও রাম (কিছু কিছুকাল) এবং আরও কেহ কেহ সেবাকার্য্যের কোন কোন অংশ করিতেন। বিশ্বাস মহাশয়ের অধিকার-সময়ে সন ১৩১৯।'২০ হইতে আমার ভাগ্যে সময় সময় শ্রীঅঙ্গনে অবস্থান, কীর্ত্তনে যোগদান ও কোন কোন কার্য্যে সাময়িক-অংশগ্রহণ ঘটে। পূর্ব্ব প্রবর্ত্তিত বার্ষিক অষ্টপ্রহর-জন্মোৎসব ইহার সময় বাৎসরিক ছাপ্পান্ন প্রহরব্যাপী কীর্ত্তনোৎসবে পরিণত হয়। কখন বা এতদধিকও হইয়া থাকে। ..... সনে জন্মোৎসব-মধ্যে একদিন অল্পক্ষণের জন্য ঐ কীর্ত্তন-যজ্ঞ ভঙ্গ হইয়া পুনরায় আরম্ভ হয়; তদ্ব্যতীত আর কোনও বৎসর ঐ যজ্ঞ ভঙ্গ হয় নাই। তখন উৎসবের প্রত্যেক দিন ১৫/, ২০/, কি পঁচিশ মণ পরিমাণ চাউল ও পৃথক্ দাইল তরকারী পাক হইয়া সর্ব্বে প্রসাদ বিতরিত হইত। •প্রভুজগদ্বন্ধু-জগন্নাথ-ক্ষেত্র শ্রীঅঙ্গনে চিরকালই সর্ব্বসাধারণকে অবিচারে প্রসাদ বিতরণ করা হইয়া থাকে।

তখন আঙ্গিনায় তুমুল সংকীর্ত্তনানন্দের মধ্যে ভক্তগণের কাহার কাহার ভাব, দশা, মূর্চ্ছা ঘটিত। শ্রোত্রী ভদ্রমহিলাগণেরও কেহ কেহ আবিষ্ট হইয়া নির্লজ্জভাবে চীৎকার পূর্ব্বক প্রভুকে ডাকিতেন ও অশ্রুবর্ষণ করিতেন। অনেক অলৌকিক ব্যাপার ঘটিত।

১৩২০ সন, ৩০ কার্ত্তিক রাত্রে প্রভুর উৎকাসি আরম্ভ। পরবর্ত্তী দুই দিবস, ১লা, ২রা অগ্রহায়ণ ভোগবন্ধ। ভয়ানক উৎকাসি ও মাঝে মাঝে বমন। এই ব্যাধিচ্ছলে বহু ডাক্তার কবিরাজ, অন্যান্য ভক্ত ও সর্ব্বসাধারণ প্রভুর দেবদুর্লভ দর্শন-স্পর্শন প্রাপ্ত হন। নাড়ী ও বক্ষঃস্থলের স্পন্দন সময় সময় সম্পূর্ণ রহিত। ঔষধ খান নাই। ৩রা অগ্রহায়ণ স্বেচ্ছায় সুস্থ,—ব্যাধির কোনও লক্ষণ নাই।

১৩২০ সন, ২৬ মাঘ, শুক্লা ত্রয়োদশী, রবিবার, 'কাহা' দ্বারা প্রভুর ক্ষৌরকার্য্য করান হয়। বহিরঙ্গনে চার পাঁচ মিনিটের জন্য পদার্পণ করেন। পার্শ্বে, ঊর্দ্ধে সানন্দ উদাস দৃষ্টি ;—উপবীতশূন্য, সম্পূর্ণ উলঙ্গ ; পায়ে রবারের পাদুকা। উপস্থিত দর্শকগণের প্রাণে আনন্দ-বিদ্যুৎ-লহরী খেলিয়া যায়। ২৭শে মাঘও ঐরূপ দর্শন দেন। তৎপরদিন, মাঘী-পূর্ণিমায় ছাপ্‌রা পর্য্যন্ত আসিয়া দর্শন দেন। দর্শনানন্দে সেটেল্‌মেণ্ট আফিসারগণ সহ ভক্তগণ একত্রে অষ্টপ্রহর কীর্ত্তন-মহোৎসব সম্পন্ন করেন। তদবধি প্রতি মাঘী-উৎসবে চব্বিশপ্রহর কীর্ত্তন-মহোৎসব হইয়া থাকে। কখন বা অধিকও হয়।

প্রভুবন্ধু দ্বাদশ বর্ষের ঊর্দ্ধকাল এক শয্যায় ছিলেন। মলমূত্রের মধ্যেও নিরুদ্বেগে শয়ন করিয়া থাকিতেন। বার বৎসর পর বিশ্বাস মহাশয় বহু নিবেদন জানাইয়া ঐ শয্যা পরিবর্ত্তনে সাহসী হন। প্রভুর প্রসাদী দ্রব্যাদি তখন বহু ভক্ত-গৃহে নীত ও রক্ষিত হইয়াছিল।

১৩২২ সন, ফাল্গুন ও চৈত্রমাস ; প্রত্যহ পায় দুই সহস্র লোক কিছুক্ষণ করিয়া প্রভুর দর্শন পাইতেন। দর্শনে হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-

ব্রাহ্ম-খৃষ্টান বিচার ছিল না। সর্ব্বজাতি, বালক-বৃদ্ধ-যুবা, সম্ভ্রান্ত-অসম্ভ্রান্ত নরনারী, সবাই দর্শনে আসিতেন। প্রভুবন্ধু তখন স্নানের পূর্ব্বে কি পরে কিম্বা অন্য সময় রবারের পাদুকা পরিয়া উলঙ্গভাবে উর্দ্ধবাহু হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন; কখন কখন তাঁহাকে শয়ন ও উপবেশন-অবস্থায় দর্শন পাওয়া যাইত। যখন যেরূপ থাকিতেন, সেইরূপে—কখন পশ্চাদ্‌ভাগ, কখন সম্মুখভাগ, কখন পার্শ্বদেশ, কখন বা শ্রীঅঙ্গের কিয়দংশমাত্র দর্শন-প্রাপ্তি ঘটিত।

উপবীতশূন্য, মধুর দিগম্বর মূর্ত্তি। শিশ্নটি অতিশয় ক্ষুদ্র, সময় সময় কোষমধ্যে মিশিয়া যাওয়ায় অদৃশ্যবৎ দেখা যাইত। দিব্যতেজঃপুঞ্জ, সুবিমল মসৃণ কামদমন সোনার তনু। গাত্রবর্ণে সময় সময় শ্বেত, পীত, বা রক্তিমাভা ইত্যাদি তারতম্য দৃষ্ট হইত। তখন শ্রীদেহ কিঞ্চিৎ স্থূল; সুবিশাল উন্নত বক্ষঃ। অপরূপ লাবণ্যময় মস্তকে ছোট ছোট কৃষ্ণ কেশরাশি। শ্মশ্রুগুম্ফশূন্য। বদন মধুর। ঢল ঢল ছল ছল কারুণ্যময় মধুর অক্ষি। অপ্রাকৃত সুলক্ষণযুক্ত। সর্ব্ব-অঙ্গ-সুগঠিত। ১৩২৩ সনের বৈশাখ হইতে ঐ ধারাবাহিক দর্শন বন্ধ হয়। তবে কাহার কাহার ভাগ্যে কদাচিৎ দর্শন ঘটিত। শ্রীশ্রীপ্রভুর বাস-মন্দির জীর্ণ হইয়া যাওয়ায়, ইতোমধ্যে (১৩২২।'২৩ সনের মধ্যে) ঐ আদিমন্দিরের পূর্ব্বদিকে, উপরে উত্তম পাটীখড়ের চালাবিশিষ্ট, অধিক গবাক্ষদ্বারসংযুক্ত বৃহৎ ইষ্টক-গৃহ নির্ম্মিত হয়। কিন্তু তিনি নবনির্ম্মিত মন্দিরে থাকিতে ইচ্ছা করিতেন না। লোকের অলক্ষ্যে প্রভুর তথায় গতায়াতের সুবিধার জন্য আদি মন্দিরের পূর্ব্বদ্বার হইতে নবমন্দিরের পশ্চিমদ্বার পর্য্যন্ত উভয় পার্শ্বে টিনের বেড়া দেওয়া হইয়াছিল। ভক্তগণের বাঞ্ছাপূরণার্থ কৃপাময় বন্ধু সময় সময় নবমন্দিরে গমন ও অল্পক্ষণ করিয়া অবস্থান করিতেন।

১৩২৩ সন, জন্মোৎসবে, ২৮শে বৈশাখ, বহু ভক্ত-সম্মিলন। দর্শন-প্রার্থনায় আকুল ক্রন্দনাদি। বেলা প্রায় দশটায় উত্তেজনাবৃদ্ধি; আদি

মন্দিরের বেড়ার কিয়দংশ ভগ্ন করিয়া দ্বার-উন্মোচন।—বার চৌদ্দজন অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া প্রভুর শ্রীঅঙ্গের উপর পতিত হয়। হা প্রভু দয়া কর—ইত্যাদি কলরব। প্রভু ঘর্ম্মাক্ত, পাশ ফিরিতেও অসমর্থ; তথাপি সহাস্যবদন। চেষ্টায় জনতাদূরীকরণ। প্রভুর মধুর অঙ্গুলী-সঙ্কেত অনুসারে তখনই ভগ্নস্থান মেরামত হয়। ১৩২৩ সনে অগ্রহায়ণ শুক্লা দ্বিতীয়াতে মহানাম-সম্প্রদায়ের প্রথম শ্রীঅঙ্গন-অষ্টপ্রহর-কীর্ত্তন হয়। সর্ব্বে প্রসাদ বিতরণ। যথাসময়ে মাঘী-উৎসবও সম্পন্ন হয়।

এদিকে নানাত্রুটীবশতঃ প্রভু সময় সময় ভোগ গ্রহণ বন্ধ করিতে লাগিলেন। শ্রীমন্দিরে ভোগের থালা রাখা বা আনয়নকালে সেবাইতকে সময় সময় তাড়া করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন সেবাকার্য্যবশতঃও মন্দিরে প্রবেশ করিতে হইলে সেবাইতগণ ভয়ে কম্পিত-কলেবর হইতেন। ১৩২৪ সনের জন্মোৎসবে ১৮ই বৈশাখ, বন্ধুহরি ঐরূপ তাড়া করিয়া রঞ্জন-খঞ্জন-গমনে আদি মন্দির হইতে নূতন মন্দিরের দক্ষিণ সিড়ি পর্য্যন্ত আগমন করেন। পাদপদ্মযুগলে রবারের পাদুকা, দিগম্বর, হাতে যষ্টি বা দণ্ড (হুড়কা)। সংকীর্ত্তনের বহুজনতা হইতে তিন জন সাহস করিয়া শ্রীশ্রীচরণ স্পর্শ করিলে, ঐ দণ্ড দ্বারা ঐ তিনজনকে স্পর্শ বা আঘাত করেন। ঐ দণ্ড-প্রাপ্তগণ পরম ভাগ্য জানিয়া আনন্দে অধীর হইয়া হরিনাম করিতে থাকেন। দণ্ডধর প্রভু চার পাঁচ মিনিটকাল দণ্ডায়মান ছিলেন। তখন আরও অনেকে দুর্লভ ও সৌভাগ্য-সূচক দণ্ডপ্রাপ্তির আশায় নিকটে ছুটিয়া আসে। কিন্তু তিনি গম্ভীরভাবে থাকিয়া শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করেন। এদিকে ঘন ঘন হরিধ্বনি ও উলুধ্বনি হইতে থাকে। তুমুল সংকীর্ত্তন। এ'বৎসর বড়দিনে পৌষমাসে শ্রীঅঙ্গনে মহানাম-সম্প্রদায়ের ষোলপ্রহর কীর্ত্তন-মহোৎসব হয়। জলকেলি কাদামাটীর দিন, রাত্রে বহু চেষ্টার পর উপস্থিতগণ একবার শ্রীঅঙ্গের

কিয়দংশ দর্শন পান। অন্যান্য বছরের মত এবারও মাঘী-উৎসব যথাযথ সম্পন্ন হয় শ্রীঅঙ্গনে এই সকল বাৎসরিক উৎসব ব্যতীতও কখন কখন সাময়িক মহোৎসব, অষ্টপ্রহরাদিও হইয়া থাকে।

১৩২৫ সন, ১৯ পৌষ রাত্রে ভোগগ্রহণ-সময়ে প্রভু বন্ধু বিহ্বলভাবে ভূমিতলে পড়িয়া যান। পূর্ব্ববাক্যানুসারে জড়বৎ, অচল, অবশ! তাঁহার নিকটে যাইয়া সেবাকরণে তাপিত জীবগণের এই সুযোগ! ভোগ বন্ধ। পরদিন নানাস্থানে সংবাদ-প্রেরণ। ডাক্তার কবিরাজ ও অন্যান্য ভক্ত-সম্মিলন। দক্ষিণাংশে পক্ষাঘাত বলিয়া অনেকের ধারণা! চার পাঁচ মাসের মধ্যে প্রভুর উত্থান-শক্তি সম্বন্ধে ডাক্তারের নৈরাশ্য। এদিকে মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী হইতে মাসাধিক কাল অবিরাম কীর্ত্তন-যজ্ঞ চলিতে থাকে। মহানাম-সম্প্রদায় কীর্ত্তনের ভার লন। প্রভুকে কলিকাতা লইবার জন্য ৪ঠা ফাল্গুন, কলিকাতা হইতে First class invalid car (ইন্‌ভ্যালিড্ কার) আনীত হয়। মতভেদে প্রভুকে লওয়া বন্ধ হয়। এ' সময় (কিছু পূর্ব্বে) প্রভুকে ধরাধরি করিয়া ইষ্টক-মন্দিরে আনিয়া রাখা হইয়াছিল। এ' পর্য্যন্ত ভোগে আঙ্গুর রস, বেদানারস ইত্যাদি একটু একটু মুখে দেওয়া হইত। সর্ব্বদা শয়নে। ৫ই ফাল্গুন, প্রভু, ভক্তস্কন্ধে ভর দিয়া হাঁটিয়া দক্ষিণ সিড়ির নীচে আসেন। চেয়ারে বসান হয়। প্রশ্নে মস্তক-সঞ্চালনরূপ সম্মতি পাইয়া প্রভুকে সুকণ্ঠগায়ক ভক্ত কেদারশাল-গৃহে,—তামাকের তীব্রগন্ধপূর্ণ টিনের ছাপ্‌রায় লওয়া হয়। সামান্য ময়লা শয্যায় স্বচ্ছন্দে অবস্থান। কীর্ত্তনের দল সঙ্গে সঙ্গে; অহর্নিশি মহানাম। ৬ই ফাল্গুন শ্রীঅঙ্গনে। ক্রমে ইজিচেয়ার-দোলায় প্রভুকে লইয়া টেপাখোলামুখে যাত্রা। দর্শনের জন্য সহর গ্রাম ভাঙ্গিয়া দলে দলে নরনারী, কুলবধূ পর্য্যন্ত—বাহির হন। হিন্দু-মুসলমান-ব্রাহ্ম-খৃষ্টান সকলে। পথ পরিপূর্ণ। সঙ্গে সর্ব্বদা খোলকরতালে কীর্ত্তন হইতেছে। টেপাখোলায় সরকার নিত্যগোপাল-গৃহে দু'দিন।

তথা হ'তে প্রাচীন ভক্ত মথুর কর্ম্মকার-ভবনে ৩'দিন। সহরের বাবুরা প্রভুকে সহরে রাখিবার চেষ্টা ও আয়োজন করিয়াছিলেন। ১০ই ফাল্গুন, মোহন্তপাড়া হইয়া প্রভুকে গোয়ালচামট শ্রীঅঙ্গনে আনা হয়। শ্রীঅঙ্গনে আসিয়া অবধি প্রত্যহ দু'বার, তিনবার, কখনও চারবার দোলায় উঠিয়া ভ্রমণে যাইতেন ভ্রমণকালে গোপালবন্ধু সময় সময় পথ নির্দ্দেশার্থ মধুর মস্তক সঞ্চালন ও হস্ত-সঙ্কেত করিতেন। ঐ দৃশ্য সদা ভক্তচিত্ত-নয়নরঞ্জন। সুদীর্ঘ সতর বৎসর মৌনের পর, ১৩২৫ সন, ১৭ই ফাল্গুন অস্ফুটভাবে একটী কথা বলেন।

*১৩২৫ সনে ২০শে চৈত্র বিশ্বাস মহাশয়ের পরলোক-গমনের পর, কৃষ্ণদাস মহারাজ পুনরায় শ্রীঅঙ্গনের মোহন্তরূপে অধিষ্ঠিত থাকেন। তাহার সময় কালো শ্যামদাস, যজ্ঞেশ্বরদাস, শ্যামপদ (ধলা), রাখাল, কালী (ব্রজবন্ধুদাস, কতককাল, পরে পরলোকে); শচীন (সত্যব্রত, সময় সময় অনুপস্থিত), রাম (কতককাল, পরে পরলোকে); হিন্দুস্থানী রাজেশ্বর (কতককাল); জ্ঞানবাবু (কিছুকাল) এবং আরও কেহ কেহ সাময়িকভাবে সেবাকার্য্যাদি করিতেন। মহানাম-সম্প্রদায়ের কতক ভক্ত সময় সময় শ্রীঅঙ্গনে গতায়াত ও অবস্থানাদি করিতেন। গৃহীভক্তগণও অনেকে সময় সময় থাকিতেন। প্রভুবন্ধুর কৃপায় কৃষ্ণদাসজীর সেবাধিকারকালেও, আমার অদৃষ্টে, প্রথমে মাঝে মাঝে কতককাল, পরে স্থায়ীভাবে প্রভুর নিকট থাকা ঘটিয়াছিল।

এ' অবস্থায় প্রভুবন্ধু কখন কখন শয়নে থাকিয়া ও কখন কখন বসিয়া ভোগ লইতেন। শয়ন-অবস্থায় সাধারণতঃ তরল বা মিশ্রিত গোলান-ভোগদ্রব্য মুখে ঢালিয়া দেওয়া হইত। তাঁহার অনিচ্ছা প্রকাশ-সত্ত্বেও খাওয়াইয়া দিলে, সে দ্রব্য পুনবায় ফুচ্ করিয়া ফেলিয়া দিয়া বিছানা ভিজাইতেন। আমাদের আগ্রহাতিশয় দেখিয়া কখন কখন নিজে উহা চাহিয়া লইতেন, ও পরে ঐ ভোগের জিনিষ মুখ হইতে

ফেলিয়া বিছানা ভিজাইতেন। বসিয়া খাওয়াকালে বামহাতে করিয়া লইতেন;—একটু একটু কণা কণা লইয়া জিনিষগুলি পাশে ঢপ্ ঢপ্ টপ্ টপ্ ফেলিতেন। দৃষ্টি অন্যদিকে থাকিত; থালের ভোগ-দ্রব্যে, কি এ জগতের কোন দ্রব্যে তাঁহার লক্ষ্য থাকিত না। অদৃশ্য কাহার কাহার সহিত যেন কথা কহিতেন ও আপন মনে আকার-ইঙ্গিত করিতেন। ভোগগ্রহণের পরিমাণ, অনেক সময় একটি ছোট পাখীর আহার অপেক্ষাও কম দেখা যাইত। কখন কখন কিছু ভালভাবে লইতেন। ভাল গ্রহণ না করিয়াই "আর কি আছে" "আর একটা দেখাও" ইত্যাদি বলিলে ঐ ঐ দ্রব্যই; কখন কখন কিছু নূতন দ্রব্য, ঘুরা'য়ে ফিরা'য়ে বার বার সাম্নে রাখা হইত। উহা হইতে হয় ত আবার লইতেন। একেবারে সরল শিশু! তন্ময়! শয়ন-অবস্থায় মলমূত্র ত্যাগ করিতেন। ঐ সময় গায় মলমূত্র লাগিয়া থাকিলে, মুছানকালে কখন কখন বড় বেগ পাইতে হইত। চরণ ছুড়িতেন, অথবা ধমক দিতেন। শিশু! একটি মাছিকেও যেমন 'জালিয়াৎ' 'বিটী!' 'কাণ ম'লে দেত' ইত্যাদি বলিতেন, আমাদিগকেও তেমনি সমানভাবে 'জেলিয়াৎ' 'জুটীয়াল' 'শালিয়াৎ' 'শালী' 'মাগী' 'বিটী' কখনও 'বেটা' 'ইষিণ্ডির' 'পিসিণ্ডির' ইত্যাদি বলিতেন। স্নান করানকালে জলচৌকী কিম্বা টবে বসিয়া শিশুর মত অস্ফুট শব্দ করিতেন ও মধুরভাবে হাত নাড়িতেন। অপ্রাকৃত দিব্য শিশু! সদা বিহ্বল,—মাঝে মাঝে আধ আধ বোল্। 'ভেণ্ডিল' 'মিসিকিল্' 'ইষ্টিণ্ডিল' ইত্যাদি অদ্ভুত কথা। এ'জগতের ভাষা যেন ভুলিয়া গিয়াছেন! তাঁহাকে স্পর্শ করিলে অথবা শ্রীশ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করিবার উপক্রম করিলেই 'জালিয়াৎ!' 'শূয়্যার' ইত্যাদি ধমক্ দিতেন। আবার যখন একেবারে বিহ্বল বা অন্যমনস্ক, তখন সকলেই অবাধে স্পর্শ করিতে পারিত।

ভ্রমণ-বিষয়ে অধিক আগ্রহ দেখাইতেন। জনতায় পথের

ধুলা লাগিয়া লাগিয়া একবার একটি নয়ন লাল হইয়া ফুলিয়া বন্ধপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল। ভুগিয়াছিলেন। তাও বেড়ান চাই। প্রখর রৌদ্রেই বেশী বেড়াইতেন। কতকদিন ইহার সহিত মধ্যরাত্রে ও শেষরাত্রে বেড়াইয়া ভ্রমণের বার-সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ভক্তগণের আগ্রহ ও প্রার্থনায় সময় সময় পথে কণিকা কণিকা ফল, মিষ্টাদি লইয়া গোষ্ঠ ও রাখালি-খেলার উদ্দীপন করাইতেন। কানাইপুর, দিক্‌নগর, রাজবাড়ী রোড্‌, সহর, বাজার, কোর্ট, টেপাখোলা, ডাঙ্গার রাস্তা ইত্যাদি বিভিন্ন পথে প্রভুকে বেড়াইতে লওয়া হইত। নিজেও ইঙ্গিত করিতেন অথবা 'এদিকে' 'ইষিগুির' 'ফিরে চল' ইত্যাদি দু'চারটি কথাও বলিতেন। একবার বাহকগণের অসাবধানতায় যশোর ও রাজবাড়ী-রাস্তার সঙ্গম-স্থলের নিকট দোলাচেয়ার হইতে নীচে পড়িয়া গিয়াছিলেন। কিছু রক্তপাত হয়; আর কোনরূপ অনিষ্ট বুঝা যায় নাই।

সন ১৩২৬, ১৩ই জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার, বাকৃচরের ভক্তগণ সংকীর্ত্তন করিতে করিতে ফরিদ্‌পুর শ্রীঅঙ্গনে আসেন। কথায় কথায় 'যাব'—প্রভুর এই সম্মতি পাইয়া আমরা প্রভুকে নূতন মন্দির হইতে দোলা-ইজিচেয়ারে বসাই ও কীর্ত্তন লইয়া বাকৃচর-ভক্তগণ সহ বাকৃচর-শ্রীঅঙ্গনে যাই। এ' সময় গোয়ালচামট-শ্রীঅঙ্গনে আদি আসন-মন্দির-স্থানে পুনরায় খড়ের চালা-বিশিষ্ট, কাঠের খুঁটি ও জানালাদরজা-সম্বলিত ও চারিদিকে কাঠের রেলিং-বেড়ালাগান বারান্দাযুক্ত উত্তম নূতন শ্রীমন্দির প্রস্তুত হইতেছিল। বাকৃচরে আসিয়া নানা খেলা খেলিয়াছেন। প্রথমে দোলায়, পরে নৌকায় বেড়াইতেন। হরিনাম অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে হইত। এবার একদিন বাকৃচর অঙ্গিনায়, শয়ন অবস্থায়, একা একা, আপন মনে হঠাৎ উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছিলেন—"সমাজ রাখ্‌ব না," "সমাজ কর্‌ব না," "সমাজ রাখ্‌ব না"। পরে আবার নিঃশব্দ। যেন তিনি কিছুই বলেন নাই। এখানে একদিন বালকগণ-আনীত বড় কালজাম-ফল হইতে সর্ব্বজন-সমক্ষে একটী

ফল লইয়া ভক্ষণ করেন। দৃশ্যটি সেখানে বড়ই মধুর স্মরণীয় হইয়াছিল। বর্ষাঋতুর শেষে একদিন সেবাইতগণ ফরিদপুরের কয়েকজন ভক্তসাহায্যে প্রভুকে অন্য নৌকায় উঠাইয়া লইয়া বাকচর হইতে গোয়ালচামট শ্রীঅঙ্গনে পলাইয়া আসেন। ফরিদপুর-শ্রীঅঙ্গনে প্রভুর ভ্রমণ জন্য কাঠের ছাদবিশিষ্ট একখানি নূতন নৌকা ও একখানি খাটদোলা প্রস্তুত হইয়াছিল। এই নৌকায় ভ্রমণসময়ে খাল-নদীর তীরে তীরে স্থানীয় ভক্তগণ ফল, পুষ্প, মালা, তুলসী, চন্দন ইত্যাদি লইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন। তুলসীচন্দন প্রভুর চরণে দেওয়া হইত। ভক্তগণ নৌকা বাহিতেন এবং সংকীর্ত্তনও করিতেন।

১৩২৬ সনের শেষভাগে নানাস্থানে বসন্তরোগ সংক্রামিত হয়। ফরিদপুর ও অন্যান্যস্থানের অসংখ্য নরনারী ঐ দারুণ রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতে থাকে। ফাল্গুন মাসের প্রারম্ভে শ্রীশ্রীপ্রভু স্বীয় অঙ্গে ঐ উৎকট ব্যাধি গ্রহণ করেন। এখানে অবশ্য স্মরণীয় যে, তিনি মৌনের পূর্ব্বেই ব্যাধি গ্রহণের কথা বলিয়া রাখিয়াছিলেন। তখন হইতে সর্ব্বত্র ঐ ব্যাধি হ্রাস পাইতে থাকে। এই ব্যাধির সময় তিনি আপন মনে শ্রীমুখে—"আমার কেউ নাই রে" "আমার এত দুঃখ ছিল রে" "জীবের জন্য এত কষ্ট!"—ইত্যাদি বলিয়া সত্য তথ্য ও কারণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি হরিনামের। হরিনামেই তাঁর সেবা। কেহ শুশ্রূষার জন্য তৈল মাখাইতে গেলে বলিয়াছিলেন—'হরিনাম করে না; তেল দেয়!' অন্য সময় আর একজনকে বলিয়াছিলেন—'হরিনাম করে না, বাঘের মত খাম্‌চায়।' যাহা হউক কিছুকাল পর তাঁহার শ্রীদেহ হইতে ঐ দুষ্ট ব্যাধির চিহ্নগুলি লোপ হইয়া যায়।

পাবনার কয়েকজন ভক্ত অর্ডার দিয়া প্রভুর জন্য একখানি বৃহৎ রিক্‌স (উত্তম দ্বিচক্র শকট বা যান) প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী সময়ে তিনি ঐ শকটে বসিয়া বেড়ানই পছন্দ করিতেন।

দোলা ও শকটবহনকার্য্যে পূর্ব্বোক্ত শ্রীঅঙ্গন-সেবকগণ এবং সময় সময় স্থানীয় ও আগন্তুক ভক্তগণ নিযুক্ত থাকিতেন। বেতনভুক্ত অবস্থায় কেহ কেহ কতককাল ছিলেন। এতদ্ব্যতীত হরমোহন সিংহ (কতককাল), ভদ্র ক্ষিতীশ (কতককাল), বরিশালের পাল (কিছুকাল), পাগ্‌লা কুঞ্জ (সময় সময়),—এই বহন-সেবাকার্য্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ।

১৩২৭ সন, ৯ই জ্যৈষ্ঠ (ইং ২৩।৫।১৯২০), পাবনার রণজিৎ লাহিড়ি মহাশয় ফাষ্ট-ক্লাশ রিজার্ভ-গাড়ী প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া প্রভুকে পাবনায় লইবার জন্য আসিয়াছিলেন। ঐ গাড়ীখানিতে আমরা প্রভুকে উঠাইয়াছিলামও। কিন্তু নানা প্রতিকূল ঘটনায় আর যাওয়া হইল না।

১৩২৭ সন, ২৭ জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার (ইং ১০।৬।১৯২০) বৈকালে, ঐ দ্বিচক্র যানে (রিক্‌সে) ভ্রমণকালে প্রভুকে বাকুচর-শ্রীঅঙ্গনে লওয়া হয়। বাহক মাত্র কালোশ্যামদাস, আর একজন ও দুর্ব্বল আমি (নাম মাত্র)। অসমতল ভূমি; জঙ্গলাপথ; শকটখানি আহত ও স্থানে স্থানে ছিন্ন ভিন্ন হন। গত জন্মোৎসবেও (১৩২৭ সন, ১৯ বৈশাখ), জনতার চাপ্ ও উত্তেজনায় শকটখানর ক্ষতি হইয়াছিল। সে যাহা হউক, এবার বাকুচর-আঙ্গিনায় গোপাল বন্ধুকে নামাইতে গেলে, প্রথমে বিরক্তি ও অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরে আপত্তি ছিল না। সংবাদ পাইয়া ফরিদ্‌পুর হইতে ভক্তগণ আসেন। পরদিন সকালেই আমরা প্রভুকে লইয়া ফরিদ্‌পুর শ্রীঅঙ্গন যাই। ১৩২৭ সন, ২৯শে কার্ত্তিক, কানাইপুরের দিক্ ভ্রমণকালে যজ্ঞেশ্বরদাসজী ও রাজেন্দ্রদত্তজী, আরও কোন কোন ভক্ত-সাহায্যে প্রভুকে তাঁহাদের গ্রামে মাধবপুর বাজারকান্দি লইয়া যান। অসমতল, কর্কশ (বন্ধুর) পথ।,— শকটে দারুণ ঝাঁকি। খুব কষ্ট হয়। যাইতে সন্ধ্যারাত্রি। প্রথমে খুব ধমকান ;—নামিতে অনিচ্ছা। কয়েক ঘণ্টা ছিলেন। শেষরাত্রে

গোয়ালচামট-শ্রীঅঙ্গন-যাত্রা ও ক্রমে উপস্থিতি। ভ্রমণাদি যথাযথ চলে।

১৩২৮ সন। ভাদ্র। সেবায় নানা ত্রুটী। প্রভুকে ভ্রমণে লওয়া বিষয়ে, সময় সময় শৈথিল্য, ঔদাসীন্য প্রকাশ পাইতে থাকিল। ১৭ই ভাদ্র ভ্রমণার্থ লওয়ার জন্য প্রভুকে চৌকী হইতে নামানকালে, কালশ্যাম-দাসজী ও দুর্ব্বল রোগী যজ্ঞেশ্বরদাসজী—এই উভয় ভক্তের মধ্যস্থলে ও ভূমিতলে প্রভুর পতন ও চাপ্। দক্ষিণ উরু-অস্থি-ভঙ্গ! আঘাত ভীষণতম! Bandage (ব্যাণ্ডেজ)। শুশ্রূষাদি। ১৯ ভাদ্র, কি নাম বল্‌ব, কর্‌ব—ইত্যাকার প্রশ্নে—'হরিপুরুষ বল্‌তে পার'—উত্তর দিয়াছিলেন। ২১শে ভাদ্র তিনজন এম্, বি, ডাক্তার, অন্যান্য ডাক্তার ও সেবকগণ সহযোগে নূতন যন্ত্র (splint) লাগাইয়া পুনরায় (তৃতীয়বার) ভাল ব্যাণ্ডেজ করেন। এই অবস্থার সময় বিহ্বলভাবে "দাদা বাবু!" "বাবা আসেন" 'দয়া হ'ক' 'মশায় এদিকে আসা লাগে' 'এ যায়গা আপনার নামে কিছু নাই' 'এ যায়গা আসেন' ইত্যাদি বলিতেন বা উত্থানেচ্ছু হইয়া সেবকদিগকে এইরূপে ডাকিতেন। ২০ ভাদ্র, 'বাবা' 'আমার কত সন্তান রে'। "তোমরা সকলে মিলে আমার কাজ কর।"—এই আদেশ-বাক্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। কেহ শাসনসূচক কথা কহিলে,—"আমি তোমার চেয়ে নীচ।" "নলিত, কটু কথা ব'লো না। আমি বড় গরীব।"—ইত্যাদি দৈন্যোক্তি প্রকাশ করিতেন। ২৭ ভাদ্র, নবগ্রাম হইতে কবিরাজ আনাইয়া ঐ ব্যাণ্ডেজ খুলিয়া দক্ষিণ উরুদেশে এক বাট্‌না বাঁধা হয়। উরু ভীষণভাবে ফুলিয়া লাল হয়। সর্ব্বদা চিৎভাবে শয়ন। শয্যাবদলানে অসুবিধা। সুকোমল সোণার অঙ্গে (পিঠে) দাগ পড়িয়া লাল লাল হয়। প্রস্রাব ভাল মুছানের সুবিধা না থাকায় ঐ ঐ স্থানে লাল গুট্‌রী গুট্‌রী হয়! অসহ্য যন্ত্রণা! অসীম ধৈর্য্য! শেষভাগে বিহ্বলভাবে,—"যান, যান" "আর ত মইরা গেছি!"

"সোণার অঙ্গে তালি প'ল!" "আমার ওযে সোণার তনু বাঘে নি'য়ে গেল!"—ইত্যাদি কত সকরুণ কথা বিড় বিড় করিয়া সুর করিয়া, আপন মনে বলিয়া যাইতেন। কত আধ আধ কথা কহিতেন। আমাদের নানা ত্রুটী, দোষ! ভোগ খাওয়ানে অস্বাভাবিক চেষ্টা। ক্রমে ২০শে ভাদ্র হিক্কা আরম্ভ। পরদিন হিক্কার সহিত বমন আরম্ভ। শ্রীমুখে শেষে কেবল "নেও, নেও"—এই কথা পুনঃ পুনঃ শুনা যাইত।

১৩২৮ সন, ১লা আশ্বিন, শনিবার, ভাদ্র পূর্ণিমায়, বেলা দ্বিপ্রহরে শ্রীঅঙ্গ, শ্রীদেহ নিশ্চল! হিমবৎ শীতল পাষাণ! লোক-দৃষ্টিতে অপ্রকট-অবস্থা গ্রহণ করেন। তুমল-মহাকীর্ত্তন! সংকীর্ত্তনাদি। প্রভু-দর্শনের জন্য গ্রাম সহর ভাঙ্গিয়া আবালবৃদ্ধ-বনিতা; শিশুকোলে কুলবধূ পর্য্যন্ত। কয়েকদিন ভরিয়া লোকে লোকারণ্য! পত্র, টেলিগ্রাম ও সংবাদ পাইয়া ক্রমে দেশ বিদেশ হইতে দলে দলে ভক্তগণ আসেন। খোল করতালে কীর্ত্তন, মহাকীর্ত্তন! অহর্নিশি। অবিরাম! সপ্রদক্ষিণ। ধূপ, ধুনা, লবাং, দশাং গুগ্‌গুল্, কর্পূর, চন্দনকাষ্ঠ ইত্যাদি ভুরি ভুরি পোড়ান! গোলাপজল, অগুরু, অটো, আতর, অডিকলন, ল্যাভেণ্ডার ইত্যাদি রাশি রাশি ছড়ান! আকুল ক্রন্দন। চীৎকার! স্থানে স্থানে জনতা। সঙ্ঘ। কথা। শ্রীদেহ 'রক্ষা'-সম্পর্কে নানামত। ষড়যন্ত্র! ১১ আশ্বিন, শ্রীমন্দির-মধ্যে প্রভুর চৌকীর নীচে সিমেণ্ট দেওয়া এবং চৌকীর চারিপার্শ্বে ও উপরে কাষ্ঠবৃতি ও আচ্ছাদন; তদুপরি মৃত্তিকা-প্রলেপ। ১৩ই আশ্বিন, মতান্তরে ঐ কাষ্ঠ-মৃত্তিকা-গৃহ ভাঙ্গা হয়। পার্শ্বে শ্রীশ্রীদেহ-সমেত চৌকী রাখিয়া পূর্ব্বোক্ত আসন-স্থানে বৃহৎ বিবর-খনন। কাষ্ঠাদিবেষ্টনে বিবর-মধ্যে গৃহ-প্রকোষ্ঠ। কাষ্ঠ-সিংহাসনে প্রভুকে (শ্রীশ্রীদেহ) দক্ষিণমুখো করিয়া উপবিষ্ট অবস্থায় রাখিয়া ঐ বিবর-মধ্যে রক্ষা। উপরে কাষ্ঠাদি আচ্ছাদন ও দোলভিটার আকারে তিনস্তরে মৃত্তিকা-স্তূপ রক্ষণ। ১লা

আশ্বিন হইতে অবিরামভাবে যে কীর্ত্তন-যজ্ঞ চলিতেছিল, তাহা ১৩ই আশ্বিন বন্ধ হয়। তবে বাহিরের সেবাপূজা-আরতি ও সাময়িক কীর্ত্তন, প্রত্যহই হইত।

১৩২৮ সন, ২রা কার্ত্তিক, মহানাম-সম্প্রদায়, শ্রীঅঙ্গনে পুনরায় মহানাম-কীর্ত্তন-যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন। তদবধি আজ পর্য্যন্ত ঐ কীর্ত্তন-যজ্ঞ অহর্নিশি অবিরাম হইয়া আসিতেছে; ভঙ্গ হয় নাই। ১৩২৮ সন, ২৭শে মাঘ, মধ্যনিশার পর, (চোদ্দমাদল কীর্ত্তন, ব্যাণ্ডবাদ্য ও নহবৎবাদ্য-সংযুক্ত অতি সমারোহপূর্ণ মাঘী-উৎসবের ভিতর), সম্প্রদায়ের অনেকে ও আরও কেহ কেহ ঐ বিবর খনন ও পর্য্যবেক্ষণ করেন এবং রাত্রি-মধ্যেই বিবর বন্ধ করিয়া যথাবৎ রক্ষা করেন। ইহার কিছুদিন পর আঙ্গিনার পূর্ব্ব সেবাইতগণ নানাকারণে বাকচর, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে চলিয়া যান এবং তখন হইতে মহানাম-সম্প্রদায় শ্রীঅঙ্গনের ভার গ্রহণ করেন।

১৩২৯ সনে শীতঋতুতে শ্রীশ্রীপ্রভুর শ্রীদেহ চন্দন-সম্পুটে শয়ন-অবস্থায় রাখিয়া শ্রীমন্দির-মধ্যে পার্শ্বে রক্ষা করা হয়। ঐ বিবর ইষ্টক ও উত্তম প্রস্তরে বাঁধাইয়া তন্মধ্যে ঐ চন্দন-সম্পুট সংস্থাপন করা হয়। উহা স্থাপন উপলক্ষ্যে দোলপূর্ণিমার ভিতর শ্রীঅঙ্গনে পৃথক্ মহোৎসবাদি হয়। এখন শ্রীমন্দির-বারান্দায় অহর্নিশি অবিরাম মহানাম-যজ্ঞ ব্যতীতও মহানাম-সম্প্রদায় অন্যান্য ভক্তগণ সহযোগে বাৎসরিক অন্যান্য কীর্ত্তন-উৎসবও যথাসময়ে সম্পাদন করিয়া থাকেন। শ্রীমন্দিরে নিত্য নিয়মিত সেবাপূজা আরতি হয়। প্রায়-উপকরণহীন সাধারণ নিরামিষ আহার, কঠোরতা ও পার্থিব দারিদ্র্য-অভাবের ভিতর থাকিয়াও এই ত্যাগীগণ নিত্য যথাশক্তি অতিথি-সৎকার ও সময় সময় উপস্থিত-আর্ত্তরোগীর যথাসাধ্য শুশ্রূষাদি করিয়া থাকেন। জগতে হরিনামের অভাবেই যত দুর্দ্দশা! আর প্রভু বন্ধু স্বয়ং হরিনাম ও হরিনামের। তাই একমাত্র

হরিনাম মহানামই, ইঁহারা জীবনের সর্ব্বপ্রধান ব্রত বলিয়া গ্রহণ ও অবলম্বন করিয়াছেন।

উপসংহার ও উপক্রমণিকা। শেষ মৌনের পূর্ব্বে প্রভু বলিয়াছেন যে, তিনি সকল মহাদেশে সমানভাবে ধর্ম্ম সংস্থাপন করিবেন। তখন আমরা জানিব যে তাঁহার লীলা শেষ হইল। তাঁহার লীলা বহুকাল, সহস্র বৎসর চলিবে। তাঁহার এক এক ঘায়ে এক এক কন্‌টিনেণ্ট (মহাদেশ) হইতে মদ্যপান, গোহত্যা উঠিয়া যাইবে। তাঁহার বাক্যগুলি সমস্তই কার্য্যে পরিণত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহার কার্য্য, তাঁহার 'ঘা' সব সময় সাধারণ জীবচক্ষে ও বুদ্ধিতে ধরা যায় না। তাঁহার আগমনে কয়েক বৎসরের মধ্যে কত উত্তম অধিকারী মানবের আগমন হইয়াছে ও হইতেছে। এ' সমস্তই তাঁ'র চিহ্নিত লোক! তিনি জানাইলে জগৎ জানিবে। প্রকৃতির অনুকূলে তাঁহার কার্য্য নীরবে সম্পন্ন হইয়া যাইতেছে। একটি ঘাস কি ধানগাছের দৈনিক বৃদ্ধির পরিমাণ সাধারণ জীবে বুঝিতে পারে না। পাঁচ ছ'মাস পর দেখিলে আমরা বুঝি যে এত বড় গাছ হইয়াছে। এইরূপ, প্রভুর কার্য্যও শেষ হইলে বুঝা যাইবে যে এত বড় কাজ হইয়া গিয়াছে। ধর্ম্মক্ষেত্র-কুরুক্ষেত্রে, সাধারণ জীবে জানে যে শ্রীভগবান্ বাসুদেব অর্জ্জুনের রথে সারথি (সহিস) মাত্র। অর্জ্জুন, দ্রোণ, ভীষ্ম, ভীম, যুধিষ্ঠির, এরাই কার্য্যকর্ত্তা। কিন্তু ভগবানের কৃপায় অর্জ্জুন পূর্ব্বেই দিব্যচক্ষে দেখিলেন যে, শ্রীভগবান্ বাসুদেব কালস্বরূপ হইয়া উভয়পক্ষেই ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, বিরাট, শল্য প্রভৃতি বীরগণকে নিহত করিয়া রাখিয়াছেন। আর সকলে নিমিত্ত-মাত্র। ঐরূপ চক্ষু ও অনুভূতি, সকলের হয় নাই বলিয়া কি শ্রীভগবান্ বাসুদেব ঐ স্থানে মাত্র সারথি?—না কর্ম্মকর্ত্তা? প্রভুবন্ধুর অলৌকিক দিব্যদর্শন ও অলৌকিক অনুভূতি পাইয়া এখনও কত সহস্র সহস্র লোক

তাঁহাকে ক্রমশঃ জানিতেছেন ও পূঁজা করিতেছেন এবং তাঁহার নামগুণ কীর্ত্তন করিতেছেন।

এখন গুরুবন্ধুর আদেশ মত একান্ত কায়মনোবাক্যে হরিনাম বা ভগবদ্‌নাম কীর্ত্তন, স্মরণ, মনন, অবলম্বন, উপাসনা ও প্রার্থনাদি দ্বারা ধর্ম্মবল সঞ্চয়, তথা তৎসহযোগে আর্য্যশিক্ষা, ব্রহ্মচর্য্য, স্বাস্থ্য ও সুচরিত্রযুক্ত ধর্ম্মজীবন লাভ করিলেই আমাদের যথার্থ স্বাধীনতা-লাভ হইবে। প্রেমেই বিশ্বজয় সম্ভব। একমাত্র শ্রীহরিনাম অবলম্বন ও কীর্ত্তনই পরস্পরের জাতিবর্ণ-বিদ্বেষ-হিংসা-অভিমানাদি নষ্ট করিয়া সকলকে এক প্রেমসূত্রে গাঁথিয়া রাখিতে সমর্থ। ঐ ধর্ম্মই পরম অস্ত্র। স্ব+অধীন, স্বাধীন। গুরুবন্ধুর আদিষ্ট পরম উপায় অবলম্বন ব্যতীত কুবৃত্তি কাম-ক্রোধলোভাদি রিপুজয় বা স্বাধীনতা-লাভ হইতে পারে না। শুধু, বৃথা তর্কাদিকরণ, বৃথা বক্তৃতাদান এবং পাশবিক শারীর বল, অন্ন, বস্ত্র, বিত্ত ও সাম্রাজ্যলাভ স্বাধীনতা নহে। দেশবাসীর ভগবানে সত্যবিশ্বাস ও ধর্ম্মবল বা ধর্ম্মজীবন লাভ না হইলে, স্বার্থত্যাগ, উদারতা ও সত্যজ্ঞান আসিতে পারে না এবং দেশ হইতেও আধি, ব্যাধি, চৌর্য্য, দস্যুতা, লাম্পট্য, দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার, যুদ্ধবিগ্রহ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, প্রলয় ইত্যাদি দূর হইতে পারে না। শ্রীহরির নাম, লীলা ও শক্তিতে একান্ত বিশ্বাস ও সংকীর্ত্তন, আর্য্যশিক্ষানীতিগ্রহণ এবং তথা আচরণ ও সর্ব্বে প্রচারণ—ধর্ম্ম। ধর্ম্ম-জীবনই স্বাধীন জীবন। ঐরূপ এক একটী জীবন লাভ হইলে, ঐ ঐ জীবন-সংস্পর্শে ক্রমে ক্রমে পরিবার, পাড়া, পল্লী, গ্রাম, জেলা, দেশ, মহাদেশ, পৃথিবী এবং চতুর্দ্দশ ভুবন স্বাধীন ও শান্তিসুখময় হইয়া যাইবে। জয় জগদ্বন্ধুহরি! স্বস্তি! ইতি॥

বন্ধুগীতি। মহানাম-কীর্ত্তন।

আরাত্রিক—ভোগ॥ কেদার॥

এস বিশ্বরমণ বন্ধু-শশী।
এস বন্ধু বিশ্বম্ভর, পুরুষসুন্দর,
(তুচ্ছ) বস্ত্রাসনে ভোজন কর হে বসি'।
কৈতব-তপত মুই, অতি অভাজন।
না জানি ডাকিতে তোমা না জানি সেবন॥
এস স্বীয় কৃপা-গুণে, ওহে মহানামী।
এস বন্ধু-জগন্নাথ প্রেমময় স্বামী॥
কিবা আছে কিবা দিব মুই অকিঞ্চন। (দীনবন্ধু হে)
(শুধু) সিদ্ধ-পক্ব অন্ন-জল কর হে গ্রহণ॥+
(নাথ) অ-ভাগীর শাক-অন্ন কর হে ভোজন॥+
(বন্ধু) ব্যঞ্জন-ওদন-তক্র কর হে গ্রহণ॥+
(প্রভু) কাঙ্গালের ফল-জল কর হে গ্রহণ॥+
(বন্ধু) কাঙ্গালের সেবা-দ্রব্য কর হে গ্রহণ॥+
অদোষ-দরশী তুমি, শুনেছি গো আমি।
নিজ-গুণে ভোজন কর, হে দীন-স্বামী॥

+ ভোগের অবস্থানুসারে চিহ্নিত যে কোন পংক্তি গীত হইবে। আবশ্যক বোধ হইলে ভোগে প্রদত্ত অন্যান্য উপকরণের নামও ঐ স্থানে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

অ-ভাগী,—এখানে অর্থান্তরে 'অ'—শ্রীহা[illegible]।

জয় জয় জয় হে নাথ, সেবকরঞ্জন।
(জয় জয়) হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু মহা-উদ্ধারণ ॥
প্রভু বন্ধু-গোপালের শ্রীভোগগ্রহণ।
অনুচর নিকরে সেবা-মগন ॥
জয় জয় শ্রীভোগ, বন্ধুর ভোজন।
(জয় জয়) মহাপ্রভু জগদ্বন্ধু জগত-জীবন ॥
সুবাসিত বারিপান, জয় আচমন।
মধুরপ্রক্ষালন, শ্রীমুখ-মার্জ্জন ॥
(জয়) বন্ধু-মাধব, মধুর-ঈক্ষণ।
সুবিমল শয্যায় বিরাম-শয়ন ॥
মুখবাস শ্রীমুখে গ্রহণ-সেবন।
দরশনে তিরপিত ভকত সুজন ॥
বন্ধুভক্ত সুখে করে শ্রীঅঙ্গ-সেবন।
কর্ম্মদোষে বঞ্চিত নিত্য অভাজন ॥
(জয় জয়) হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু মহা-উদ্ধারণ ॥

(পরিবর্ত্তিত)।

জয় জগদ্বন্ধু বোল্।
হরিবোল্ হরিবোল্ ॥

কানাড়া।

জাগ জগদ্বন্ধু আমার হৃদয়-মন্দিরে।

আমার হৃদে পশি নাশ নাথ মোহ-তিমিরে ॥

মায়ামোহে অচেতন, মুই মুগ্ধ অন্ধজন,

আমার শোক-তমঃ নাশ দিব্যজ্ঞান-মিহিরে ॥

সাধন-ভজন হীন, মুই দগ্ধ আর্ত্ত দীন,

এই তাপতপ্তে জুড়াও তব প্রেম-সমীরে ॥

নাম প্রেম বিতরণে, নাশ দুষ্ট রিপুগণে,

সদা ভাসাও নাথ তব স্মৃতি-সাগর-নীরে।

সদা ভাসাও বন্ধু তব রূপ-সাগর-নীরে ॥

তব নিত্য-সেবা-দানে, জুড়াও এ' তাপিত প্রাণে,

রাখ নিত্যদাসে, কৃপাদানে, চরণ-তীরে ॥

(ভজ) বন্ধু-গোবিন্দ আনন্দ-রাম।
(জপ) হরি-পুরুষ মধুর নাম॥

আরাত্রিক। সুহই।

জয় শ্রীঅঙ্গনে, আরতি কীর্ত্তন।
জগদ্বন্ধু জগন্নাথ মন্দিরে শোভন॥
ধূপ-দীপ-মাল্য-করে ধামবাসীজন।
সজ্জিত পুষ্পপাত্র,—তুলসী-চন্দন॥
অনুচর প্রিয় করে চামর ব্যজন।
বিচিত্র চিত্র ছত্র অম্বরে ধারণ॥
(জয়) হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু মহা-উদ্ধারণ॥
প্রাঙ্গণে ভক্তবৃন্দ,—জয় উচ্চারণ॥
মর্দ্দল-করতালে কীর্ত্তন-নর্ত্তন।
জয় জগদ্বন্ধু রোলে ধ্বনিত ভুবন॥
শশী সনে তারাগণে, শোভিত গগন।
প্রফুল্লিতা বসুমতী পেয়ে বন্ধুধন॥
মহানামে প্রেমে মগ্ন, ধন্য ভক্তগণ।
বন্ধু-বিমুখ নিত্য মোহে অচেতন॥

বন্ধুবার্ত্তা-সূচী।

[১ম খণ্ড—'বাণী]

[২য় খণ্ড—'লীলা কণা]

নমঃ শ্রীশ্রীহরিপুরুষ-জগদ্বন্ধু-মহোদ্ধারণচন্দ্রায় ॥

বিজ্ঞপ্তি।

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু-সম্বন্ধীয় কয়েকখানি গ্রন্থ।—

স্বয়ংপ্রভু-রচিত :—(১) চন্দ্রপাত। (২) হরিকথা। (৩) শ্রীমতি-সংকীর্ত্তন। (৪) শ্রীশ্রীনাম-সংকীর্ত্তন। (৫) পদাবলী। (৬) বিবিধ সঙ্গীত। (৬) ত্রিকাল-গ্রন্থ।

বন্ধুহরির শ্রীশ্রীচরণসরোজাশ্রিতগণ-গ্রন্থিত ও প্রকাশিত :—
(৮) বন্ধু-কথা। (৯) প্রেম-যোগ। (১০) আদেশ-উপদেশ। (১১) প্রভু-আদেশ। (১২) মহাবতারী প্রভু জগদ্বন্ধু। (১৩) নবযুগের সাধনা। (১৪) হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু-মহানাম। (১৫) বন্ধু-তত্ত্ব-চন্দ্রিকা। (১৬) বন্ধু-গীতি। (১৭) বিশ্বধর্ম্ম। (১৮) অমিয় বন্ধু-বাণী। (১৯) জগদ্গুরু মহা-মহাপ্রভু জগদ্বন্ধু। (২০) বন্ধু-কুঞ্জ-গীতি। (২১) মহানাম-মালা। (২২) বন্ধু-বার্ত্তা। (২৩) A Message of Hope. (২৪) Life and Teachings of Sri Sri Pravu Jagatbandhu. (২৫) Jagadbandhu. (২৬) মহাপ্রলয় ও মহা-উদ্ধারণ। (২৭) ঝুমঝুমি ও ঝঙ্কার। (২৮) বন্ধু-করুণা-কণিকা। (২৯) বন্ধু-মঠ ও আশ্রমের নিয়মাবলী। (৩০) ব্রহ্মচর্য্য। (৩১) মাসিক মহা-উদ্ধারণ-পত্র (৭ মাস পর্য্যন্ত)। (৩২) আদেশ-উপদেশ-সম্বলিত শ্রীমূর্ত্তি এবং প্রভু বন্ধুর পৃথক্ ফটো ও শ্রীমূর্ত্তিসমূহ।

কামোদ।

বন্ধু-বিনোদ মোহন রা ॥
কাঞ্চন-নিন্দন বরণ রা ॥
সুন্দর মধুর ঈক্ষণ রা ॥
হৃদয়-রঞ্জন,—নন্দন রা ॥
হরি-পুরুষ, শোভন রা ॥
গোপী-বল্লভ, রমণ রা ॥
দর্পক-দরপ-দলন রা ॥
তাপ-সন্তাপ-হরণ রা ॥
কলি-কলুষ-নাশন রা ॥
কলি-দমন,—পাবন রা ॥
বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড-তারণ রা ॥
দীন-কাতর-শরণ রা ॥
জগত-বান্ধব,—জীবন রা
নিত্য সেবক-মোক্ষণ রা ॥

(বন্ধু-গীতি।)

বন্ধু-গীতি

... ...

এ' বিশ্বের এক কোণে, আছি আমি
দিন মোর বৃথা ব'য়ে যায়।
চপল চঞ্চল মন, রহে
লালসায় কত কিবা চায়॥
মুখে কিবা ক'ব কথা, জান ত হে
বন্ধু তুমি সর্ব্ব-অন্তর্যামী।
সত্য-নাম-নিষ্ঠাহীন, পাপে তাপে
শোকে মোহে মুহ্যমান আমি
কল্পনা-সাগরে পড়ি, কত স্বপ্ন
ষড়রিপু ল'য়ে আছি ভোর।
দুরন্ত দুর্ব্বার মন, কর ব
তুমি বিনে কেহ নাহি মোর
হৃদয়ের রাজা তুমি, শাস মম
শান্তিরাজ কর শান্তিদান।
বিবেক-বৈরাগ্য সনে, সত্য ধর্ম্মে
রাখ নাথ সদা ক্রিয়মান॥
দিব্য চক্ষু সত্য জ্ঞান, কর বন্ধু
তব প্রেমে কর মোরে ধনী।
নিত্য-সেবা দি'য়ে দাসে, রাখ রাঙ্গ
নিত্যসখা বন্ধু গুণমণি॥

—নিত্যফকীরদা